

# **IMPACT**

## **The Future Makers**



*Vol.2. 2015-16*

**Central Research Committee  
Shri Shikshayatan College, Kolkata**

IMPACT VOLUME II  
(2015-16)

# IMPACT

The Future Makers

Vol. 2. 2015-16



Central Research Committee  
Shri Shikshayatan College, Kolkata

## IMPACT VOLUME II

July 2016 (July 2015 – June 2016)

### EDITORIAL BOARD:

Dr. Jayati Das

Dr. Chitrita Banerjee

Dr. Tania Chakraverty

Dr. Illora Sen

Dr. Sushobhona Pal

Dr. Agnita Kundu

### COVER DESIGN

Dr. Jayati Das

Dr. Tania Chakraverty

Dr. Sushobhona Pal

### Printed by

PRATIRUP

35, Nandana Park, Kolkata – 700034

Phone: (033) 2403-7402

### Published by

Shri Shikshyatan College,

11 Lord Sinha Road,

Kolkata – 700071

### FROM THE EDITOR'S DESK

The Research Committee came into existence in March, 2014 and for more than a year it has been our endeavour to instill an acumen for research-work especially among our students.

It is a matter of immense pride and pleasure to publish the SECOND volume of IMPACT, the Journal of the Research Committee, Shri Shikshayatan College, comprising solely of articles written by our students.

These articles have been chosen carefully by various Heads of Departments from Students' Research Projects, funded by the college that were completed last year.

Editorial Board

July'16

## :: CONTENTS ::

1. <b>Bengali</b> : সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র গ্রন্থনা : তৃতীয় বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষ সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার : প্রাক্তন (বাংলা বিভাগ)	1
2. <b>Economics</b> : Emerging trends and patterns of employment of women in India in the post liberalization period	20
3. <b>Education</b> : A survey on the implementation and impact of Sarva Siksha Abhiyan on a school in Kolkata	27
4. <b>English</b> : Adaptation of Shakespeare's tragic plays in Indian Cinema	36
5. <b>Hindi</b> : भूमंडलीकरण के माहौल में हिन्दी	44
6. <b>History</b> : 'Position of women in ancient & medieval India'	49
7. <b>Mathematics</b> : Project report on majority voting box using ic	54
8. <b>Philosophy</b> : Women Empowerment ... A Myth or Reality ?	61
9. <b>Political Science</b> : State legislature a study on West Bengal Legislative Assembly	74

## সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র

গ্রন্থনা : তৃতীয় বর্ষ ও দ্বিতীয় বর্ষ  
সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার : প্রাক্তন (বাংলা বিভাগ)

### কিছু কথা

প্রকল্প '২০১৫ - ২০১৬' এর আলোচ্য বিষয় 'সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র' সাহিত্য থেকে সেলুলয়েড ..... একটা বড় পরিসরের যাত্রা। এক্ষেত্রে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে আসে যে সাহিত্যকে রূপোলী পর্দায় আনার প্রাসঙ্গিকতাটা ঠিক কি?

রবীন্দ্রনাথের লেখা উপন্যাসগুলো আজ এক শতক পর নতুন ভাবে ফিরে ফিরে আসছে চলচ্চিত্রের বিষয় হয়ে। পরিচালকরা কোথাও সেই কালের যাত্রাধ্বনি শোনানোর লক্ষ্যেই তাহলে বিষয় হিসাবে তাঁর উপন্যাসগুলোকে বেছে নিচ্ছেন? আসলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখার মধ্যে বারবার নারী-পুরুষের সম্পর্কের নানান দিককে নিয়ে এসেছেন। জীবন যতই পাল্টে যাক, মানুষ যতই বদলে যাক, সম্পর্কের সেই কালের প্রবাহমানতা তো আজও একই থেকে যায়। আর তাই একাল সেকালকে মিলিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই বই থেকে একটা উপন্যাসের সেলুলয়েডে যাত্রা।

কোনো বিষয়কে পড়ে মনে রাখার চেয়ে চোখে দেখে আত্মস্থ করাটা অনেকটা বেশি দীর্ঘস্থায়ী এবং বিভিন্ন ব্যস্ততার মাঝে একটা সিনেমা অনেকটা বিনোদনেরও কাজ করে থাকে। একটা গল্প বা উপন্যাস থেকে যখন একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়, তখন তার অন্যতম একটা লক্ষ্যই থাকে যে তা কিভাবে কম সময়ের মধ্যে বেশি সংখ্যক মানুষের দরজায় পৌঁছে যাবে।

একজন লেখক যখন একটা কাহিনী লেখেন, তখন তাতে তাঁর তৎকালীন সময়ের ছাপ অবশ্যই থাকবে; আর সেই কাহিনীই অবলম্বন করে যখন একটা নতুন text, নতুন স্ক্রিপ্ট তৈরি হচ্ছে তখন একটা পুনর্নির্মান হয় ..... স্ক্রিপ্ট লেখক মূল কাহিনীকে সবসময় হুবহু অনুকরণ না করে বরং সেই কাহিনীকে তার নিজের সময়র, যুগের উপযোগী করে নির্মাণ করে থাকেন..... ফলে একটা সিনেমা যা কোনো বিখ্যাত গল্প কাহিনীকে অবলম্বনে তৈরি তা যখন আমরা দেখি তখন সেখানে কাহিনীকারের মনোভঙ্গীর পাশাপাশি সিনেমা পরিচালক, স্ক্রিপ্ট লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীও উঠে আসে। অনেক ক্ষেত্রেই একটা কাহিনী এবং ঐ কাহিনী অবলম্বনে তৈরি সিনেমার মধ্যে হয়ত বেশ অনেকটা সময়, যুগের তফাৎ থেকে যায়..... যার ফলে সিনেমা পরিচালকের একটা বিরাট দায় থেকে যায় মাঝের ঐ সময়টাকে সেলুলয়েডে প্রকাশ করবার, আসলে ভিন্ন ভিন্ন সময়, পরিবেশ, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে একটা text পাল্টে পাল্টে যায়..... আর মূলের সঙ্গে এই পাল্টে যাওয়াটার কোলাজই হল স্ক্রিপ্ট।

বর্তমান কালে অবশ্য আর ধরা বাধা ছকে স্ক্রিপ্ট তৈরির কাজ চলে না..... সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও পাল্টে পাল্টে যাচ্ছে। একটা গল্প, উপন্যাস - যাকে অবলম্বন করে সিনেমাটা তৈরি হবে সেই কাহিনীকে নিয়ে বেশ কয়েকজন ভাবে ভাবে, বিভিন্ন point of views নিয়ে, ভাবনাগুলোকে একের পর এক জোড়া লাগিয়ে একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি হয়ে থাকে..... অর্থাৎ কাজ করতে করতে ক্রমশ একটা text বদলে বদলে তবে সেলুলয়েডে গিয়ে পৌঁছায়।

সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ :- রবীন্দ্রনাথ — গত দশ বারো বছরের হিসাবে চোখে পড়বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উপন্যাসগুলো নিয়ে অনেক পরিচালক কাজ করেছেন কারণ একটাই..... একাল সকালকে মেলানো। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই কালের যাত্রাধনিকে আবার স্পর্শ করার তাগিদে এক শতক আগের সাহিত্যকে ফিরে ফিরে দেখা। তৈরি হয়েছে 'চোখের বালি', 'চতুরঙ্গ', 'নৌকাডুবি', সম্প্রতি মুক্তি পেল 'গোরা' এবং 'শেখের কবিতা'ও। সিনেমাগুলির মধ্যে বিভিন্ন পরিচালক আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে কিভাবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলোকে দেখছেন..... তাঁরা কি ভাবছেন..... আজকের দিনে ঐ কাহিনিগুলো কতটা প্রাসঙ্গিক..... এই সবকিছুকে যেন আরও কিছুটা উল্লেখ দিচ্ছেন।

উপন্যাসিক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৩)

চোখের বালি

চলচ্চিত্র পরিচালক : ঋতুপর্ণ ঘোষ (২০০৩)

১৯০৩ থেকে ২০০৩ একশো বছরের ব্যবধান ..... সাহিত্য থেকে রূপালী পর্দা পর্যন্ত যাতায়াত। ১৯০১ - '০২ তে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' প্রকাশিত হতে থাকে। আর এর প্রায় একশো বছর পর চিত্র পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ, মাঝের এই সময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন, বদলে যাওয়া সময়ের সত্য, পাল্টে যাওয়া মূল্যবোধকে এবং অবশ্যই পুরানো ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়েই এই উপন্যাস অবলম্বনে 'চোখের বালি' সিনেমা তৈরি করলেন।

সিনেমাটিতে মহেন্দ্র'র চরিত্রে আছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বিনোদিনীর চরিত্রে ঐশ্বর্য রাই, আশালতা হয়েছেন রাইমা সেন, বিহারীর চরিত্রে টোটা রায়চৌধুরী এবং লিলি চক্রবর্তী রয়েছেন মহেন্দ্র'র মা' এর চরিত্রে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত ভাবনা, তাঁর 'আঁতের কথা' গুলো সিনেমার এই চরিত্রদের মধ্যে দিয়ে ঋতুপর্ণ ঘোষ, সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন নিজের চোঙ। দাম্পত্য জীবনের জটিল মনস্তত্ত্বকে তিনি নিপুণভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' পড়ে বিনোদিনী সম্পর্কে বলেছিলেন "পূর্ণবয়স্ক ঐর্ষ্যবিত্ত বিধবার সুচিন্তিত মোহ ছড়ানোই বিনোদিনীর বৈশিষ্ট্য।" বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে বিনোদিনী কলকাতায় মহেন্দ্র'র মা এর হাত ধরে মহেন্দ্রদের বাড়িতে পৌঁছায়..... বলা ভালো মহেন্দ্র আশালতার দাম্পত্য জীবনে পা রাখে। সিনেমাতেও বিনোদিনী একটি জটিল চরিত্র.... তার মোহের কাছে হার মানতে হয়েছে মহেন্দ্রকেও - আশালতার উপস্থিতিতেই সে বিনোদিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমালোচকরা অনেকে বলেছেন যে মহেন্দ্র বিনোদিনীর সম্পর্কে অনেকটা বঙ্কিমের নগেন্দ্র কুন্দ'র সম্পর্কের অনুকরণ রয়েছে। কিন্তু আমার মতে কুন্দ নিজের অজান্তে অবচেতনেই প্রেমে পরেছিল - কিন্তু বিনোদিনী অতি সন্তর্পনেই মহেন্দ্রকে আকৃষ্ট করে..... সিনেমাতেও তাঁর অনুকরণ রয়েছে। মহেন্দ্র শিক্ষিত বাঙালি বাবু কালচারের এবং সে একজন ডাক্তার। স্ত্রী আশালতাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে দেখল যে সে ঠিক যেমন মেয়ে আশা করেছিল আশালতা তেমন নয় - শিক্ষার কোনো গুণ তেমন তার নেই।

◆ 2 ◆

তাদের দাম্পত্যের মাঝে মহেন্দ্র'র মা'র উস্কানিতে যখন বিনোদিনীর প্রবেশ, তখন ধীরে ধীরে আশা - মহেন্দ্র'র দূরত্ব বাড়তে থাকে দুষ্টর।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যে মহেন্দ্র, বিনোদিনীর প্রতি তীব্র আসক্ত হয়ে আশালতাকে ছেড়ে দিয়ে বিনোদিনীকে নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত ছেড়েছিল, সেই মহেন্দ্র'র কিন্তু আপাত কোনো পরিণতিই রবি ঠাকুর দেখাননি.... বরং বিনোদিনীর কাশী যাত্রাকালে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছেন। ঋতুপর্ণ ঘোষ চাইলেই তাঁর সিনেমায় মহেন্দ্র'র একটা নির্দিষ্ট পরিণতি দেখাতেই পারতেন, যেহেতু ঋতুপর্ণ ঘোষ নিজেই বলেছিলেন যে একটা সিনেমা যখন তৈরি হয়, তখন সেটা একটা সিনেমা নির্মাতার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী। অর্থাৎ উপন্যাসের যতটা মূল রস সেটাকে গ্রহণ করে তিনি তার সিনেমায় নতুন কিছু সংযোজন ঘটাতাই পারতেন বলে মনে হয়। কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের ঐ ছক থেকে বেরোতে পারেননি।

উপন্যাসের মধ্যে একটা অসাধারণ নজর কাড়া অংশ বলে মনে হয়েছে চিঠি পাঠের অংশটা। অনর্গল চিঠি পাঠের মধ্যে দিয়ে আশালতা এবং বলাই বাহুল্য সমস্ত দর্শকের কাছে বিনোদিনী - মহেন্দ্র'র সম্পর্ক, অনুভূতিগুলো একে একে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং কাহিনিটা যেন ক্যামেরার মতো ঐ ভাষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে।

সিনেমায় অন্যতম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মহেন্দ্র'র বাড়ি ঘরের আসবাব, দেওয়ালে টাঙানো ছবি..... সব কিছুর মধ্যে দিয়ে যেন একটা ঐশ্বর্য ফুটে উঠেছে।

তবে বিশেষভাবে বলার বিষয় হল বিনোদিনীর ইংরাজী সম্পর্কে..... তৎকালীন সময়ে এক বিদেশীর কাছে তার ইংরাজী শিক্ষার প্রসঙ্গ রয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই সময়ে দাঁড়িয়ে বিনোদিনীর অত স্পষ্ট উচ্চারণ কিছুটা হলেও অসঙ্গত বলে মনে হয়েছে।

উপন্যাসিক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৬)

নৌকাডুবি

চলচ্চিত্র পরিচালক : ঋতুপর্ণ ঘোষ (২০১১)

রবীন্দ্র উপন্যাসের দীর্ঘ তালিকায় ১৯০৬ এ প্রকাশিত নৌকাডুবির প্লট, চরিত্র, কাহিনী বিন্যাস কিছুটা দুর্বল। ২০১১ এ ঋতুপর্ণ ঘোষের 'নৌকাডুবি' বাক্যকে একটি উপস্থাপন। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র..... দুটি আলাদা মাধ্যম, 'নৌকাডুবি' এর নির্যাসটা এক রাখলেও দেখার ভঙ্গি, ভাবানোর ভঙ্গি আলাদা করে দেয়।

পাঠক থেকে দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ 'আমরা' উপন্যাস পাঠের সময় কিছু অক্ষর, শব্দ, বাক্যের গঠন থেকে সামগ্রিক একটা গঠনের 'আইডিয়া' করে নিই। উপন্যাসটি চিত্রনাট্য পরিমার্জিত হয়ে সেলুলয়েডে নানান রঙে, ছন্দে যখন দেখি সেই 'আইডিয়া' তখন পরিশোধিত হয়। পরিচালক, চিত্রনাট্যকার নতুনভাবে দেখান, এই নতুনের তাৎপর্য এখানেই, যখন সেটি উপন্যাসের দিগন্ত বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে পৌঁছে দেয়।

রবীন্দ্র উপন্যাসের ঝুলিতে সার্বিকভাবে নৌকাডুবির গুরুত্ব বেশ কম মানের, যেখানে 'চোখের বালি' এর মতো আঁতের কথা, মনের কাটা ছেঁড়া প্রকাশিত হয়ে গেছে তারপর নৌকাডুবির মতো একটা দুর্ঘটনায় রমেশ, হেমলিনী এর

◆ 3 ◆

জীবনের পরিবর্তন বিশেষ কিছু নয়। কমলা, নলিনাক্ষ এই চরিত্র দুটির গঠন রমেশ ও হেমনলিনীর সমান্তরালেই থেকেছে।

উপন্যাসটির অবয়ব একই রেখে পরিচালক এই আপাত দুর্বল প্লটটি ঝকঝকে ভাবে পর্দায় আনলেন। আর চরিত্রের আচরণে উচ্চারণে দিলেন বিশ শতকের সমাজের পরিবর্তনের ছায়া। রমেশচন্দ্র চৌধুরী পেশায় উকিল, পিতার আদেশে সে বাধ্য হয় পিতার পছন্দের সম্বন্ধের পাত্রী বিবাহ করতে। এই বিবাহের পর কলকাতায় নববধু সহ ফেরার সময় ঘটে নৌকাডুবি। রমেশচন্দ্রের বিবাহিত নববধু এবং নলিনাক্ষের বিবাহিত নববধু অদল বদল হয়ে যায়। রমেশচন্দ্রের স্ত্রী নৌকাডুবিতে মারা যান। কমলা এবং রমেশচন্দ্র পরস্পরের কাছে স্বামী - স্ত্রী রূপে পরিচিত হয়। আগে পরস্পরের সাথে পুরুষ ও নারীর কোনোরকম পরিচিত না থাকায় এই জ্ঞান্টি অস্বাভাবিক কিছু নয়। রমেশচন্দ্র এই জ্ঞান্টি কিছুদিনের মধ্যে উপলব্ধি করেছিল, এবং কমলাকে মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে। ঋতুপর্ণ ঘোষ উপন্যাসের ভিতরকার সময়কে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর যথোপযুক্ত প্রোডাকসন ও আর্ট সেটে। নারী শিক্ষা, শিক্ষিত নারীকে বিশ শতকের শিক্ষিত পুরুষের সহধর্মিনী করার আকাঙ্ক্ষার যে আভাস রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন সেটা স্পষ্ট করেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। হেমনলিনী বিশ শতকের বিদূষী নারী, শিক্ষিতা, রুচিসম্পন্ন, গান শোনে এবং তার চর্চা করেন।

ঋতুপর্ণ হেমনলিনীকে রবীন্দ্র কবিতা, রবীন্দ্র সংগীতে মুগ্ধ চরিত্র হিসাবে উপস্থাপন করেন। প্রাসঙ্গিক ভাবেই ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্র সংগীতের। রাজা নারায়ণ দেবের সংগীত পরিচালনায় চলচ্চিত্রের চরিত্রের মানসিক পরিস্থিতি, উপলব্ধি রবীন্দ্র সংগীতের অনুভবে, সুরে অন্যরকম মাত্রা পেয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন যাপনে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে প্রত্যেকটা হাসি, কান্না, আনন্দ, হতাশা, আকাঙ্ক্ষায় মিশে থাকেন, হেমনলিনী আলোচ্য চলচ্চিত্রে সেরকমই অনুভবী সঙ্গীত রূপে এসেছে।

বিপরীতে কমলা তার ভাঙা ভাঙা যুক্তির দিয়ে বাংলা লেখার চেষ্টায় শিক্ষিত হতে চাওয়া বিশ শতকের নারী। হেমনলিনীকে রমেশচন্দ্র তার উপযুক্ত সহধর্মিনী তথা বন্ধু ভাবে পাবে। পরিচালক যে অনুভবে তার জীবন যাপন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকে আত্মস্থ করেছেন সেই অনুভবেই নৌকাডুবি চলচ্চিত্রের পরতে পরতে দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনাকে কার্যত ঋতুপর্ণ স্বতন্ত্র মাত্রা দিয়েছেন। নলিনাক্ষের মা হিসাবে স্বয়ং পরিচালক অভিনয় করেছেন, নলিনাক্ষের মা এবং হেমনলিনীর সাক্ষাৎ ঋতুপর্ণের নিজস্ব সংযোজন এখানে এক আধুনিকতাকে স্থান দিয়েছে। এই সাক্ষাৎ এই সময়ের আধুনিক মননের পরিচয়। ঋতুপর্ণ ঘোষ তার পরিচালনায় বারবারই নারীর ব্যক্তিতে তার স্বাতন্ত্র্যকে বহুমুখী মাত্রায় প্রকাশ দিয়েছেন। শুভ মহরতের রাঙা পিসিমা বলছেন, তাঁর অনেক কাজ, যেগুলি ঘরের কাজ, এই গৃহস্থালী সামলানোটাও যে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা একটা 'কাজ' এই ভাবনাটাই রবীন্দ্রনাথের নারী ভাবনাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

উপন্যাসের পাঠ আর চলচ্চিত্রের দৃশ্যায়ন সবসময়ই অন্যমাত্রা, অন্য অনুভব দেয় না। তবে এক্ষেত্রে 'নৌকাডুবি' এর চলচ্চিত্র রূপ উপস্থাপন অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহ্য, অনুভবী।

উপন্যাসিক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৬)

চতুরঙ্গ

চলচ্চিত্র পরিচালক : সুমন মুখোপাধ্যায় (২০০৮)

"Four Chapters"..... জ্যাঠামশাই, শচীশ, দামিনী, শ্রীবিলাস - চারটি চরিত্রের সংযোগ হয়ে উঠেছে অখণ্ড আখ্যান। 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় প্রথম এটি প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাসে। গ্রন্থ আকারে প্রকাশ পায় ১৩২২ বঙ্গাব্দে। সমগ্র উপন্যাস জুড়েই চলেছে মনস্তাত্ত্বিক আবহ।

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে জ্যাঠামশাই চরিত্রটি আবহের মতো ফিরে ফিরে এসেছে। শ্রীবিলাসের কথায় ঘটনাগুলি ক্রমানুসারে বিবৃত হয়ে চলেছে। এই বিবৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ খুঁজে চলেছেন আধুনিক জীবনের ব্যক্তি মানুষের আঁতের কথা, যার প্রকাশ অত্যন্ত তির্যক কিন্তু সংকেতময়।

সুমন মুখোপাধ্যায়ের চিত্রনাট্য 'চতুরঙ্গ' - এ বিশ শতকের ব্যক্তির সমস্যা ও সামাজিক সমস্যা বর্তমান সময়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' আর সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'চতুরঙ্গ' এক, কিন্তু রবীন্দ্রভাবনা ও নাট্যকারের ভাবনায় নিজস্বতা আছে। সময়ভেদে, কালভেদে প্রতিটি বিষয়ই আলাদা হয়ে যায়।

জগমোহনবাবু শচীশের জ্যাঠামশাই, হরিমোহনবাবু শচীশের বাবা - দুটি মানুষ সম্পূর্ণ পৃথক প্রান্তে অবস্থান করেন। জগমোহনবাবুর মধ্যে জীবের মৌল্যবোধ আছে, হরিমোহনবাবুর মধ্যে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া মিথ্যা সংস্কারের আড়ম্বর আছে। কিন্তু হরিমোহনের সন্তান শচীশ জীবনের সব সংস্কার, জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক জীবনে এগিয়ে চলার পথ প্রস্তুত করা সব কিছুই জগমোহনবাবুর কাছ থেকে পেয়েছে। চিত্রনাট্যের মধ্যে একই প্রভাব রয়েছে।

লক্ষণীয় 'নাস্তিক' আর 'আস্তিক' এই দুই 'ism' এর মতবাদ। রবীন্দ্রনাথের সময়ে নাস্তিক ভাবনা চূড়ান্তরূপে সমাজে প্রকাশ পেয়েছিল কিন্তু চিত্রনাট্যের আস্তিকের নাস্তিকতার ভাবনা দর্শকের কাছে বিশেষ গুরুত্ব পায় নি। বর্তমান সমাজে নাস্তিক ভাবনার সমালোচনা করা হয় কিন্তু তা বিশেষ প্রাসঙ্গিক নয়।

জ্যাঠামশাই এর কাছে ঈশ্বর হল মানুষ। অহিন্দু ধর্মের মানুষেরা যাদের কাছে দেবতা নিরাকার তাদের মতে ভগবানের সেবা হল সমাজে প্লেগরোগে আক্রান্ত মানুষের সেবা। রবীন্দ্রনাথের সময়ের ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা সময় অনুসারে বদলে যায়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের জাতিভেদ প্রথা বর্তমান সময়ে প্রায় নেই বললেই চলে। মানুষের মধ্যে মানবিক বোধের অভাবটুকু রয়েছে কিন্তু জাতিভেদের প্রাচীরটুকু ক্রমশ লুপ্ত হচ্ছে।

সামাজিক দৃষ্টিতে যে ননীবালা ছিল অত্যন্ত পতিত, সম্মানের আশা করাও যার ছিল ব্যর্থ, সেই ছোট ননীবালাকে জ্যাঠামশাই 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁর কথায় - "জীবকে যিনি গর্ভে ধারণ করেন তাঁকে যিনি প্রাণ সংশয় করে ছেলেকে জন্ম দেন তাঁকে 'মা' বলা যায়।" কিন্তু ননীবালা শেব পর্যন্ত মৃত সন্তান প্রসব করলেও জগমোহনবাবুর কাছে মাতৃত্বের বোধ অটুট থাকে। রবীন্দ্র ভাবনায় নারীর এক অন্যদিক আছে। কবি গুরুর মতো করে অন্য কোনো মানুষ বোধহয় 'মা' এর এত 'perfect' সংজ্ঞা দিতে পারবে না। ভাবলে অবাক হতে হয় অন্ধকুসংস্কার প্রবণ হিন্দু সমাজের গণ্ডিকে অতিক্রম করে কিভাবে 'মা' এক সংজ্ঞা বদলে দিলেন। অথচ সমাজ বারে বারে অসহায় নারীটিকে অসম্মান করে, কখনও অত্যাচারী পুরুষটিকে প্রশ্ন করা হয় না। কিন্তু অসহায় ননীবালাকে সমাজ বারে বারে অসম্মান করে, বিবাহ

বহির্ভূত সন্তানকে গ্রহণ করার ক্ষমতা তাদের থাকে না, সমাজের অপমান, ঘৃণা আর সহ্য করতে পারে না, অন্য পুরুষ যখন স্বীকৃতি দিতে চায় তখন মানসিক যন্ত্রণা, অতীতের মানুষটিকে ভুলতে না পারার অক্ষমতাই ননীবালার মতো মেয়েদের মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেয়।

জ্যাঠামশাই এর মৃত্যু শতীশকে কর্মজগৎ থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর জগতের সন্ধান দেয়। লীলানন্দ স্বামীর জগৎ... এর থেকেও বড় জগৎ। শ্রীবিলাসের কথায়..... “জ্যাঠামশাই এর মৃত্যু কি এত বড় মৃত্যু?” প্রত্যুত্তরে শচীশ জানায় “তিনি আমাকে জীবনে কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছিলেন। ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশাই এর মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে.....”

জ্যাঠামশাই এর মুক্তি তো ছিল আলোর মত স্বচ্ছ, এতটুকু খাদ নেই। আর রসের মধ্যে আছে অন্ধ মোহ। সেই মোহকে অতিক্রম করার চেষ্টাই ছিল শচীশের মধ্যে। পার্থিব জগৎকে অতিক্রম করার আশা, মুক্তিই ছিল শচীশের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। মুক্তির পথে দামিনীও তাকে বাঁধতে পারে নি।

শিবতোষ জীবন মুক্তির প্রত্যাশায় স্বর্ণ সহ রমণীয় পদার্থ সমগ্র, এমন কি স্ত্রী বিধবা দামিনীকেও গুরু হাতে সমর্পণ করে। কলকাতায় দামিনীর পৈতৃক গৃহ হয়ে ওঠে লীলানন্দ স্বামীর কীর্তনের আখরা। লীলানন্দ স্বামীর সূত্র ধরেই শচীশ ও শ্রীবিলাসের দামিনীর কাছে পৌঁছে যাওয়া। দামিনীর কাছে লীলানন্দ স্বামীর ভক্তি রসের কোনো বিশেষ মূল্য ছিল না। জীবনের সঙ্গে লড়াই আর মুক্তির খোঁজ এই দুই মিলিয়ে দামিনী।

নির্জন পথে নিস্তরু দীপে দামিনী - শচীশ - শ্রীবিলাস একত্রে অবস্থান ও লীলানন্দ স্বামীর গান -

“পথে যেতে তোমার সাথে

মিলন হল দিনের শেষে.....

.....দেখা তোমায় হোক বা না হোক

তাহার লাগি করব না শোক.....”

এই গানের সঙ্গে সঙ্গে দামিনীর চোখ দিয়ে অশ্রুবর্ষণ, যে মুক্তির খোঁজ বহুদিনের কিন্তু মুক্তি সহজে সম্ভব নয়। নির্জন দীপে শান্ত সমুদ্রের ও দামিনীর অলসতা মিলিয়ে নিয়েই যেন প্রকৃতির কাছে মুক্তির প্রকাশ। মুক্তির প্রকাশ যখন শচীশের কাছে পৌঁছায় তখন শচীশের মনে হয় - “আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তার চোখ নেই, কান নেই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে; সে অনন্ত কাল এই ক্ষুধার মধ্যে বন্দী; তার মন নেই, সে কিছুই জানে না; কেবল তার ব্যথা আছে, সে নিঃশব্দে কাঁদে.....” আলোর মত স্পষ্ট নয়, অন্ধকারের মধ্যে অনেক বেশি স্পষ্ট। অজানা সেই প্রাণীটা যেন শচীশকে তার লালসিক্ত কবলে আটকে রাখতে চেয়েছে, শচীশ তার কবল থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে।

শচীশ শুধুমাত্র দামিনীর রূপটুকু দেখেছিল তার মধ্যকার মানুষকে দেখেনি। দামিনীর সংসর্গ তার রস আনন্দের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীবিলাসের কথায় সত্যিটা প্রকাশ পায় যে - শচীশ দামিনীকে বারে বারে অপ্রকৃত ভেবে দূরে রাখতে চায়, সে তো সংসারে প্রকৃত বস্তু, তাকে বাদ দিয়ে সংসার সম্ভব নয়। দামিনীকে উপেক্ষা করে যদি সাধনা করতে হয়, তবে বুঝতে হবে সাধনায় ফাঁকি আছে। জীবনের পথে চলতে হলে হালটা শক্ত হাতে ধরতে হয়, প্রকৃতির ভিতর দিয়ে আপনবেগে জীবনতরী বয়ে থাকে।

নবীনের স্ত্রীর বিবপানের মৃত্যু প্রসঙ্গটি উপন্যাস ও চিত্রনাট্যে রসের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দিয়েছে। দামিনীর মুখে প্রকাশ

পায় - “রসের কোনো মান - জাত-ধর্ম-বিশ্বাস নেই, সত্যিই ‘রস’ শব্দটি শচীশের ‘রস’ এর ব্যাখ্যার মধ্যে ধরা সম্ভব ?

একটি উপন্যাসের মধ্যেই দর্শক ও পাঠক নারীর দুটি রূপ দেখেছে - একদিকে ননীবালা যার মধ্যে শুচিতা না রক্ষা করতে পারার যন্ত্রণা, অপরদিকে নিজের জীবন দিয়ে অমৃতের পাত্র পূর্ণ করল দামিনী, যে সর্বদা ভেবেছে নারী মৃত্যুর জন্য নয়, সে জীবনরসের রসিক। যার স্থান গৃহে নয়, প্রকৃতির উদার প্রান্তে। যে বসন্তের পুষ্পবনের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষ যে পথে মিলনের পথ প্রস্তুত করে, তার বিপরীতে শচীশ দামিনীর মিলনের পথ প্রস্তুত হয়। ‘মেঘদূত’ এর ভাবনা, বিরহই যেন মিলনের পথ প্রস্তুত করে। মিলন কি সম্পূর্ণ হয়? শচীশ - দামিনীর মিলন প্রকৃতির মধ্যকার মিলন, খোলা আকাশ, খোলা প্রান্তরের মধ্যেই কেবল খুঁজে পাওয়া যায়। সংসারের বন্ধনে সেই মিলনের স্থান কোথায়.....।

উপন্যাস ও চিত্রনাট্যের শেষে দেখা যায় শচীশের গৃহে শ্রীবিলাস ও দামিনীর অবস্থান ও দামিনী সেলাই শিক্ষিকা। শেষ পর্যন্ত দামিনী অসুস্থ শরীরে শ্রীবিলাসের পায়ের ধূলো নিয়ে বলে - “সাধ মিটল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই.....”

“পথে যেতে তোমার সাথে

মিলন হল দিনের শেষে।

দেখতে গিয়ে সাঁঝের আলো

মিলিয়ে গেল এক নিমেবে।”

শচীশের কথায় -

“স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে ভয়াবহঃ”

উপন্যাসিক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২৯)

যোগাযোগ

চলচ্চিত্র পরিচালক : শেখর দাশ (২০১৫)

যোগাযোগ - relationship সম্পর্ক এখানে মূল বিষয়। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের অগ্রান মাসে প্রথমে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে উল্লেখিত তিনটি প্রজন্মের সূত্র ধরে নামকরণ করেন - তিনপুরুষ, কিন্তু পরবর্তীকালে উপন্যাসটি প্রকাশকালে তিনি তার নামকরণের বদল ঘটিয়ে রাখেন - ‘যোগাযোগ’। রবীন্দ্রনাথের কাছে চিরকালই গুরুত্ব পেয়েছে মানব মনের সম্পর্ক - তাই এরূপ নামকরণের পরিবর্তন।

‘যোগাযোগ’ উপন্যাসটির অন্তরালে রয়েছে যোগাযোগের কথা। এ যোগাযোগ সম্পর্ক তথা দাম্পত্যজীবনে দৃঢ়তা দান করে। কিন্তু যদি ভিন্ন প্রকৃতির দুজন মানুষের মধ্যে এরূপ মনের যোগসাধনের চেষ্টা করা হয়, তবে কি তা কোনো প্রকার সম্ভব হতে পারে? অথবা সম্ভব হলেও কি তা চিরস্থায়ী হবে? সকল প্রশ্নের উত্তর হিসাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমভাবনার মুক্ত আকাশে ধূমকেতুর ন্যায় যোগাযোগ উপন্যাসটি রচনা করেন।

১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ রচিত এই উপন্যাসটি আবার ২০১৫ সালের ৮ই মে শেখর দাশের পরিচালনায় ও

জয়ন্তকুমার ঘোষের প্রযোজনায় চলচ্চিত্র আকারে প্রকাশ পায়। এখানেই ২০১৫ এর আধুনিক সমাজে প্রাসঙ্গিকতার প্রমাণ রেখে যায় 'যোগাযোগ' উপন্যাস। এতে শুধুমাত্র মনের যোগাযোগই নয় বরং প্রকাশ পায় আধুনিক ও আধুনিকতর ভাবনার যোগাযোগ, যার প্রতিফলন শেখর দাশের চলচ্চিত্রটি। এ যেন এক নতুন এক্সপেরিমেন্ট উপন্যাসের পুনর্মূল্যায়ন। দীর্ঘ ৫৮টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসকে মাত্র ২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সময়ে সেলুলয়েডের মাধ্যমে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে দর্শকের কাছে পরিচালক রবীন্দ্রনাথকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

অচেনা অজানা ব্যক্তিকে নিজ জীবন সাথী করে তার সাথে ঘর বেঁধে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে, এখানে রবীন্দ্রনাথ আলোকপাত করেন - নিজের পরিবর্তন না ঘটিয়ে কিভাবে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজ পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হয় নারী; কিন্তু উপন্যাসের নায়িকা কুমুদিনী অসহায় নয়, বরং তার থেকে তার স্বাতন্ত্র্য তথা স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ায় সে বারংবার মধুসূদনকে তার সঙ্গ সাহচর্য থেকে বঞ্চিত করেছে, এখানে অসহায় তথাকথিত পুরুষ তথা কুমুর স্বামী মধুসূদন।

সিনেমাটি শুরু হয় দাদা ও বোনের সঙ্গীতচর্চার মধ্যে দিয়ে, যা থেকে প্রকাশ পায় ভাইবোনকে আশ্রয় করে তাদের পরস্পরের জীবনচিত্র। এছাড়া উঠে আসে দুই পরিবারের ভিতরকার বিদ্রোহের ছবি। চার মেয়ের বিয়ের দরুণ মধুসূদন ঘোষালের কাছ থেকে বিপ্রদাসের পিতা প্রচুর টাকা ধার করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর এই ভার নিতে বাধ্য হয় বিপ্রদাস নিজে। কিন্তু আর্থিক দুরাবস্থার জন্য চিন্তিত বিপ্রদাসের পক্ষে সেই দেনা শোধ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠায় কলকাতার নাম করা ব্যবসায়ী মধুসূদন ঘোষাল নুরনগরের এই চাটুজ্যে পরিবারকে ঘণার চোখে দেখে। তার মতে চাটুজ্যে পরিবারের জন্য ঘোষালের পূর্বপুরুষদের ভিটে ছাড়া হতে হয়। তাই ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্ন বৃদ্ধ স্থূল মধুসূদন বিবাহের কৌশল প্রয়োগ করে পূর্বে ঘটা বংশের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। বিপ্রদাসের আদুরে বোন কুমুকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে এবং বিয়ের পরিবর্তে সকল দেনা মকুব করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয়। দেনার হাত থেকে রক্ষা পেতে বিপ্রদাস তার বোনকে এইভাবে মধুসূদনের হাতে সমর্পণ করতে চায়নি বরং তার কাছে কুমুর সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি, যা সিনেমায় অর্জন চক্রবর্তীর সংলাপেও প্রকাশ পায়। বিবাহের পূর্বে মধুসূদনের বয়স নিয়ে প্রশ্ন উঠলে অমূল্য বিপ্রদাসকে বলে - ঐশ্বর্যে নাকি বয়স চাপা পড়ে যায়, উত্তরে বিপ্রদাস তাকে জানায় - বিবাহ হয় মনের সাথে, অর্থের সাথে নয়। কিন্তু দাদার রক্ষার্থে ঈশ্বরের সাথে আত্মিক বোঝাপড়া করে নিয়েও তার অনুমতি সহ পুজোর ফুল নিয়ে কুমু এ বিবাহে রাজি হলে বিপ্রদাসও এতে সন্মতি দেয় এবং মধুসূদন কুমুর বিয়ে হয়।

কুমু চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নারীভাবনার রঙে রাঙিয়ে একজন নারী অপেক্ষা মানসী রূপে স্থান দিয়েছেন, এখানে নারী এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি - সমাজের খাঁচা যাকে বেঁধে রাখতে পারবে না; যা মুক্ত স্বাধীন। তাই নিজ মর্যাদা রক্ষার্থে সে স্বামী গৃহের সাথে সাথে প্রয়োজনে নিজের ন্যাড়ির টান সন্তানকেও ত্যাগ করতে পারেন। কুমু চরিত্রটি এক উজ্জ্বল নারী চরিত্র যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মাটিতে পা রেখে পুরুষের কাছ থেকে তার প্রশ্নের জবাব চায়। কুমুর এরূপ প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে মধুসূদনের বীরঙ্গনার প্রতিচ্ছবি।

কুমু ব্যতীত শ্যামাসুন্দরী ও মতির মা চরিত্র দুটিও উপন্যাস তথা চলচ্চিত্রে এক অপরিসীম ভূমিকা পালন করে। শ্যামাসুন্দরীর মনে মধুসূদনের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসার অনুভূতি থাকায় অতি সহজেই সে স্পষ্টত কুমুর স্বভাব প্রকৃতিকে চিনে নিতে পেরেছে। যার প্রমাণ চলচ্চিত্রেও পাওয়া যায়। চলচ্চিত্রে এই নারী চরিত্রটির মুখে বহুবার অশ্লীল ভাষাসহ উপমা ও প্রবাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, যা শ্যামার আত্মজ্ঞানার প্রতিবন্ধ মাত্র।

আবার মতির মার মধ্যে দিয়ে বার বার সমাজে নারীর অবস্থান ও নারী সম্পর্কে সমাজ ভাবনার কথা উঠে এসেছে। স্বামীগৃহে এই মতির মাই ছিল কুমুর একমাত্র কাছের মানুষ, যাকে সে তার আঁতের কথা প্রাণ খুলে বলতে পেরেছে।

যোগাযোগ চলচ্চিত্রটি সেলুলয়েডের মোড়কে গড়ে উঠলেও তা কোনো প্রকার আড়ম্বরতার শিকার হয়নি। যদিও আকাশের ন্যায় ব্যপ্ত রবীন্দ্র ভাবনাকে অপরিবর্তিত রেখে পুনরায় রূপদান করা সহজসাধ্য নয় তবুও পরিচালক শেখর দাশ তার এই চলচ্চিত্রে উপন্যাসিকের ভাবনাকে শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পেরেছেন। তাই উপন্যাসিক ও পরিচালক উভয়ই পাঠক ও দর্শককে যথাযথ আনন্দ দান করতে সার্থক হয়েছেন।

উপন্যাসিক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯২৮)

শেষের কবিতা

চলচ্চিত্র পরিচালক : সুমন মুখোপাধ্যায় (২০১৫)

বিশ শতকের তৃতীয়ার্ধে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' তৎকালীন সময়ে বেশ আলোড়ন ফেলেছিল..... রবীন্দ্রনাথ একটা সম্পর্কের মাঝের খোলা আকাশকে দেখিয়েছিলেন। ২০১৫ তে সুমন মুখোপাধ্যায় সেই খোলা আকাশকে সেলুলয়েডে ধরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল কালের সেই যাত্রাধ্বনি কি পরিচালক তাঁর দর্শককে শোনাতে পেরেছেন?

সিনেমা শুরু হচ্ছে অমিত রায়ের নিবারণ চক্রবর্তী হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে। অমিতের অমিট রে থেকে অমিত রায় হয়ে ওঠাটা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে শিলঙ পাহাড়ে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ অমিতের সাজ পোষাকের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার কিছুই সিনেমায় নেই - শুধু অমিত কেন লাভণ্য বা যোগমায়ার চেহারায় যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বর্ণনা সাহিত্যে রয়েছে, তার বিন্দুমাত্র কিন্তু সুমন দেখাতে পারেননি বলে আমার মনে হয়েছে। পাহাড়ের রাস্তায় গাড়ির দুর্ঘটনার সময় রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত যত্ন করে লাভণ্যের চেহারার বর্ণনা করেছেন..... যেখানে লাভণ্যর মাথার খোপা থেকে গুরু করে খোপার কাঁটাটা কিভাবে লাগানো আছে তারও অপরূপ বর্ণনা রয়েছে..... রবীন্দ্রনাথের এই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ একজন পাঠক মনে যে অসামান্য প্রতিফলন ফেলে, তা কিন্তু সেলুলয়েডে ধরা পড়ে নি। অন্যদিকে যদি যোগমায়ার কথায় আসা যায় সেখানেও মনোভাবটা একই..... উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যোগমায়াকে যেভাবে গড়ে তুলেছিলেন একটা মাতৃসুলভ চেহারা, ছোট করে কাটা চুল, যাকে শঙ্খা (পড়লে) অন্যায়সেই একজন পাঠকের ভিতর থেকে আসে ..... ইত্যাদির কোনো প্রভাব সিনেমায় উঠে আসে নি। আসলে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় প্রত্যেকটা চরিত্র যেভাবে আলাদা আলাদা হয়ে উঠেছে, চরিত্রগুলোর যে বাহ্যিক একটা কাল্পনিক চেহারা মনের মধ্যে গাঁথে গিয়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সিনেমার এই চরিত্রগুলোকে সেই একইভাবে মনে নিতে কোথায় একটা দ্বিধা চলেই আসছে।

তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কথা হল অমিত, লাভণ্য, যোগমায়াকে বাদ দিয়ে যদি কেতকীকে দেখি, তবে সেই কেতকী ওরফে স্বস্তিকা মুখার্জী কিন্তু অনেকটা যথাযথ। রবীন্দ্রনাথ কেতকী থেকে কেটিতে..... আবার কেটির কেতকীতে পরিণত হওয়াটাকে সুমন মুখোপাধ্যায় একটা অন্য মাত্রা দিয়ে কেতকী থেকে কেটি এবং কেটির কেয়াতে পরিণত হওয়াকে দেখিয়েছেন..... অমিত একেবারে শেষে কেটিকে কেয়ায় পরিণত করেছে। কেতকীর চরিত্রে কোনো উগ্রতা নেই..... এমনকি কেটি বা কেয়ার চরিত্রেও নয়। বরং অন্যান্য চরিত্রের মাঝে স্বস্তিকাই বেশি নজর কেড়েছে আমার মতে।



অন্যদিকে উপন্যাসের প্রসঙ্গে তুলনায় কম আলোচিত শোভনলাল চরিত্রে দেবদূতকে খারাপ মানায়নি।

সুমন মুখোপাধ্যায় তার সিনেমাতে সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথকেই অনুসরণ করে গেছেন। তাঁর থেকে বেরিয়ে তেমন নতুন কিছু দেখাতে পারেননি। কিন্তু 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটা পড়ে মনে যে দাগটা কেটেছিল, সেই ছবিটা গাঢ় হয়ে মাথায় বসেছিল, সেইখানে দাঁড়িয়ে সিনেমাটা বিন্দুমাত্র প্রতিফলনও ফেলতে পারে নি। প্রেম সম্পর্ক শুধুমাত্র বিয়ে নামক সিলমোহরে আবদ্ধ না থেকে তার থেকে তার যে অন্য দিকও থাকতে পারে - রবীন্দ্রনাথ যতটা স্পষ্ট করে বলেছিলেন তাঁর লেখায়, সুমন তা দেখাতে ততটা সচেষ্ট হননি বলেই ধারণা। তবে উপন্যাসের পাঠকদের মধ্যে সিনেমাটা প্রভাব বিস্তার আলাদা করে না ফেললেও, যারা শুধু সিনেমার দর্শক, তাদের মনে হয়ত আলাদা প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে হয়।

### সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র : পাঠক-দর্শকের মতামত

প্র: উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র..... আলাদা মাধ্যম, আলাদা text, ২০১৫ এ দাঁড়িয়ে কোনটা গ্রহণযোগ্য?

উ: সমীক্ষা করে দেখা গেল যে উপন্যাস আর চলচ্চিত্র এই আলাদা দুটি মাধ্যমের মধ্যে চলচ্চিত্রের গ্রহণযোগ্যতাই অধিক। তবে তার মানে এই নয় যে উপন্যাসের গ্রহণযোগ্যতা একেবারে হারিয়ে যাচ্ছে। আগ্রহী পাঠক আজও আছেন, যারা এই সেলুলয়েডের থেকে মূল উপন্যাসকেই গ্রহণ করছে।

উপন্যাসের মধ্যে যতটুকু আসল, ততটুকু নিয়ে যেহেতু চলচ্চিত্রের মূল spirit তৈরি হচ্ছে, তাই জন্য ঘণ্টা দু-এক এর মধ্যেই সমস্ত বিষয়টা একজন দর্শক, পাঠকে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছেন..... তাই জন্যই ২০১৫ তে দাঁড়িয়ে চলচ্চিত্রের গ্রহণযোগ্যতাই অধিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্র: উপন্যাসে পাঠকের ভূমিকা, চলচ্চিত্রে দর্শকের ভূমিকা.... এই Journeyটা কিরকম?

উ: উপন্যাসের ক্ষেত্রে পাঠকের নিজের ভাবনার জগৎ অনেক বেশি। উপন্যাসের বিষয় পাঠকের কাছে আর একটি নতুন পাঠ তৈরি করে দেয়। উপন্যাসের বিষয় যখন চলচ্চিত্রের বিষয় হয়ে ওঠে, তখন পরিচালকের ভাবনাই অনেক বেশি স্পষ্ট হয়। তখন চলচ্চিত্রের আবহ সংগীত ও নতুন বর্ণের সাথে নিজের ভাবনাগুলো নির্দিষ্ট স্থানে মিলিয়ে নিতে অসুবিধা হয় পাঠকের। তবুও বলতে হয় উপন্যাস ব্যক্তির নিজস্ব ভাবনার প্রকাশস্থল আর চলচ্চিত্র পাঠকের ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠকের নিজস্ব ভাবনাকে অতিক্রম করে দর্শকের মতো করে ভাবতে শেখায়.... সেক্ষেত্রে নিজেকে অতিক্রম করে নিজের ভাবনার বাইরে গিয়ে অন্য কিছু ভাবতে পারা....

প্র: বিশ শতকের গোড়ায় রচিত উপন্যাসের বিষয় এই সময় চলচ্চিত্রের বিষয় হয়ে উঠেছে..... বর্তমান সমাজে এর প্রাসঙ্গিকতা আছে কি?

উ: হ্যাঁ।

প্র: ১৯০১ এ লেখা 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিনোদিনীর সংকট দেখিয়েছিলেন, ২০০৩ এ ঋতুপর্ণ ঘোষের চিত্রনাট্যের হাত ধরে তার প্রকাশ 'চোখের বালি' চলচ্চিত্রে..... প্রকাশের দুটি ভিন্ন মাধ্যম সাধারণ মানুষকে কি আলাদা করে ভাবিয়েছে?

উ: সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকাশের দুটি ভিন্ন মাধ্যমে 'চোখের বালি'র বিনোদিনী সাধারণ দর্শক ও

পাঠককে আলাদা করে ভাবিয়েছে। সময়ের ব্যবধানটা প্রায় ১০০ বছর.... সেখানে চরিত্র স্রষ্টা এবং চলচ্চিত্র পরিচালক সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাব-গন্ধ-মানসিকতার। বেশিরভাগ মতানুযায়ী ঋতুপর্ণ ঘোষ, উপন্যাস রচনার সময়টিকেই ধরতে চেয়েছেন, তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। তবে রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনীর সঙ্গে চলচ্চিত্রের বিনোদিনীর পার্থক্য অনেক.... উপন্যাসের সৌন্দর্যের সঙ্গে বহু অংশেই মিল পাওয়া যায় না। একজন পাঠক - দর্শকের কাছে ২০০৩ এর ঋতুপর্ণ ঘোষের 'চোখের বালি' নাকি একটা 'failed erotica'। আসলে রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী, বিনোদিনীই হয়ে উঠেছিল, কারণ সে অপেক্ষা করতে জানতো, কিন্তু ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবিতে বিনোদিনীকে অনেক বেশি স্বাধীন-স্বতন্ত্র নারী রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

প্র: ২০১৫ এ সুমন মুখোপাধ্যায়ের 'শেষের কবিতা' উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রে কতটা যথাযথ? কেতকী কি চলচ্চিত্রে নতুন মাত্রা পেয়েছে?

উ: সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, যে সকল পাঠক উপন্যাস 'শেষের কবিতা' এর সঙ্গে আগে থেকে পরিচিত ছিলেন, তারাই যখন দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন কিন্তু তারা চলচ্চিত্রটিকে তেমন সাগ্রহে গ্রহণ করতে পারছেন না.... অনেকাংশের মতেই এই উপন্যাসের ক্ষেত্রে দৃশ্যায়নের বদলে পড়ার সময়েই তারা চরিত্রগুলোর সঙ্গে অনেক বেশি একাত্ম হতে পেরেছেন। অর্থাৎ সুমন মুখোপাধ্যায় সেই কালের যাত্রাধ্বনি শোনাতে তেমন সচেষ্ট হন নি।

তবে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে চলচ্চিত্রে কেতকী অন্যান্য চরিত্রের থেকে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে দর্শকের..... উপন্যাসের পাশাপাশি চলচ্চিত্রের কেতকীও যথেষ্ট জীবন্ত ও যথাযথ.... তাই সিনেমায় কেতকী অবশ্যই নতুন মাত্রা পেয়েছে একথা স্বীকার্য।

প্র: 'চতুরঙ্গ' চলচ্চিত্র এবং 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস দর্শক এবং পাঠক হিসাবে কি আলাদা উপলব্ধি দিয়েছে?

উ: চতুরঙ্গ উপন্যাসের পাঠে রবীন্দ্রভাবনায় নারীর স্বতন্ত্র অবস্থানকে প্রত্যক্ষ করা হয়। উপন্যাস পাঠের পর উপন্যাসের চরিত্র নিয়ে নিজস্ব ভাবনার অবকাশ থাকে। সেলুলয়েডে পরিচালকের ভাবনায় চরিত্রগুলির নির্মাণ হয়, এবং অভিনেতার ভিতর নিয়ে রূপায়িত হয়। চতুরঙ্গের দামিনী সম্পর্কে পাঠক হিসাবে যে ধারণা হয়, দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়ালে সেই ধারণা দৃঢ়ভাবে রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে ওঠে। দামিনী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উপন্যাসিক বলেছিলেন সে - দশ বিশের খুঁটি নয়, তার চালক সে নিজেই, তার চলচ্চিত্র নির্মাণে দামিনীর এই উচ্চারণ বিশ্বাস করতে শেখায় পাঠককে। দামিনী চরিত্রটির হাঁটা চলা, সংলাপ, সব মিলিয়ে নিজের ইচ্ছায় নিজেকে চালনা করার দৃঢ় প্রত্যয় পাঠকের উপলব্ধি, ভাবনার পরিণতি দিয়েছে। দর্শকের ভূমিকা এখানে পাঠকের 'আইডিয়া' কে সমৃদ্ধ করে।

প্র: রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সম্পর্কের গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে অপেক্ষা, সময় দেওয়া থাকে..... তার চলচ্চিত্রায়নে কি সেই অপেক্ষা একই ভাবে ধরা পড়ে?

উ: অধিকাংশের মতেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে যে সময়ের ব্যবধান, যে অপেক্ষা থাকে, সময় দেওয়া থাকে, যখন সেই উপন্যাসকে নির্ভর করে চলচ্চিত্রায়ন করা হয়, তখন সেখানে সেই সময়, ধৈর্য, অপেক্ষা থাকে না। কারণ চলচ্চিত্র একটা fast medium, আর দর্শকের সঙ্গে সব সময়েই আলো-ছায়ার একটা খেলা চলতেই থাকে। আসলে ছবির প্রয়োজন্যে চলচ্চিত্র পরিচালক অনেক সময়েই উপন্যাসের থেকে সরে এসে পর্দায় ছবি এঁকে থাকেন - তবে এর অর্থ এই নয় যে মূল উপন্যাসের মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। একজন পরিচালক যখন সিনেমা তৈরি করছেন, তখন সেখানে তিনি মূল কাঠামোটিকে এক রেখে প্রয়োজন অনুসারে কিছু পরিবর্তন এনে থাকেন।

প্র: 'চোখের বালি'র বিনোদিনী কে ঘিরে মহেন্দ্র-আশালতা-বিহারী চরিত্রের যে গঠন উপন্যাস পাঠে উঠে আসে, চলচ্চিত্রায়নে চরিত্রগুলির নির্মাণ জনসাধারণকে কিভাবে স্পর্শ করে?

উ: 'চোখের বালি' উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে খণ্ডিত করে। চরিত্রের নিজস্ব স্বপ্নগুলি উপন্যাসে যেভাবে এসেছে, সেলুলয়েডে সেই স্বপ্ন স্পষ্ট হয় নি। বিনোদিনীর শারীরবৃত্তীয় চাহিদা, তার চরিত্রের স্বাতন্ত্র্যের miss interpretation ঘটিয়েছে। তবে উপন্যাসে মহেন্দ্র, আশালতা, বিনোদিনী, বিহারী সম্পর্কগুলি চলচ্চিত্রের সংলাপে বাস্তব হয়ে উঠেছে।

প্র: 'চতুরঙ্গ' এর দামিনী চরিত্রের প্রতিবাদ উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্রে উপন্যাসিকের ভাবনাকেই ছুঁয়ে থেকেছে? না কি নতুন মাত্রা পেয়েছে?

উ: উপন্যাসের 'দামিনী' ও চলচ্চিত্রের 'দামিনী' দুজনের কাছেই ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রকাশ একই রকম। সর্বদা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা... রবীন্দ্রনাথ শচীশ দামিনীকে প্রকৃতির মধ্যে মুক্তির স্বাদ দিয়েছিলেন আর সংসার জীবনে মুক্তি দিয়েছিলেন শ্রীবিলাস ও দামিনীকে। এই মুক্তির স্বাদ যখন চলচ্চিত্রে অনুভব করি, তখন প্রতিবাদী সত্তা প্রকাশিত হয় মিথ্যাচারের ক্ষেত্রে... প্রকৃত সত্যের পথে, জীবনের পথে মুক্তির অন্বেষণ বারে বারে ভাবিয়েছিল দামিনীকে। প্রকৃত মুক্তি সে পেয়েছিল শচীশের কাছ থেকে... তাই চলচ্চিত্রে আমরা উপন্যাসের সুন্দর ভাবনাটুকু লক্ষ করি যেখানে বিশ্বগত ভাবনা ব্যক্তিগত ভাবনায় এসে পৌঁছায়।

প্র: রবীন্দ্র উপন্যাস পাঠ এবং রবীন্দ্র উপন্যাসের দৃশ্যায়ন..... বর্তমান প্রেক্ষিতে নতুন reading, নতুন ভাবনার জন্ম দেয় কি? দেখার চোখটা বদলে দেয়? তোমার মতামত।

উ: রবীন্দ্র উপন্যাস পাঠের একটা আলাদা মাত্রা রয়েছে। তবে একদিকে যদি রবীন্দ্র উপন্যাস পাঠ এবং অন্যদিকে রবীন্দ্র উপন্যাসের দৃশ্যায়ন হয়, সেক্ষেত্রে একদিকে থাকেন লেখক, অন্যদিকে পরিচালক। একজন লেখক তাঁর নিজের সময়ে দাঁড়িয়ে একটা প্লটকে বেছে নিয়ে একটা কাহিনীকে নির্মাণ করছেন, আর একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা আবার তাঁর নিজের সময়ে দাঁড়িয়ে সেই উপন্যাসকে একটা নতুন রূপের মধ্যে দিয়ে স্বতন্ত্র শিল্পের মাত্রা এনে দর্শক তথা পাঠকের চোখে একটা নতুন মাত্রা, নতুন reading এনে দিতে পারে অর্থাৎ দর্শকের পূর্বের পাঠক হিসাবে যে কল্পনা তাকে আরও একটা দৃঢ়তা দিতেই পারে। কিন্তু এর পাশাপাশি এটাও ঠিক যে দর্শককে বিমর্ষও করতে পারে, কারণ সমীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে অনেক দর্শকের মতেই অনেক চলচ্চিত্রকাররা আছেন, যারা মূল কাহিনীর কথা মাথায় না রেখে কেবল বাণিজ্যের জন্যই চলচ্চিত্রকে দর্শকের সামনে উপস্থিত করে থাকেন, আর সেক্ষেত্রে নতুন ভাবনার জন্ম সম্ভাবন থাকে না, বরং অভিজ্ঞতার সঞ্চয় মাত্র সম্ভব হয়।

(পরিচিতি - শতরূপা সান্যালের দুটি চলচ্চিত্র 'ফেকবুক' এবং 'বাওয়াল'-এর script writer এবং assistant director, 'বাবার নাম গান্ধীজি' চলচ্চিত্রের script writer এবং director)

প্র: 'সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র'.... দুটি আলাদা মাধ্যম, একটির পাঠক হই আমরা, অন্যটির দর্শক। এই বদলে যাওয়াটা আসলে কি?

পাভেল : আসলে দুটি আলাদা form of art, এদের ভিতরের একটাই যোগাযোগ গল্প। যখন একটা উপন্যাস হচ্ছে তখন একটা গল্প ধরেই হচ্ছে, আবার অনেক সময়েই গল্পের কাঠামো ভেঙে প্রবন্ধের আকারে গোটা উপন্যাস তৈরী হয়েছে। এই সংরূপ বদলটা সিনেমার ক্ষেত্রেও হয়েছে, Gauthier করেছেন। সাহিত্য, চলচ্চিত্র দুটোরই কাঠামোগত জায়গা story element। সাহিত্য বা উপন্যাস যখন কেউ পড়ে তার কাছে অনেকগুলো ধারণা হয়, লেখক যে interpretation দিতে চাইছেন তার বাইরেও হতে পারে, কতগুলো imagination তার নিজস্ব মৌলিক ভাবনাটা গড়ে তোলে। যেমন রামায়ণকে যদি আমরা একটা টেক্সট ধরি এবং সেটা পড়েই পাঠকরা রাবণের প্রচুর point of view বার করেছে, সেখান থেকেই মধুসূদন মেঘনাদবধ লিখেছেন। উপন্যাস থেকে যখন কোনো সিনেমা তৈরি হয় তখন 'tangle' টা কেটে যায়। উপন্যাসে ভাবনার অনেক সুযোগ থাকে, চরিত্রগুলি নিজের মতো গঠন করার সুযোগ থাকে। পরিচালক যখন কোনো উপন্যাস নিয়ে তার চলচ্চিত্রায়ন করেন তখন সেটায় তার দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত হয়। যেমন ঘরে বাইরে উপন্যাসটি নিয়ে ১৯৮৪ সালে সত্যজিৎ রায় যখন সিনেমা করেন - এবার যদি রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসের সমকাল দেখি লেখা ও ছবির ক্ষেত্রে জনমতের আলোড়নটা কিন্তু আর থাকে না।

স্বদেশি আন্দোলনের ব্যর্থতা, নেগেটিভ স্পিরিট ইত্যাদির প্রাসঙ্গিকতা, প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। সত্যজিৎ রায় ব্যক্তিগত জীবনে ব্রাহ্ম ছিলেন, তাঁর দৃষ্টিকোণ ভাবনার 'ঘরে বাইরে' আলাদা ব্যাখ্যা দিয়েছিল। আবার 'ঘরে বাইরে' যখন নাটক হয় তখন সেটার interpretation উপন্যাসের অনেকটাই কাছাকাছি হয়, এত নেগেটিভিটি সেখানে দেখানো হয় নি। একই গল্প নিয়ে অনেক সিনেমা হয়েছে, যেমন - Victor Hugo এর Mega Hunchback of Notre Dame সেটা নিয়ে Antono Queen এর একটা সিনেমা, পরে Charles Kimbrough এবং আরো পরে Walt Disney সিনেমা করে। তিনটি আলাদা আলাদা ভাষা তৈরি হচ্ছে এখানে। পরিচালকরা একটাই উপন্যাস নিয়ে আলাদা আলাদা গল্প তৈরি করেছেন। পাল্টে দিয়েছেন গল্পের আদল। Walt Disney যেমন 'Esmeralda' কে মারেনি। কারণ ডিসনির দর্শক বাচ্চারা, তাদের কাছে মৃত্যুর ভয়াবহতা, হিংসাকে প্রকাশ করতে চায় নি।

ম্যাকবেথ থেকে মকবুল, ওথেলো থেকে ওমকরা এরকম interpretation ঘটেছে যেখানে প্লটে আছে মূল টেক্সট। আমার মনে হয় একটা টেক্সট একটা সময়কে বহন করে আনছে, সেই টেক্সট এর সমকালীন যে প্রাসঙ্গিকতা আছে, তাকে তুলে আনার জন্য পরিচালক নানান ভাষা ঘটান। অনেকে টেক্সট এর সময়কে নিপাট ভাবে আনেন, অনেকে তার contemporary ব্যাখ্যা আনেন। এটা পরিচালকের নিজস্বতার প্রতিফলন, যে যেভাবে দেখবেন এবং দেখাতে, ভাবাতে চাইবেন।

প্র: 'চোখের বালি, চতুরঙ্গ, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, শেষের কবিতা' - রবীন্দ্রনাথের এই পাঁচটি উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন হয়েছে গত দশ পনেরো বছরে ঋতুপর্ণ ঘোষ, সুমন মুখোপাধ্যায়, শেখর দাশের পরিচালনায়। এই তিনজনের কাজ সম্পর্কে আপনার কি মতামত?

পাভেল : রবীন্দ্রনাথের লেখা নিয়ে অনেকদিন ধরেই কাজ হয়ে আসছে। এই পাঁচটি সিনেমার সবকটি আমার দেখা নয়। তাই না দেখা কিছু নিয়ে মতামত দেওয়া অনুচিত। চোখের বালি, চতুরঙ্গ, নৌকাডুবি দেখেছি, ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নতুন করে কিছু ভাবানি। নাড়া দেয়নি আমাকে, দেখার পর।

প্র: চলচ্চিত্রায়নে নাড়া দেয়নি যেমন, পাঠ করার সময়ও কি একই উপলব্ধি ঘটেছিল? দর্শক এবং পাঠক হিসাবে কি একই অভিব্যক্তি থেকেছে? না কি বদলে গেছে?

পাভেল : যখন আমরা পড়ি তখন নির্দিধায় পড়ি, মন দিয়ে পড়ি, সেখানে আমার ভালোলাগাটা আমার মতো করে থাকে। As a director মাথায় ঘোরে পাঠগুলির কিভাবে দৃশ্যায়ন ঘটতে পারে, এবার ওনাদের যেভাবে মনে হয়েছে সেভাবে দৃশ্যায়ন ঘটিয়েছেন।

প্র: 'চোখের বালি' ঋতুপর্ণ ঘোষের পরিচালনা আগে চলচ্চিত্র হিসাবে দর্শকের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ঋতুপর্ণ ঘোষের 'চোখের বালি' সমালোচনায় বিদ্ব, বহু আলোচিত - কারণটা কি?

পাভেল : সময়টা তো আলাদা, তখন এত আলোচনার অবকাশ ছিল না। আর ঋতুপর্ণ ঘোষের 'চোখের বালি' এর এত সমালোচনার অন্যতম কারণ মূলত কাস্টিং আমার মনে হয়।

প্র: উপন্যাস পাঠ করে ভালো লাগাটা দেখার পর বদলে গেল..... এটা কি বদল পজিটিভ না নেগেটিভ?

পাভেল : ব্যক্তিগতভাবে উপন্যাসগুলি পড়ার সময় আমার ভালোলাগা ছিল, এবার দেখার সময় আমি তার টেক্সটটা বিচার করি না। কারণ যে হারবার্ট দেখতে গেছে, তার তো দায় নেই নবাবুণ ভট্টাচার্য পড়ে সিনেমা হলে ঢুকবে। আমার কাছে সিনেমাটা একটা সিনেমা মাত্র। 'লা মিসারবল' যেমন Victor Hugo এর একটা উপন্যাস, সেটা Kirk Wise এর সিনেমা হচ্ছে তখন সেটা একটা musical সিনেমা হিসাবেই দেখব। উপন্যাস আর সিনেমার টানা পোড়েন করতে চাইব না। সিনেমার স্বার্থে গল্প দুমড়ে মুচরে ফেলার স্বাধীনতা আছে পরিচালকের। যদি রচয়িতা বা লেখক জীবিত থাকেন তখন তার অনুমতি নিয়েই করে থাকেন পরিচালক। শুভ মহরৎ দেখে ছিটকে গেলাম আবার নৌকাডুবি দেখে সেরকম লাগল না, এটা সিনেমার ক্ষেত্রে পার্থক্য। এখন নৌকাডুবির টেক্সট আর সিনেমার এই পার্থক্যটা আসল।

প্র: উপন্যাসিকের উপন্যাস, পরিচালকের চলচ্চিত্র... গল্পের কেন্দ্রবিন্দুটা একই, interpretation বদলে যায়। পাঠক, দর্শক এই বদলটা গ্রহণ করেন?

পাভেল : একটা প্রকাশিত বহু চর্চিত টেক্সট থেকে কাজ করা মানেই টেক্সটকে অনুসরণ করতে হবে, এটা ছিল তাই রাখতে হবে, ওটা নেই তাই প্রাসঙ্গিক মনে করলেও দেখাতে পারব না, এই পরিস্থিতিতে আমি বিশ্বাস করি না। টেক্সট আর সিনেমার তুলনা হয় না। শার্লক হোমস কে নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে। আমরা জানি নিপাট গোয়েন্দা গল্প, এটা নিয়ে সিনেমা, সিরিজ, এমনকি সিরিয়ালও হয়েছে। রবার্ট ডাউনি যখন সিনেমা করছেন তখন শার্লক হোমসের টেক্সট

সময় ধরে করা হয়েছে। অন্যদিকে যখন স্টিভেন মফাট আর মার্ক গ্যাটিস বি.বি.সি. এর জন্য তৈরি করছেন ওয়াটসন হচ্ছে আফগান যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা একজন লোক - ডাক্তার। ভিলেন চরিত্র জিম মরিয়ার্টি আর অন্য কিছু নয় একজন পরিকল্পিত terrorist, একজন specialist detective, অন্যজন specialist criminal - এই নতুন তৈরি হওয়াতে কারোর খারাপ লাগে নি বরং জনপ্রিয়তা সারা বিশ্বজুড়ে। বিশ্বজুড়ে সবাই নানান মতামত দিলেন, এক কথায় ভালো। অতএব মানুষ, দর্শক, পাঠক যাই বলি না কেন তাদের কোনো সমস্যা নেই, interpretation পরিবর্তন নিয়ে। তারা সহজেই গ্রহণ করেন, যদি সেই বদলগুলো ঠিক থাকে আর অ্যাপিলও।

প্র: শেষের কবিতা, চোখের বালি, চতুরঙ্গ, নৌকাডুবি, যোগাযোগ এই চলচ্চিত্রগুলির ক্ষেত্রেও বদল ঘটেছে, সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রে নতুন রূপে উপস্থাপনের জন্য। দর্শক এবং চিত্র পরিচালক হিসাবে এই পরিবর্তন আপনার কেমন লেগেছে?

পাভেল : ঋতুপর্ণ ঘোষ, সুমন মুখোপাধ্যায় কিভাবে বদলালেন সেই বিষয়ে যাচ্ছি না। আমার সিনেমা হিসাবে পছন্দই হয় নি। শার্লক হোমসের সিনেমা হিসাবে রবার্ট ডাউনির কাজ পছন্দ হয়েছে আমার, কিছু কিছু জায়গা ছাড়া। আর বি.বি.সি. এর সিরিজটা তো সিরিজ হিসাবেই অসাধারণ। বদলগুলোই অসাধারণ এখানে। সুমন মুখোপাধ্যায় যখন হারবার্ট বানালেন নবাবুণ ভট্টাচার্যের সেটা গত পনেরো বছরের মৌলিক সিনেমা হিসাবেই অসাধারণ। এই সিনেমার নিজস্ব ভাষা, ট্রিটমেন্ট, অভ্যুতভাবে ভালো লাগার মতো। কাগাল মালসাট দেখতে যাওয়ার আগে কিন্তু মাথায় ঘুরছিল ঐ লোকটা হারবার্ট বানিয়েছিলেন ফলে - expectation ছিল অনেক বেশি, হতাশ হলাম। সিনেমার শেষের দিকে যে যায় লঙ্কায় সেই রাজ্য হয় এই ধারণা পছন্দ হয়নি। লেখক নবাবুণ ভট্টাচার্য তখন জীবিত, উনিও বলেছিলেন ব্যাখ্যার বদলে যাওয়া নেগেটিভ সেন্সে এটা লেখক পাঠক সবার জন্যই অপ্রস্তুতকর।

প্র: আলোচ্য উপন্যাস চলচ্চিত্রের সবকটি না দেখলেও কিছু কিছু দেখেছেন। এই উপন্যাসগুলির চলচ্চিত্র হিসাবে প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? যেভাবে চিত্রায়ন ঘটেছে তা ছাড়া আর কিভাবে সম্ভব?

পাভেল : এই পাঁচটি উপন্যাসের চলচ্চিত্র গঠনের ক্ষেত্রে একটা সাদৃশ্য থেকে গেছে, সবকটিতেই সেই সময়কে তুলে ধরা হয়েছে। একটা সিনেমা তেরো হাজার ভাবে দেখানো যায়। Shot technique দিয়েই পাল্টে দেওয়া যায় interpretation, এই যে আমি কথা বলছি এর একটা close shot, একটা distance shot, frame এ অন্যকিছু রেখে শুধু সংলাপ গেল.... নানানভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। Dialogue মিথ্যা কথা বলে, shot বলে না। আর প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রে বলা যায় রবীন্দ্র সাহিত্যের আবেদন তো চিরকালীন। মানুষ তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি, অনুভূতির আশ্রয় পায় এর মধ্যে তাই পাঠক দর্শক হন।

প্র : রবীন্দ্র সাহিত্যের এমন কোনো জায়গা যা নিয়ে আপনি চলচ্চিত্র করতে চান?

পাভেল : রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নিয়ে কাজ করতে চাই। প্রোডিউসার পাই নি। ধরা যাক ২০১৬ সাল, চারদিকে সিরিয়ালের রমরমা। একটা নির্দিষ্ট বাচ্চা ছেলে যে সিরিয়ালে অভিনয় করে। বাচ্চাটির মা বাবা আছে, সে অমলের মতো নয়। বাবা ব্যস্ত নিজের চাকুরি নিয়ে, আর মা ছোট্টন ছেলেকে নিয়ে স্টুডিও পাড়ায়। সিরিয়াল, সিনেমা, নন-ফিক্সন সব করানো হয় বাচ্চাটিকে দিয়ে। মা বাবা দেখেন টাকা উপার্জন হচ্ছে আবার সামাজিক স্টেটাসও বাড়ছে। এই করতে করতে বাচ্চাটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। রোগ দেখাব একটা, পুরোটা এখন বলব না, তো বাচ্চাটি violent হয়ে যায়, রেগে যায় মাঝে

discovering in the same spot as nalinakhho is a tad too coincidental, but Kamala ending up in the same house as her once lost husband borders on the impossible. But isn't a story that grasps our attention more often than not an extraordinary one? The ending might leave things in equilibrium, with consequences remaining almost the same had circumstances not taken a turn for the worse. But the events that take place in between - Hemnalini's experience of heartache, Nalinakhho's stoic resignation and yet seemingly cheery continuation with daily life, Ramesh's silent embrace of every oppressive situation hurled at this way, and Kamala's naively gradually giving way to her transformation on facing the truth does indeed make for a fine story. The movie might start and end at very similar scenes, but the contrasting musical renditions convey two different moods altogether. The opening and ending again play predominant theme of light and dark of the movie, as the first scene is a hopeful morning clad in brightly lit colours, an optimistic Hemnalini awaiting the future whereas the final scene takes place in the night, with a darker colour scheme, and this time, Ramesh had already returned, but her songs still plays on. Musically Noukadubi is a pleasure to the auditory senses, with songs catering to situations and moods melliflously. The title itself is not only descriptive of the literal boatwreck but also how lives can drift and wreck themselves, yet here in the movie, there is a reminder that lifeboats come floating by once in a while and not always does every boat sink

**DIVYANI SHARMA**  
(M.A. ENGLISH, UNIVERSITY OF CALCUTTA)

Rituporno first Tagore adaptation was Chokher Bali in 2003, followed by Noukadubi in 2010 and finally Chitrangada in 2012. Although the last was not really an adaptation of Tagore's drama, yet Tagore's influence on Ghosh was unmistakable. Ghosh had an eye for detail. But it the sets, the costumes, the music, there was no substitute for him, he was a widely read man whose works reflected his deep insight and understanding of Tagore and his characters. Be it the choice of his cast or the period costumes, he made sure everything was perfect to the last notch. He always wanted to work on Tagore, and both Chokher Bali and Noukadubi are exampoles of his Tagore and self. Personally I feel Chokher Bali being his first work on Tagore naturally lacks Ghosh's usual del craftsmanship. Still in making, the film somehow fails to strike the chord despite the effortless beauty that exudes through the film. To me somehow Noukadubi which is his much later work is more matured and more intense in its passion. The sea sawing of life, the play of light and shade that heightens the emotional strain of the narrative is commendable. The most striking feature that lingers after watching Noukadubi is the play of light and darkness. The barely visible silhouettes, the shadows peeping through in most parts of the movie it seemed as if it was the dark that Rituporno wanted to capture, the lights were a by product; something unavoidable, as shadows are in the sun. The frames where dialogue takes place at night are a stroke of genius, as the faces that we can't seem to

see, convey more through their silhouettes than expressions ever could. Musically Noukadubi is a pleasure to the auditory senses, with songs catering to situations and moods melliflously. The title itself is not only descriptive of the literal boatwreck but also how lives can drift and wreck themselves, yet here in the movie, there is a reminder that lifeboats come floating by once in a while and not always does every boat sink. My works of Tagore have been made into films by different film maestros. Without drawing any comparison with anybody, it might just be said that Rituporno Ghosh showed us what he saw of Tagore, of his interpretation of the greatest poet of all times, of his very different, perhaps more entwining than unraveling vision of Tagore.

**SEAMONTI CHAUDHURI**  
(M.A. ENGLISH, UNIVERSITY OF CALCUTTA)

### পাঠক থেকে দর্শক : একটা journey

সাহিত্যের নিষ্প্রাণ শব্দগুলি, বাক্যগুলি পাঠকের ভাবনায় কল্পনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে। উপন্যাসের বিষয় আশয় জায়গা করে নেয় পাঠকের হৃদয়ে। তাদের গড়নের নির্দিষ্ট অবয়ব তখন আর থাকে না। কেউ ভাবেন সাদা, কেউ কালো, কেউ সোজা আবার কেউ বাঁকা। ভাবনার অবকাশ থেকেই যায় পাঠকের মস্তিষ্কে। আর এই অনির্দিষ্ট অবয়বকে আলো আঁধারির ভিতর থেকে একটা প্রাণময়, স্বতস্ফূর্ত গড়নে চলমান করে তোলে চলচ্চিত্র। কোনো উপন্যাসের অভ্যন্তরে অস্পষ্ট, না বলা ইঙ্গিতগুলি পরিচালকের দর্শকের সামনে মেলে ধরেন। অবশ্য পরিচালকের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যাখ্যা অনেক সময়েই সাহিত্যের পাঠক থেকে চলচ্চিত্রের দর্শক হয়ে ওঠাকে হতাশ করে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা সমান্তরালে হাঁটে না।

চলচ্চিত্রের ভিতরের চলমান চিত্রতা আসলে আমাদের সামনে আমাদেরই মতো জীবন, যন্ত্রণা, আনন্দকে সাজিয়ে দেয়। পর পর চলতে থাকে শুধু চিত্রগুলি আর আমাদের ভাবনাকে ব্যস্ত দেয়।

রবীন্দ্র উপন্যাস থেকে চলচ্চিত্র - বিরাট একটা সময়ের ব্যবধান তবু ব্যবধানটা যেন মনেই আসে না তাদের প্রাসঙ্গিকতা দেখে। সময়ের দাবিতে রাস্তা, বাড়ি, আসবাবপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, উপন্যাসের সময়কে তুলে ধরলেও অন্তর্নিহিত অধ্যায় সেই চিরকালীন জীবন নিয়ে। আর যেখানে জীবনের কথা এসে যায় সেখানে মাধ্যমের অদল বদলে বিষয়টা বিষয়াস্তরে পৌঁছায়।

সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্র পাঠক থেকে দর্শকের একটা 'journey'। মাঝখানের লাইট, সাউন্ড, ক্যামেরা বিভিন্ন স্টেশন যার উপর দিয়ে আমরা চলতে থাকি।

# EMERGING TRENDS AND PATTERNS OF EMPLOYMENT OF WOMEN IN INDIA IN THE POST LIBERALIZATION PERIOD

(Economics Honours, 2nd Year)

## INTRODUCTION

Recent employment statistics from the National sample survey organization (NSSO) over the last quinquennial round of 2004-05 reveals an upward trend in labour force and workforce participation of women, both in the urban and rural sector. The Eleventh Five Year Plan document for the first time in history of Indian planning recognizes women not only as equal citizen but as "agents of sustained socio-economic growth and change".

The increase in the growth of employment appears to be much higher for female workers as compared to male workers. Even where the proportion of working women as reflected in the female work participation rate may be low, the absolute numbers have significantly increased, given the rate of population growth over time. The acceleration of employment growth from 1.25% p.a (1993-94 to 1999-2000) to 2.62% p.a (1999-2000 to 2004-05) has been beneficial to women's participation of the 46 million jobs created from 1999-2000 to 2004-05, nearly 15 million women joined the work force. While in the urban sector the women participation rate almost doubled, in the rural sector the participation rate increased from 9 to 12 million.

The sectors and occupations that provide employment for women and the nature of such work are important to examine the trends of women's employment and prompts a thorough detailed analysis of the Indian labour market related statistics in the recent past.

### Growth rate in women's employment (rural), (1993-94 to 2004-05)

Occupational group description	Growth rate(%)
Elected and legislative officials	34.2
Protective service workers <sup>1</sup>	8.3
Clerical and other supervisors	14.4
Telephone and telegraph operators	13.8
Hair dressers, barbers, beauticians	13.5
Sales workers	12.9
Physicians and surgeons	11.3
Village officials	10.3
Teachers	7.2
Working proprietors, directors, managers & related executives-transport, storage and communication	5.9

Source: NSS data, 50<sup>th</sup> round 1993-94 and 62<sup>nd</sup> round 2004-05.

## METHODOLOGY

DESCRIPTIVE APPROACH BASED ON LITERATURE SURVEY: TO IDENTIFY TRENDS AND PATTERNS OF EMPLOYMENT OF WOMEN IN THE PAST DECADE

The Indian labor force market displays several striking features: very low rates of female labor force participation, considerable variance in rates of female labor force participation across Indian states and a large share of both men and women working in the informal sector. The literature on female labor force participation has traditionally focused on how demographic participation and educational attainment affect the labor force participation decisions of women. In a separate literature, well known rigidities in Indian labor markets have been put forth as the reason for high share of informal employment in overall employment - for example, about 85% of India's non agricultural workers are employed in informal sector jobs. Studies have noted the lack of medium sized enterprises in India and have linked firm hiring decisions, growth and productivity outcomes to cross state differences in labor market regulations. The literature survey stresses that gender gaps in labor force participation, entrepreneurial activity or education act impede economic growth (e.g. Cubres-Teignier, 2014, Esteve-Volart, 2004, Klasen-Lamana, 2008, among others). Cubres-Teignier in 2014 examined the quantitative effects of gender gap in labour force participation on productivity and living standards. They stimulate an occupational choice model with heterogeneous agents that impose several frictions on female economic participation and their wages and shows that gender gaps in entrepreneurship and labor force participation reduces per capita income. In India, they find that gender gap reduces per worker incomes by about 26%. In recent work Agenor (2015) uses a generations model in which time is modeled over three phases (childhood, working and retirement) and simulates the effect of public policies on participation choices and economic growth.

Such policies raise female labor force participation rates by about 1.5-2.4% per annum depending on the policy efficiencies. We find that female participation has increased in various economic activities in which earlier it was negligent, which is an evidence of the effectiveness of various policies by the government.

Economic Activities	1993-94		2004-05	
	Female (%)	Male (%)	Female (%)	Male (%)
Agriculture, Forest, hunting	86.2	73.9	83.3	66.5
Manufacturing	7.1	6.9	8.4	7.9
Construction	0.8	3.2	1.5	6.8
Trade restaurants & hotels	2.1	5.5	2.5	8.3
Finance and Business	0.1	0.4	0.1	0.7

Source: Calculated from the unit level employment and unemployment NSS data, 50<sup>th</sup> round 1993-94 and 61<sup>st</sup> round 2003-04.

The literature survey also highlights a link between female labor force participation and social institutions, as well as existence of gender based differences in laws. Social institutions with more gender equality have also been found to be associated with better development outcomes and higher living standards.

The employment and unemployment sources of the NSSO are the primary sources on various labor force indicators at national and state levels. NSSO surveys with large, nationally representative sample sizes have been conducted every 5 years all over the country. The survey spans over a year and consist of more than 100,000 representative households in each of the five surveys.

Some very relevant questions related to women employment are stated hence:-

- What are the determinants of female labor force participation in both rural and urban areas?
- Is female participation higher in those Indian states with less stringent labor markets?
- Impact of labor market regulations on female labor force participation rates?
- Do these factors affect whether employment occurs in the formal or informal sectors?

The study also analyzes the effects of various state level policies on labor force participation of females. These include social expenditures and social developments in infrastructure. It also analyzes whether India's largest and leading public employment program, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA), engenders higher female labor force participation. Other areas of concern are impact of various state level policies on female labor force participation including differences in infrastructural availability and leading public employment schemes like MGNREGA.

It has been revealed that women's employment has taken an alarming dip in rural areas in 2001-12, an NSSO survey revealed. The survey shows that in the continuing employment crunch in rural areas, the most vulnerable sections- the women, are getting eliminated, a staggering 9.1 million jobs were lost by rural women. If subsidiary work, that is, short term supplementary work is also counted we see that the female numbers improve but still there is a decline of 2.7 million in two years. Another major fact is that women are no longer getting long term or permanent jobs but are engaging instead in short term transient occupations. Thus, despite economic growth, decline in women employment is a long term trend in both rural and urban areas.

Employment of women is concerned with legal, social, economic and political aspects. To monitor the flow of benefits to women and to enable them to function as equal partners and participants in the development process, human development was focused during the Eighth Five Year Plan (1992-97) and was a paradigm shift in the strategy of economic development. Rather, "employment of women became an important objective of the Ninth Five Year Plan (1997-2002). A platform was built for women so that they could exercise their rights. National policy for empowerment of women, 2000 was established to eliminate all kinds of gender discrimination and to empower women both socially and justly. At the same time, the concept of 'gender budgeting' was introduced so as to attain more

effective targets of public expenditure and to offset any budgetary gender bias of the past. Besides all this, the year 2001 was celebrated as the 'Women's Empowerment Year'. The approach of the Tenth Five Year Plan was to bring these policies to action. Apart from strengthening women nationally, mainstreaming a gender perspective in the development process and allowing the de-jure and de-facto enjoyment of rights was emphasized. The objective of economic empowerment included provision of training, employment and income opportunities with forward and backward linkages so as to make all women independent and self-reliant. In the approach to the 11<sup>th</sup> five year plan (2007-12), it has been established that women and children are not homogenous categories and thus catering to the needs of these differential categories will be undertaken. In this plan, for the first time women are recognized not just as equal citizens but as agents of economic and social growth. This plan seeks to maintain all policies and issues as gender sensitive right from their inception to the formulation stages.

Thus, gender equality have always been an important issue till the 12th Five Year Plan which also seeks to strive towards a gender unbiased economy and the equality of the sexes. Much more still is left to be done to have gender equity as a concrete strategy for accelerating economic progress.

### ANALYSIS

As per the NSSO Employment statistics 2004-05, 9.3 million jobs were created per annum since 1999-2000. From the table below we find that there has been a slight decline in the share of women as agricultural labourers, while their share among cultivators has increased. The urban women have substantially achieved higher growth of employment in the manufacturing than the male. Even in the domestic and personal sector, women have gained high employment.

All India labour force participation rates and worker population ratios, usual status, over time

Labour force participation rates (%)	1993-1994	1999-2000	2004-2005
Rural Males	56.1	54.0	55.5
Rural Females	33.1	30.2	33.3
Urban Males	54.3	54.2	57.0
Urban Females	16.4	14.7	17.8
Worker Population Ratio (%)			
Rural Males	55.3	53.1	54.6
Rural Females	32.8	29.9	32.7
Urban Males	52.1	51.8	54.9
Urban Females	15.5	13.9	16.6

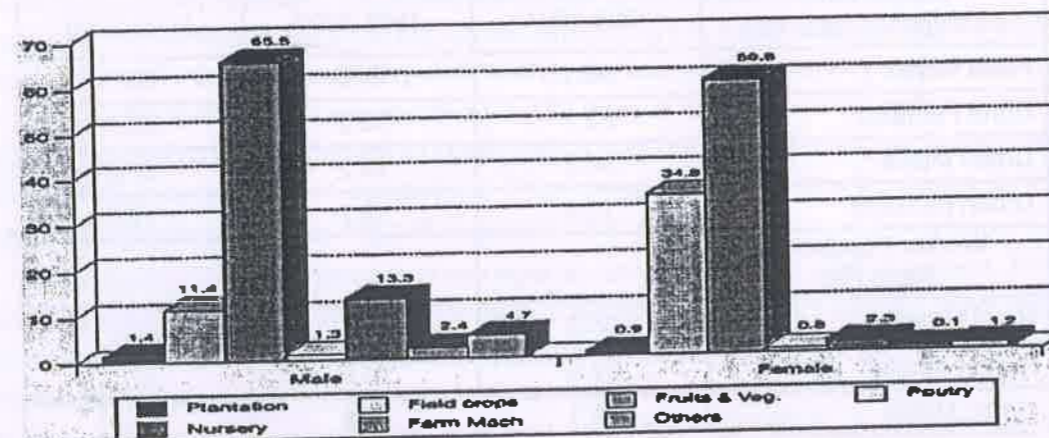
Source: NSS data, various rounds.

It is revealed from the sectoral distribution that majority of women workers are concentrated in the primary sector activities. The urban female employment has risen in the manufacturing, trade, hotels and to some extent the service sector. In the construction work more urban male are employed than the females. We construct a table to present the data on the economic activity participation of male and female and compared between 1993-94 and 2004-05.

Economic Activities	1993-94		2004-05	
	Female (%)	Male (%)	Female (%)	Male (%)
Agriculture, Forest, hunting	24.7	9.0	18.1	6.1
Manufacturing	24.2	23.5	28.2	23.5
Construction	4.0	6.9	3.8	9.2
Trade restaurants & hotels	10.1	22.0	12.2	28.0
Finance and Business	1.9	3.8	3.3	5.9

Source: Calculated from unit level employment and unemployment NSS data, 50th Round, 1993-94 and 61st Round, 2004-05.

Percentage distribution of WOMEN employed in selected AGRICULTURAL occupation IN 2012-2013



Source: Women employment trends - wikipedia

## CONCLUSION

The larger number of women both in rural and urban sectors entering the labour force and seeking work is an illustration of demand for employment and the need for employment among women. Any employment policy for India therefore must pay specific attention to women and development of sectors that can absorb the labour supplies of women. Simultaneously improving the skill content of women in order for them to participate for them productively and receive adequate returns is another area that must be addressed.

The biggest drawback of women participation is the low or inadequate education and skill/ training attributes for women. With nearly 85% of rural and 59% of urban workers illiterate or literate upto primary level, the labour market participation of these women is innately circumscribed. Being a social group wise segregation of occupation guided by educational attainment and to some extent social customs. Due to economic distress, females of the respective social groups had to enter physically exhausting and low income jobs.

To improve this, education is a basic requirement. It has been improving over time, but the change is still very gradual. Alongside basic literacy skill, women need to be trained in professional or vocational skills that are market oriented.

In terms of remuneration, average wages of males were higher than that of females. Again average wage in urban areas were higher than that of the rural areas. The female workers suffered both in quality and quantity of employment, household responsibilities security concerns, etc. forced females to accept unfavourable terms of working conditions in term of low wage and long working hours.

A major concern that remains in the context of women's work is the unrecognized and invisible component of their contribution, which keeps the female workforce participation rate as low 29%. In order to increase female workforce participation rate, there is need to provide conducive environment with enabling conditions for enhancing women's visibility and participation in productive and decent employment. This can be planned through infrastructure development for facilitating employment generation.

Newer avenues for work have been identified that have the potential to lead the gradual transformation in terms of acceptance of a typical and uncommon job profiles (e.g.- night shifts in IT office, BPOs) changing perception or aspiration among parents. The National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS), Rajiv Gandhi Scheme of Employment of Adolescent Girls-Sable (RGSEAG, 2012), Priyadarshini (2011), Rashtriya Mahila Kosh (RMK-1993) along with others.

#### BIBLIOGRAPHY

- 1) ANAND SHARMA and SANJOY SAHA: Female Employment Trends in India.  
[www.nehu.ac.in/Journals/Journal Vol XIII No2 Jul-Dec2015 A2.pdf](http://www.nehu.ac.in/Journals/Journal%20Vol%20XIII%20No2%20Jul-Dec2015%20A2.pdf)  
*The NEHU Journal, Vol XIII, No. 2, July-December 2015,*  
visited In - July ,2015
- 2) Low Female Employment in a Period of High Growth  
[www.iamrindia.gov.in/downloads2014/iamrreports/report9\\_2013.pdf](http://www.iamrindia.gov.in/downloads2014/iamrreports/report9_2013.pdf)  
visited In -May, 2015
- 3) URBAN EMPLOYMENT IN INDIA:  
[icrier.org/pdf/Martha%20Chen\\_20Paper.pdf](http://icrier.org/pdf/Martha%20Chen_20Paper.pdf)  
visited In - May, 2015
- 4) PREETI RUSTAGI : Employment trends for women in india June 2010.  
[www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...../wcms\\_146129.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/...../wcms_146129.pdf)  
visited on - June, 2015
- 5) Wikipedia.com

\*\*\*\*\*

## A SURVEY ON THE IMPLEMENTATION AND IMPACT OF SARVA SIKSHA ABHIYAN ON A SCHOOL IN KOLKATA

Report on a Project conducted by : Sayandita DebRoy & Parnasree Ghosh  
(Education Honours, 2nd Year)

### INTRODUCTION

Universalisation of elementary education is a prerequisite for a country's cultural and economic progress. Elementary education, which forms the foundation of education, not only plays a crucial role in the improvement of quality of life but democracy demands it, economic progress depends on it, national integration requires it as its base. For this reason education for all and its achievement by all countries have become a global agenda. Children's survival, development and protection are no longer matters of charitable concern but it has now become a legal obligation. Some achievable targets for creating more egalitarian societies by providing good quality 'Education for All' were adopted by the World Education Forum at Dakar, Senegal in April 2000. The forum declared six commitments in the form of goals, one of which was to ensure that by 2015 all children, particularly girls, children with difficult circumstances and those belonging to ethnic minorities have access to and complete free and compulsory primary education of good quality.

However the idea of education for all is nothing new in Indian context. Our constitution and the subsequent policies adopted by the Government repeatedly harped on issues of mass education and equalization of educational opportunities. In tune with the commitment of International communities to provide "Education for All", Government of India started the mission of "Sarva Shiksha Abhiyan" with the aim of universalizing Elementary Education by community ownership of school system. The scheme was approved by the cabinet in its meeting held in 2000 and it was finally launched in the year 2001.

The government levies a 2% education cess in order to bridge the gap between available plan resources and requirements to finance the Sarva Shiksha Abhiyan and midday meal scheme - the two main programmes for universalisation of elementary education.

Sarva Siksha Abhiyan is the Government of India's flagship programme for achievement of Universalisation of Elementary Education (UEE) in a time bound manner as mandated by the 86<sup>th</sup> Amendment to the Constitution of India making free and compulsory to children of 6-14 years age group, a Fundamental Right. Sarva Siksha Abhiyan is an effort to universalize elementary education by community-ownership of the school system. It is a response to the demand for quality basic education all over the country. The Sarva Siksha Abhiyan programme is also an attempt to provide



an opportunity for improving human capabilities to all children, through provision of community owned quality education in a mission mode.

The midday meal scheme launched in India in 2004 is for all Class I-IV children at government and government-aided schools, centers under alternative and innovative education and the education guarantee scheme. While imposing the 2% education cess in 2004 the Finance Minister Chidambaram said, "The whole of the amount collected as cess will be earmarked for education, which will naturally include providing a nutritious cooked midday meal".

### OBJECTIVES

This project has been undertaken with the objectives:

1. To study the implementation of the scheme of Sarva Shiksha Abhiyan on the basis of a survey of a school under SSA.
2. To study whether SSA has been able to meet its target to provide elementary education of satisfactory quality to all children.
3. To study the implementation of the Mid-day Meal that has been integrated into the scheme of SSA.

### METHODOLOGY

The methodology used for conducting the project included survey of a school in Kolkata under Sarva Shiksha Abhiyan and also gathering information from print and electronic media about the development, progress and prospect of the scheme of SSA and Mid-day Meal.

The survey comprised the following:

1. Survey of the school premises to study the infrastructure, co-curricular activities and teaching staff and other educational facilities provided by the school
2. Interview with the Headmaster of the school selected for the survey
3. Application of Achievement Tests on students of classes I - IV to assess their educational progress
4. Feedback from students regarding the Mid-day meal

### DISCUSSION

Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) has been implemented in the country with a target of providing eight years of quality education to all children in the age group of 6-14 by the year 2010. SSA has been operational since 2000-2001 to provide for a variety of interventions for universal access, retention, bridging of gender and social category gaps in elementary education and improving quality of learning. SSA interventions include inter alia, opening of new schools and alternate school facilities, constructing of schools and additional classrooms, toilets and drinking water, provision for teachers, regular teacher in service training and academic resource support, free textbooks, uniforms and support for improving learning achievement levels or outcome.

In the current project a survey was conducted on a school named Adarsh Hindi Primary School recognized by the West Bengal Board of Primary Education, located at 10/7D Deshpriya Sashmal Road, near the Rabindra Sarobar Metro station in Kolkata. Observations were made regarding its educational facilities, infrastructure, teaching faculty, mid-day meal and educational progress of the students and a detailed report was made.

The school starts from 11 am and runs till 3.30 pm. Student strength of the school is 65 with around 10-12 absentees everyday on an average. The Headmaster of the school is Sri Vijay Pratap Tiwari.

The following observations were made:

#### Educational Facilities:

The subjects which are taught in the school are English, Hindi, Social Studies, General Science and Mathematics. Unfortunately, there is only one teacher for teaching all the above subjects for all the standards. Educational qualification of the teacher is Higher Secondary Pass. According to the Headmaster, they are not provided with enough funds by the state government to recruit more teachers. With only one teacher it is not possible to look after each and every student in the class and attend to their personal needs and problems.

#### Building Structure:

The school is a small, two-storied building. Each floor comprises of two classrooms, each classroom around 90 sq. ft. The benches are broken and dirty and there is no sitting arrangement for the teacher in any of the classrooms. There is only one fan in every classroom, most of which do not function properly. Due to the absence of even windowpanes and curtains, the students have to bear the brunt of scorching heat, lashing rain and cold winds during winter.

#### Toilet facility:

No importance has been given to sanitation. There is only one toilet in the entire school. It is very dirty and unhygienic. There is only one cleaning staff. No phenyl or anti-germ liquids are used for cleaning the floors and toilet. A broom and plain water is all that they have. All these are greatly detrimental to students' health.

#### Drinking water facility:

There is no drinking water facility. There is only the school tap to quench thirst.

#### Co-curricular activities:

Indoor activities like singing and drawing are done in the classroom itself. For outdoor games like running, skipping, football, students walk towards a nearby field as there is no provision for a field within the school compound.

#### Educational progress:

A few learning achievement tests were conducted in the Adarsh Hindi Primary School in order to assess the educational progress among the students. The results can be seen as follows:

## LEARNING ACHIEVEMENT TESTS

Table:1

A) ABILITY TO NARRATE ALPHABETS FROM A TO Z :

CLASS	NO. OF STUDENTS	NOT AT ALL	POORLY	PARTIALLY	COMPLETELY
1	35	-	-	-	35
2	25	-	-	6	19

Table :2

B) ABILITY TO NARRATE NUMBERS FROM 1 TO 20 :

CLASS	NO. OF STUDENTS	NOT AT ALL	POORLY	PARTIALLY	COMPLETELY
1	35	-	-	17	18
2	25	-	-	-	25

Table :3

C) ABILITY TO NARRATE NUMBERS FROM 1 TO 20 :

CLASS	NO. OF STUDENTS	NOT AT ALL	POORLY	PARTIALLY	COMPLETELY
3	20	-	2	15	3
4	17	-	3	11	3

Table:4

D) READING TEST OF ENGLISH LANGUAGE:

CLASS	NO. OF STUDENTS	NOT AT ALL	POORLY	PARTIALLY	COMPLETELY
3	20	-	5	8	7
4	17	-	4	6	7

We can also observe from the above that the higher the class, the lesser the number of students.

### Mid-day meal:

The Mid-day meal scheme is a school meal programme of the government of India, launched in 2004, designed to improve the nutritional status of school age children nationwide. This programme comes under Sarva Siksha Abhiyan (SSA) Programme since the formulation of the NPE (1986) and the Programme of Action (1992). Several new schemes for the qualitative as well as quantitative improvement to primary education and reaching the goal of Universalisation of Elementary Education (UEE) have been initiated by the government of India, Ministry of Human Resource Development (MHRD), Department of Education.

A nationwide programme of NP-NSPE was launched on 15<sup>th</sup> August 1995. This is called the NATIONAL PROGRAMME OF NUTRITIONAL SUPPORT TO PRIMARY EDUCATION. This programme intended to give a boost to UEE by increasing enrolment, retention and attendance and simultaneously to make an impact on nutritional levels of students in primary classes. The ultimate aim under the programme is the provision of wholesome cooked or processed food having a calorie value equivalent to 100 grams of wheat or rice per student per school day.

The Supreme Court occasionally issue interim order regarding mid-day meals, some of which are:

a) The order regarding BASIC ENTITLEMENTS dated 28<sup>th</sup> November 2001 stated

"Every child in every government and government-assisted primary school with a prepared mid-day meal with a minimum content of 300 calories and 8-12 grams of protein each day of school for a minimum of 200 days".

b) The order regarding KITCHEN SHEDS dated 20<sup>th</sup> April 2004 stated -

"The central government shall make provisions for construction of kitchen sheds".

c) In the order regarding PRIORITY TO DALIT COOKS dated 20<sup>th</sup> April 2004 stated -

"In appointment of cooks and helpers, preference shall be given to Dalits, scheduled castes and scheduled tribes".

d) In the order regarding QUALITY SAFEGUARDS dated 20<sup>th</sup> April 2004 stated -  
Attempts shall be made for better infrastructure, improved facilities (safe drinking water etc), closer monitoring (regular inspection etc) and other quality safeguards as also the improvement of the contents of the meal so as to provide nutritious meal to the primary schools".

The nutritional guidelines for the minimum amount of food and calorie per child per day are :

Table:5

ITEM	PRIMARY (I-V)	UPPER PRIMARY (VI- VIII)
CALORIES	450	700
PROTEIN	12 gm	20 gm
RICE/WHEAT	100 gm	150 gm
DAAL	20 gm	30 gm
VEGETABLES	50 gm	75 gm
OIL AND FAT	5 gm	7.5 gm

Mid-day meal served in the Adarsh Hindi Primary School :

A weekly chart of foods served under midday meal has been given by the school :

Table:6

DAYS	FOOD ITEMS SERVED
Monday	Rice, mixed vegetables
Tuesday	Rice, arhar dal, fried potatoes
Wednesday	Rice, soyabean
Thursday	Rice, matar aloo
Friday	Rice, daal, vegetables
Saturday	Rice, egg curry

Feedback from students about Mid-day meal :

The students complained that the quality of rice is very poor with occasional pebbles found in it. They do not find the mid-day meal tasty or nutritious. Moreover no eagerness or delight has been observed among the students when the mid-day meals were served to them. The food-carrying vessels are not found to be properly washed, hence they prove to be unhygienic. The amount of food given to the students is not sufficient. Even when the students ask for more, they are not served properly. Overall it is unsatisfactory.

There have been several articles in the print media reporting malpractices with midday meals such as a group of teachers being accused of embezzling midday meals by the residents of Pamba

village near Darjeeling in 2006, 23 children of Dharma Sati village in Saran district dying after eating pesticide-contaminated mid-day meal on 16<sup>th</sup> July 2013, guardians of Chardhara Primary school, an anganwadi school complaining that students being served midday meal of poor quality consisting of rice with radish leaves as reported in the Ananda Bazar Patrika dated 25<sup>th</sup> December, 2015.

The findings of this survey along with the reports in the print media reiterate the report of an expert panel formed by the Union ministry of human resource development that has found the schemes of SSA and midday meal as "fraudulent" and plagued with "malpractice and corruption". It reported that the funds meant to spread primary education through the SSA are being misused by the officials in many districts while "children returned home hungry and deprived of their midday meals".

The picture is not so grim always. A glimmer of hope appears in the efforts of some organizations which have been doing valuable work in promoting health and education of our future generation. One such organization is the Akshaya Patra.

The Akshaya Foundation commonly known as Akshaya Patra has been doing a noble job in the field of serving mid-day meals to the school students. It is a non-profit organization in India that runs a school lunch programme across the country. Their slogan is "Unlimited Food for Education". The programme embraced the vision that "No child in India shall be deprived of education because of hunger". Their mission is to reach out to 5 million children by 2020.

A total of around 11 crore children across 12 lakh schools are benefitting from this programme. As an extension of its vegetarian philosophy, Akshaya Patra does not provide eggs but by incorporating alternatives such as milk and bananas it provides meals that are prepared scientifically and with required nutritional value. The food distributed by the Akshaya Patra is perceived to be 'hygienic, nutritious and delicious'.

Following is the summary of findings of impact on students of a nutritious mid-day meal by Akshaya Patra -

1. Increased enrolment: The mid-day meal acts as a great incentive for children to come to school. As more often than not, this meal becomes the child's only meal for the day, it also motivates parents to send their children to school.

2. Increased attendance: Children look forward to coming to school everyday because of mid-day meal. As the Akshaya Patra meal caters to the regional palate it further suits the taste buds of the children and draws them to attend school.

3. Increased concentration: A stomach full of freshly cooked nutritious and healthy mid-day meal keeps classroom hunger at bay and increases the child's concentration in class.

4. Improved socialization: As the meal served by the Akshaya Patra can be consumed universally by children of all castes and communities it has fostered the habit of eating together. The intermingling has increased the unity among children of various religions and castes. It has also helped in removing divisional hierarchy in terms of social standing thereby enhancing a sense of equality among all children.

5. Addressed malnutrition: Through the mid-day meal Akshaya Patra is striving to meet the nutritional requirements of children such as energy, carbohydrates, proteins and fat for school children.
6. Empowered women: Women have been employed by the Foundation in different capacities in operations and other functional areas. Women Self-help groups (SHG's) have also been appointed in decentralized kitchen set-up for cooking and managing the processes involved in mid-day meal preparation under the guidance of Akshaya Patra's standardized operating process. This opportunity has doubly benefitted women by boosting their self-esteem and improving their social standing.

### CONCLUSIONS

The survey has thrown up a few conclusions about the implementation and impact of Sarva Shiksha Abhiyan on the school selected for the study. The impact of Sarva Shiksha Abhiyan and mid-day meal has not yielded much positive outcome in this particular school due to several factors.

Firstly, the funding is insufficient as could be seen from the condition of the classrooms and other infrastructure.

Secondly, more teachers need to be appointed in the school. This is also linked to insufficient funding as claimed by the headmaster.

Thirdly, the educational progress of the students is not at the desired level as could be gauged from their performance in the achievement tests conducted on them. This also can be traced to lack of educational facilities and insufficient number of teachers.

Lastly, the mid-day meal needs to be improved considerably.

### Suggestions for improvement:

- Renovation and remodeling of the school building
- Recruitment of more teachers
- Maintenance of fans and adding more fans in classrooms for the comfort of students
- Adding new benches for students and sitting arrangements for teachers
- Need for a ramp system for differently abled students
- Need for a well-equipped library for enhancement of knowledge
- Need for a computer room for digital training
- Need for drinking water facility with purifier
- Need for a playground for conducting games and other school activities
- A medical room with essential medicines, first aid items with the presence of a health instructor or a trained nurse

Sarva Shiksha Abhiyan and midday meal scheme had been adopted by the government model schemes in the universalisation of elementary education. It is evident from our survey and media reports that the goals of providing quality education for all have not been met by these schemes

though the time has run out. But we cannot deny that some progress have been achieved in certain parts of the country where there is sustained effort, dedicated individuals, adequate finance and less corruption. Hence with constructive policies, conscious effort, proper monitoring and dedicated participation of the stakeholders and the community at large, schools can provide better facilities and the beneficiaries of the schemes can hope for a better future.

### BIBLIOGRAPHY

- [https://en.m.wikipedia.org/wiki/sarva\\_siksha\\_abhiyaan](https://en.m.wikipedia.org/wiki/sarva_siksha_abhiyaan)
- [mhrd.gov.in/sarva-siksha-abhiyan](http://mhrd.gov.in/sarva-siksha-abhiyan)
- [ssanme.gov.in](http://ssanme.gov.in)
- [timesofindia.indiatimes.com/topic/Sarva-Siksha-Abhiyaan](http://timesofindia.indiatimes.com/topic/Sarva-Siksha-Abhiyaan)
- [en.wikipedia.org/wiki/Akshaya\\_Patra\\_Foundation](http://en.wikipedia.org/wiki/Akshaya_Patra_Foundation)
- [infochangeindia.org](http://infochangeindia.org)
- Ananda bazaar Patrika dated 25<sup>th</sup> December 2015
- TNN, 12<sup>th</sup> December 2015 & 16<sup>th</sup> January 2016.

\*\*\*\*\*

## ADAPTATION OF SHAKESPEARE'S TRAGIC PLAYS IN INDIAN CINEMA

A Paper jointly presented by : Vedika Modi, Sreyoshi Samaddar, Zaheen Hashim, Sulagna Banerjee (English Honours, 3rd Year)

### INTRODUCTION

The Parsi theatre, which flourished between 1870 and 1940, brought Shakespeare to Indian cinema by adapting his plays into Urdu, the literary *lingua franca* of northern India. Those plays were then screened and adapted to Hindi cinema.

In adapting Shakespeare to India, the dramatists of Parsi theatre recreated his pathos, wit and intrigue in Urdu. The intensely dramatic Urdu style was well suited not only for adaptations of Shakespeare plays in Parsi theatre but for Hindi cinema as well.

One of the earliest such films was *Dil Farosh* (1927), a silent film based on the Parsi theatre adaptation of *The Merchant of Venice*. *The Taming of the Shrew*, *Antony and Cleopatra* and *Measura* were adapted respectively in *Hathili Dulhan* (1932), *Kafir-e-Ishq* (1936) and *Pak Dastan* (1940). *Hamlet*, meanwhile, reigned among tragedies, adapted first into the silent film *Khoo Nahak* (1928) and later into the "talkies," Sohrab Modi's *Khoo Ka Khoo* (1935) and Kishore Sahu's *Hamlet* (1954).

In recent years, the bard has travelled to the Bombay underworld, the dusty towns of Uttar Pradesh and Kashmir's valleys of snow through Vishal Bhardwaj's trilogy. But Shakespeare's Greek and Latin to Bhardwaj before he took on *Macbeth* and adapted it to *Maqbool*. "After I became a film maker I chanced upon a book called 'Shakespeare's Tales'. They were short stories based on the plays. I read *Macbeth* and felt that it could be made into a Hindi film. Then I got a copy of the complete play and adapted it into *Maqbool*," says Vishal.

### DISCUSSION

#### MAQBOOL (2004, based on Shakespeare's *Macbeth*)

It is a stormy, windy Mumbai night. A pandit draws an astrological chart, on a car's windowpane – the future forebodes ill. Soon after, someone is murdered and blood spurts and splashes across the window glass and the rhombus of the chart that is now symbolically Mumbai. "Saari Mumbai khoo se bhar di" ("Look! You have drenched the whole of Mumbai in blood"), mutters an irritated constable.

Thus begins *Maqbool* - a striking, Mafia-based take on *Macbeth* that is as audacious as it is ambitious. In its extremely complex and successful reworking of *Macbeth* in a different genre (film), language (Hindi and Urdu), time and setting (present day Bombay), the filmmaker does not adulterate the complex issues evoked by Shakespeare's plays.

The director ingeniously recasts the weird sisters as a pair of corrupt policemen having connections with the underworld – Inspector Purohit (Naseeruddin Shah) and Inspector Pandit (Om Puri) – for whom the future is as tangible as the present. They blithely tell Maqbool that in six months, he will reign over Abbaji's (Duncan's) terrain. They also convey the information that Abbaji killed his own boss to head the gang, which fortifies Maqbool's desire to lead the gang by killing his own boss.

Bhardwaj is able to realize the tragic potential present in the sincere and inflaming love between Maqbool and Nimmi (Abbaji's mistress) (*Macbeth* and *Lady Macbeth*); paradoxically a "forbidden" relationship; resulting in the most striking recasting of the film. She uses her sexual control over Maqbool, plants the seed of murder in his head, and uses all her wiles to cast her spell over him and Abbaji. Nimmi also warns Maqbool of the relationship between Sameera, Abbaji's daughter, and Guddu (Fleance) who is the son of Kaka (Banquo), "kyonki agar beta na ho, to damaad hi waaris".

The filial bond between Maqbool and Abbaji is very strong. In Shakespeare's words, it could be said that "He was a gentleman on whom Abbaji had built an absolute trust". Nimmi gives her ultimatum – Maqbool has to choose between her and Abbaji. And he chooses Nimmi, against his conscience, against every moral fibre in his being. A little before the murder, he hallucinates that blood is coming out of the cauldron in which he was cooking food earlier for the wedding guests, an image that provides further incitement for the act he plans to commit. The policemen's prediction of rain, extremely unusual for that time of the year, comes true and creates a suitably tense atmosphere. It exhibits the Shakespearean technique of mirroring a breach in the human order by a breach in the natural order. That Maqbool is driven to murder this man betrays a sense of desperation. But the desperation is not his – it is Nimmi's. It is she who goads him into it – just as *Lady Macbeth* had goaded *Macbeth* into committing Duncan's murder.

The banquet scene in which the ghost of Banquo appears is replaced by a meeting of Maqbool's gang from which Guddu and Kaka (Fleance and Banquo) are missing. When Kaka's dead body is brought back, only Maqbool thinks that Kaka is alive and loses his calm while Nimmi, like *Lady Macbeth*, comes to his rescue. Maqbool's fear of Kaka's gaze is tied to Abbaji's murder scene in which Abbaji dies looking at him. Abbaji's blood splashes over Nimmi, who, like her Shakespearean counterpart, becomes increasingly obsessed with imaginary bloodstains.

It is ironic that neither Lady Macbeth nor Nimmi's wishes are ultimately met. Both the women degenerate and become insane. Lady Macbeth was sure that : "This night's great business... [the murder of Duncan at Inverness] ... shall to all our nights and days to come Give solely sovereign sway and masterdom"

And in the film, after a night together, Nimmi had wished:

"Iss raat jaisa har din bite."

But that was not to be – for either woman.

Both wake to a consciousness of their guilt later. As against her earlier facile realism: "A fair water clears us of the deed", we have Lady Macbeth muttering to herself in the sleep-walking scene: "Here's the smell of the blood still: all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand". At the end of the film, Nimmi too is consumed by an overpowering sense of guilt. "Gunaah kiya hain... Miya, humne?" she asks Maqbool, and only wishes that their love at least is spared that stain. Maqbool, who had authored the entire murder plan realizes and admits at the end that it was a sin.

Bhardwaj's *Maqbool* is thus much more than a simple story of murder and mayhem. It is not another run-of-the-mill Bollywood flick on the underworld. The director keeps well within the precincts of his genre of film-making and yet adds depth and profundity to his presentation by his use of Shakespeare. Like the Celtic heroes described in Shakespeare's source, *Holinshed's Chronicle*, Maqbool is driven by an irresistible impulse into deeds of treachery and bloodshed but haunted by the spectres of conscience. He projects an essentially humanistic vision – of evil corrupting and finally burning itself out.

### OMKARA (2006, based on Shakespeare's *Othello*)

*Omkara* is a dark, slow movie with fierce emotions and the violence present as a backdrop.

This time Vishal Bhardwaj has stayed much more faithful to the actual plot than *Maqbool*. Throughout, Bhardwaj finds effective correlatives for nearly every ingredient in Shakespeare's play, making key factors intelligently significant to the complex and highly contrasting context of modern India. Staying wonderfully loyal to the Bard's work, this film even attempts to replicate his turn of phrase. It is the story of a warrior hero who is innocent in love and hence vulnerable to the treachery of his companion-in-arms, while also changing many aspects to create differences between the two.

Bhardwaj has yet again managed to project the bard's story into contemporary India superbly. He says: "I set the story amidst the political mafia of Uttar Pradesh... a strife-ridden melting pot of north India... My characters populate a place and language that I have known closely... Somehow they have left their Shakespearean roots far behind and surrendered to me..."

Othello's racial difference becomes one of caste in India. Omkara is a muscle man born of a low caste mother who has emerged as the local leader of a Brahmin party. He is set to marry a "fair" daughter of a powerful political chieftain. As such, he experiences the unusual mixture of respect and mockery to which Othello is also subjected.

In the original play, Othello's 'tragic flaw' is his jealousy, his inability to take things as they are. *Omkara*, in spirit, stays true to that central theme and weaves all other conflicts around it. Having said that, Vishal has made the story his own and ends up humanizing Shakespeare's characters with the necessary folklore and ethnic charm that is very close to the Indian ambience.

Othello was always Iago's play, and *Omkara* too is dominated by his desi equivalent - Langda Tyagi. The whole play rests upon the two-facedness of Iago, and Langda is able to wear the two faces without making the transition seem awkward or laboured. Many critics have opined that Iago is a classical Machiavellian villain - he is shrewd and finds wicked enjoyment in evil for evil's sake. But Langda's disappointment was built up. Throughout the film we see a Langda who is always ill-planning but is not probably as cold-blooded as Iago. Langda is more human and rawer unlike the silken Iago who was a master of speech and was revered by Othello and all as 'Honest Iago'. Langda is also not as conniving as Iago – there are situations where Langda capitalised on an incident afterwards instead of planning that – e.g. using Dolly's (Desdemona) waistband (stolen by Langda's wife Indu (Emilia)) to plot Kesu (Cassio) against Omkara. In the original play Iago only persuaded Emilia to steal the handkerchief.

*Omkara* is true to the spirit of *Othello*; what Shakespeare does verbally, Bhardwaj does visually. The film is full of highly symbolic gestures. The waist band, which replaces the handkerchief, is a perfect example. When Langda (Iago) gets hold of the waist band, he places it on his forehead. Langda's desire to subvert, and become involved in, the marriage, status and sexual life of Omkara is evoked in this one image, in the same way that Shakespeare uses language to suggest a plethora of similar motives for Iago.

Bhardwaj has added more flesh to Indu (Emilia). She is the well-meaning and capable wife of Langda. She is simple, large-hearted and yet strong. Wise to the ways of the world, she possesses the unfailing rustic common-sense and always ready to lend a shoulder to cry upon. Her sole character flaw is perhaps in not understanding her husband's rage at being superseded and not sensing the scheming monster within. At the end of *Omkara*, the Emilia figure, instead of quietly dying, butchers Langda with a machete and disposes of the body down a well. Her final act is the only departure from the original narrative.

Dolly (Desdemona) is kept rather unaltered, the archetypal self-sacrificing, doomed lady and a symbol of purity, love and innocence. One thing that stands out in the movie is the way she subtly lets Omkara know that her liking for him is no mere infatuation.

*Omkara* relocates *Othello* to India and therefore can be used as an example of the ease of cultural borrowings in the 21<sup>st</sup> century. The major difference in story was that the political backdrop instead of a war provided more relevance for the Indian audience. The power, the black envy, the colour of jealousy – every possible ploy was used to the maximum effect. With its cast of major Bollywood stars, *Omkara* indicates that Shakespeare no longer functions as a colonial text of transculturation or just cultural icon but as a universal resource in global entertainment.

### HAIDER (2014, based on Shakespeare's *Hamlet*)

Seductively dark and refreshingly edgy, *Haider*, like *Hamlet*, evokes sharp reactions. The film itself is nuanced in its portrayal of sensitive topics; however taking sides and drawing conclusions is left to the viewers. *Haider* explores the bowels of madness and depravity, but does so with a shimmering eye for sheer visual tantalization. It's a ravishing film, surging with spurts of dark comedy, brutal violence, yawning periods of inspired restlessness and plucky undertones. Like most of Bhardwaj's works, it is a film strictly for adults, but only for those who seek with a radical, inquisitive mind. It begs oodles of patience from its audience, unwinds as lethargically as a funeral but remains the auteur's most assured work yet.

*Haider* is a very contemporaneous and more than occasionally, smart adaptation of the play. According to some critics, *Hamlet* shows Gertrude to be a much more fascinating and multi-layered character than Hamlet. And *Haider* is really the story of Ghazala. It's about her uncertainties, her doubts about her schizophrenic motivations. Why does she agree to marry Khurram (Claudius) when she knows that Khurram was the proverbial "asteen ka saafip"? Does she recognize the oedipal underpinnings of Haider's relationship with her or is she just a doting mother? Is it the former or the latter that motivates her final act? Ghazala has such depths and mystery that she hijacks the movie, pushing Haider (Hamlet) to the sidelines in his own story. It's her interior drama that draws you in. Where does her loyalty lie? What is she thinking? Will she take up arms against a sea of trouble and, by opposing, change the tale? Gertrude, even though a fascinating character, was not in the know of things as much as Ghazala is and that's what makes Ghazala such a compelling character.

*Haider* is much more along lines of what one would expect a portrayal of Hamlet to be. Hamlet however (much unlike Hamlet), is hardly indecisive – there is no vacillation. There isn't an iota of doubt in his mind about the veracity of Roohdar's claims even though Hamlet questioned the Ghost and its intentions. The absence of King Hamlet as the ghost makes *Haider* structurally weaker. In the play, the supernatural element of Ghost Hamlet backs up Prince Hamlet's turbulent mind. In *Haider*, there is no such supernatural element. Most of the protagonist's actions remain at a superficial level. In the play, in his overt anxiety to embrace the message of the ghost, Hamlet assuages Horatio's wonderment with the analytical assertion: "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy." But there is little scope for Haider making a similar kind of assertion.

Bhardwaj was clearly influenced by Ernest Jones' *Hamlet and Oedipus*. Why does Haider want to kill Khurram – to avenge his father's murder or the fact that he married Ghazala? The reason why Hamlet and Haider took time to kill Claudius or Khurram, according to Freud, is because Khurram had done exactly what he, Haider, had wished to do from childhood. Claudius serves as a flesh and blood expression of his own repressed childhood fantasies, and to kill him would be to murder a part of his own inner self already associated with self-loathing. The scene where Haider is back from college and sees his mother Ghazala laughing with his uncle; the pain in his eyes is simply for the reason that after his father, it was his uncle that she loved. In another scene Ghazala fondly remembers how Haider as a child wished to marry her when he grows up and would not let his father touch her, by sleeping in between his parents. Bhardwaj very aesthetically captures this very complex relationship.

Shakespeare is known for his language, specially his soliloquys. One of his best soliloquys is from Hamlet:

*If I listen to my heart – it's there  
It's not of my mind  
To kill or to die  
To be or not to be*

It is interesting to note how in *Haider*, the essence of the dialogues has not been lost in translation.

*Dil ki agar sunooñ to hai  
Dimâgh ki to hai nahin  
Jaan looñ ki jaan duñ  
Main rahooñ ki main nahin*

*Haider* ends by evoking the bloody end of Hamlet but leaving the heroic figures quite altered. Unlike Hamlet, Haider doesn't avenge his father's death by killing his uncle. Unlike Gertrude, Ghazala doesn't die accidentally, she chooses her death after she comes to know the truth. The final act, so to speak, is the highlight of the film and quite possibly the most macabre song setting in Hindi cinema. To transport the singing grave diggers from Denmark to Kashmir and that too so poetically is a statement on the brilliance of Bhardwaj's screenwriting prowess.

The movie has successfully adapted the play's well-known twists and turns in the backdrop of the armed insurgency in the Kashmir of the 1990s. Critics say Bhardwaj has succeeded in bringing out the raw emotions of Hamlet in the film, while keeping his focus firmly on Kashmir.

That's precisely what makes *Haider* a smashing success – it blends a complex work of literature and the history of a forlorn state effortlessly. But what it has is chutzpah – a word that is frequently mentioned in the film and essentially means 'shameless audacity' – and it's also one that describes perfectly. *Haider* is a great act of chutzpah.

## OTHER ADAPTATIONS: ROMEO AND JULIET

"Love" is a bold subject that has always lacked rules and attracted controversy - especially with the strict structure of our society. Perhaps that is one of the reasons why *Romeo and Juliet* has continuously remained a popular Bollywood adaptation.

An early adaptation took place in the 1980's through *Ek Duuje Ke Liye* (Directed by K. Balachandran, 1981). Starring Kamal Hasan and Rati Agnihotri, this adaptation emphasised the power of love through surpassing language and cultural barriers. When Vasudev (Kamal Hasan), a Tamil man, and Sapna (Rati Agnihotri), a North Indian, fall in love, their families are set against their love - their arguments being their "separate" cultures. The two are separated but are finally united in death through committing suicide together.

The next adaptation was through *Qayamat Se Qayamat Tak* (Directed by Mansoor Khan; 1988) starring Aamir Khan and Juhi Chawla in lead roles. Shakespeare's warring families, the Montagues and the Capulets, are reflected as Thakur Jaswant Singh and Thakur Raghuveer Singh - the enemy Rajputs. When Raj (Aamir Khan) and Rashmi (Juhi Chawla) fall in love, they defy their family hatred and elope with one another. However, they are tracked down and attacked. Rashmi is shot dead. Staying true to Shakespeare's version, Raj kills himself. The lover's corpses are found together, emphasising their togetherness in death.

More recently, adaptations like *Ishaqzaade* (2012, directed by Habib Faisal); *Issaq* (2013, directed by Manish Tiwary); and *Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela* (2013, directed by Sanjay Leela Bhansali) have been seen though none of them come close to recreating Shakespeare's tragic love story.

## CONCLUSION

Shakespearean plays narrate themes and are easy to translate onto any backdrop and language because of the timeless universal appeal inherent in the way the playwright tackled the most complex aspects of life in the simplest manner.

Most importantly, beyond being classic templates of art, they are invariable crowd-pullers.

Says Bhardwaj, "The writings of Shakespeare transcend time and place. They can be recreated in any form." "It has so much drama. Any Shakespearean play can get adapted to the Indian scene. Julius Caesar, Hamlet, The Tempest; they are all interesting stuff."

For Naseeruddin Shah, every cliché in Hindi films seems to have come from William Shakespeare. "The story of families at war, rich boy-poor girl, mistaken identities, misunderstood parents and a girl dressing up as a boy and vice versa - all of which are ingredients of Shakespeare's plays - are common in Hindi films... The roots may look lost but every big story in the Hindi film industry is from

Shakespeare," says Shah who has acted in both *Maqbool* and *Omkara*, apart from performing in almost every Shakespearean play on stage.

It is true that if there was an award for Biggest and Most Frequent Inspiration in Bollywood, William Shakespeare would perhaps be a frontrunner to win it posthumously almost every other year. Vishal Bhardwaj, who is perhaps the most inspired by Shakespeare, has successfully adapted three of his plays into major Bollywood films. Let us hope the Bhardwaj-isation of Shakespearean tragedy doesn't end with his trilogy.

## BIBLIOGRAPHY

1. Aebischer, Pascale, Edward J. Easche, and Nigel Wheale. Eds. "Modernity, Postcoloniality, and Othello: The Case of Saptapadi." *Remaking Shakespeare: Performance Across Media, Genres, and Cultures*. New York: Palgrave Macmillan. Print.
2. Dutta, Souraj. "Shakespeare-wallah: Cultural negotiation of adaptation and appropriation" "Domestic Shakespeare - A study of Indian adaptation of Shakespeare in popular culture". *European Journal of English Language and Literature Studies*, Volume: 2, 2014 .Print.
3. Mathur Sukriti . "The Bard in Bollywood". [theviewspaper.net\\_Web](http://theviewspaper.net_Web).
4. Trivedi, Poonam. "Local Politics and Performative Praxis, Macbeth in India". *World-wide Shakespeares: Local Appropriations in Film and Performance* . Print.
5. Trivedi, Poonam and Dennis Bartholomeusz. Eds. Verma, Rajiva. "Shakespeare in Hindi Cinema.". *India's Shakespeare: Translation, Interpretation, and Performance*. Newark: University of Delaware Press. 2005. Print.

\*\*\*\*\*



## भूमंडलीकरण के माहौल में हिन्दी

लिखित कार्य : मैथिली झा, शालिनी सिंह

निर्देशिका : डॉ. रचना पाण्डेय

भारत का गणतंत्र अपनी सरसठवीं वर्षगांठ मना चुका है। इस दौरान हिन्दी भाषा और साहित्य ने कई यात्राएँ कर ली हैं। हिन्दी के संबंध में तरह-तरह के विचार हमारे सामने उपस्थित होते हैं। कई तरह की धारणाएँ हैं तो अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ भी। एक वर्ग के अनुसार हिन्दी स्वयंपूर्ण, सर्वसमर्थ और सर्वाधिक समृद्ध भाषा है। दूसरे वर्ग के अनुसार हिन्दी अनुवाद और राज-काज की भाषा है। शिक्षा की माध्यम भाषा तक बनने की सामर्थ्य इसकी नहीं। कुछ लोग यह सोचकर परम आश्वस्त हैं कि हिन्दी को बाजार का समर्थन प्राप्त है। अतः हिन्दी के विकास में संकट नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि बाजार की अपनी शर्तें हैं। बाजार के लिए मुनाफा सर्वोपरि है। यह हिन्दी को हथियार बनाकर तब तक आगे करता रहेगा जब तक कि उसके द्वारा लाभ हासिल होता रहेगा। पुनः हिन्दी मूल प्रकृति को बाजार जिस रूप में विकृत कर रहा है यह भी अत्यंत चिंता का विषय है। हमलोग हिंग्लिश दुष्प्रभाव से परिचित हैं जिसने हिन्दी की अस्मिता को समाप्त करने का पूरा प्रयास किया है। भूमंडलीकरण माहौल ने दूरी को मिटाया है। अब दुनिया अपूर्व रूप से छोटी बनती जा रही है। वैज्ञानिक उन्नति, औद्योगिक विकास, संगणक, फैक्स, इंटरनेट और ई-मेल के इस युग ने हमारे सोच-विचार और विकास के सारे मापदंड बदल दिए हैं। "आज पिछड़ा हुआ वह नहीं कि जिसके पास साधन सुविधाएँ तथा ज्ञान के भंडार का अभाव है बल्कि पिछड़ा वह है जिसके पास साधन-सुविधाओं तथा जानकारी के तंत्र तो पर्याप्त हैं किन्तु वह उसका उपयोग नहीं जानता।"

भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण को लेकर भाषा के परिप्रेक्ष्य में भी यही बात है। आज वह भाषा सबसे समृद्ध नहीं कि जिसका इतिहास, साहित्य और संस्कृति समृद्ध है बल्कि वह भाषा सब से समृद्ध है कि जो वर्तमान परिस्थिति में अधिक अनुकूल और उपयोग में लाई जाती है।

हिन्दी के लिए संक्रमण का दौर है, जिसमें भूमंडलीकरण की शक्तियाँ किसी भी ऐसे विचार का विरोध करने या अप्रासंगिक बनाने पर आमादा हैं जो मनुष्य को महज उपभोक्ता बनाने का विरोध करता है।

### भूमंडलीकरण का अर्थ

अंग्रेजी के 'ग्लोबलाइजेशन' (Globalization) शब्द के लिए हिन्दी में भूमंडलीकरण शब्द प्रचलित है। इसके लिए वैश्वीकरण शब्द भी प्रयुक्त होता है, यह शब्द बीसवीं सदी के अंतिम दशक से व्यापक रूप में प्रयोग में आया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जब दुनिया एक ध्रुवीय हो गयी और अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने दुनिया के, खासतौर पर तीसरी दुनिया के बाजार पर कब्जा जमाना शुरू किया तो इसे न्यायसंगत उपाय के लिए भूमंडलीकरण जैसा आकर्षक नाम दिया गया। "यह व्यवस्था सारे संसार को कुछ सशस्त पूंजी

प्रतिष्ठानों, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनके संकेंद्रण के सबसे सबल केंद्र अमेरिका के हितों की रक्षा का माध्यम बनी हुई है, संसार को एक करने की इसकी दृष्टि पूरी तरह एक आयामी है। यह सिर्फ व्यापार के लिए दुनिया को एक करना चाहती है, बाकी सारी बातें आनुषंगिक हैं।" भूमंडलीकरण की इस परिघटना को आकार देने में संचारक्रांति की प्रमुख भूमिका है। मीडिया के सारे साधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में हैं और उन्हीं के लिए हैं। आज स्थिति यह है कि एक भूमंडलीय कार्पोरेट उद्यम ने सारी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ दुनिया का वह हिस्सा है जिसका भूमंडलीकरण हो चुका है और दूसरी तरफ वह, जो इस प्रक्रिया से बाहर रह गया है। भूमंडलीकृत हिस्सा उत्तरोत्तर प्रौद्योगिकीय समाधानों, वित्तीय सट्टेबाजियों, उसके भीतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बैंकिंग, स्थानीय स्तर के भ्रष्टाचार और अपराधीकरण के बीच फल-फूल रहा है। दूसरी ओर बहुसंख्यक आम जनता, जिसके पास क्रय शक्ति का अभाव है और इसी नाते जो बाजार का हिस्सा नहीं बन पा रही है, कूड़े के ढेर की तरह निरर्थक ही नहीं, वातावरण को गंदा करने वाली होने के नाते असह्य होती जा रही है।

भूमंडलीकरण कुछ समस्त लोगों द्वारा सुख सांझा करने का व्यापार है। वृहत्तर दुख सांझा करने की संस्कृति नहीं है। जिन बड़े-बड़े दिग्गजों ने वैश्वीकरण को एक वास्तविकता बना देने का निश्चय स्वप्न देखा था, उनके मन में दूर-दूर तक भी इस व्यापार का मानवीय आधार नहीं था। एक वैश्विक संस्कृति का निर्माण वैश्वीकरण की प्रमुख योजना का हिस्सा है। वैश्विकता या भूमंडलीकरण के सही मानवीय आधार क्या हो सकते हैं इसकी जोरदार ढंग से बात कही सुनाई नहीं देती। एक ही चित्र हमारे सामने है सूचना तंत्र सांझा हो, बाजार में चीजें एक साथ प्रकट हों, कोई भी कहीं जाकर अपनी दुकान खोल ले, कारखाना लगा ले। सारा संसार सांझी मण्डी है। मोटे तौर पर अमीर आदमी का देश के लिए भूमंडलीकरण का यही अर्थ है।

### भूमंडलीकरण का हिन्दी पर दुष्प्रभाव

इसमें संदेह नहीं कि वर्तमान संदर्भ में भूमंडलीकरण का अर्थ व्यापक तौर पर बाजारीकरण है। आज के भाषा संकट को इस रूप में देखा जा रहा है कि भारतीय भाषाओं के समक्ष उच्चरित रूप भर बनकर रह जाने का खतरा अत्यंत गंभीर है। अपने विज्ञापनों से लेकर करोड़पति बनाने वाले अतिशय लोकप्रिय कार्यक्रमों तक में हिन्दी में बोलता भर है, लिखता अंग्रेजी में ही है।

भूमंडलीकरण के आगमन के बाद से सरकारी कार्यालयों में हिन्दी अधिकारी की स्थिति सर्वाधिक अपमानजनक हो चुकी है। उसे केवल हिन्दी पखवाड़े में याद किया जाता है। इसके साथ ही कंप्यूटरीकृत अनुवाद से खानापूर्ति की जाती है। हिन्दी पखवाड़ा मनाया जाए यह आदेश भी अंग्रेजी में निकलता है। "भूमंडलीकृत सदी में तकनीक और मन के पिरामिड का जितना और जैसा इस्तेमाल प्रतिक्रिया वादी और सांप्रदायिक शक्तियों ने किया है, उतना अन्य नहीं। ताकत और आधुनिक तकनीक के दम पर न केवल इतिहास को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा सकता है, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से उसकी मनमाफिक व्याख्या भी की जा सकती है।" 3

समाज की प्रतिरोधी शक्तियाँ इस हद तक स्वार्थ और स्वसुरक्षा तक सीमित हो गई हैं कि किसी भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का नारा गुजरे जमाने की चीज लगने लगी है। आत्मकेंद्रित समाज आत्म को बचाने के लिए नहीं बोलता है। अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध जब लोग नहीं बोलते हैं, तो एक दिन उनके लिए बोलने वाला

कोई नहीं बचता और अंत में न समाज बचता है और न आत्म।

“भूमंडलीकरण के प्रभाव से समाज के बदलते इस स्वरूप को हिन्दी के वरिष्ठ कवियों ने गहराई से महसूस किया है मशहूर कवि विष्णु खरे अपनी कविता 'फरोख्त' में कहते हैं -

“तकलीफों की तफसीलें

जब तक कार्रवाई में नहीं बदलती

तब तक वे किसी सुखद रूग्ण दर्द की तरह हैं

जैसे दाँतों से खाने के रेशे निकालने की पीड़ा

जिसके साथ निकला खून किसी खतरे का संकेत नहीं

शरीर को ऐसे सुहावने कष्टों का व्यसन हो जाता है।”

बाजारवादी व्यवस्था ने आम आदमी को जहाँ भुखमरी और कुपोषण के कगार पर ला खड़ा किया वहाँ सांप्रदायिक शक्तियों ने सबसे ज्यादा कहर इन्हीं मजलूमों के साथ किया।

भूमंडलीकरण का हिन्दी भाषा पर पड़े प्रभाव का हम आकलन करें तो सहज ही देखेंगे कि साहित्य, समाज और संस्कृति का स्थान गौण होता जा रहा है। हिन्दी के प्रयोग में श्रद्धा और निष्ठा का अभाव बढ़ता जा रहा है। स्नेह और सौंदर्य हिन्दी से लोप होता जा रहा है। भावात्मक संबंध और अपनापन का स्थान व्यवसायिक संबंधों ने ले लिया है। हिन्दी का प्रयोग केवल काम निपटाने तक कई क्षेत्रों में रह गया है।

हिन्दी संपर्क भाषा मात्र रह गई है शिक्षा का माध्यम नहीं बन पाई है। मीडिया हिन्दी का प्रयोग केवल उत्पाद प्रचार और प्रसार के लिए करता है, हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए नहीं।

### भूमंडलीकरण का हिन्दी पर सकारात्मक प्रभाव

बाजारवाद के सहारे 21वीं सदी भाषा वैश्विक फलक पर अपनी जगह तलाश रही है। भूमंडलीकरण का यह प्रभाव और प्रोडक्ट / ब्रान्ड बनकर हिन्दी अपने नए तेवर के साथ आगे बढ़ती जा रही है। वास्तव में यह दौर हिन्दी मीडिया को मार्केट फ्रेंडली बनाने का है। टी.वी. चैनलों और एस.एम.एस. भाषा से हिन्दी का कैनवास बढ़ रहा है। भारत के बाद हिन्दी को एक बार फिर नयी चाल में ढालने की कोशिश हो रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक हिन्दी दुनिया में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा थी परंतु आज स्थिति यह है कि वह दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है तथा यदि हिन्दी जानने-समझने वाले हिन्दी-ततरभाषी, देशी-विदेशी हिन्दी भाषा प्रयोक्ताओं को भी इसके साथ जोड़ लिया जाए तो हो सकता है कि हिन्दी दुनिया की प्रथम सर्वाधिक व्यवहृत भाषा सिद्ध हो। हिन्दी के इस वैश्विक विस्तार का बड़ा श्रेय भूमंडलीकरण के विस्तार को जाता है। संचार माध्यमों ने हिन्दी के विविधतापूर्ण सर्वज्ञमय नए रूप का विकास किया है उसने भाषाविद् समाज के साथ-साथ भाषावंचित समाज के सदस्यों को भी वैश्विक संदर्भों से जोड़ने का काम किया है।

बाजारवादी, हिन्दी पर यह आरोप हमेशा लगाते हैं कि हिन्दी में रोजगार का अभाव है। परंतु ऐसा है नहीं। हिन्दी बाजार से जुड़ने लगी है। रोजगार के क्षेत्र में हिन्दी का बड़ा बाजार स्थापित हो चुका है। तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी के बढ़ते हुए दखल को एक नयी परंपरा का सूत्रपात माना जा सकता है। भारत की सर्वाधिक प्रचलित जनभाषा

अपनी आंतरिक ऊर्जा के बल पर अब दुनिया की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाने लगी है। हिन्दी की फिल्मों, टेलीविजन के चैनलों, आज भारत में सर्वाधिक प्रसार वाले अखबारों में हिन्दी का अखबार सबसे आगे है। हिन्दी में रोजगार की संभावना पर यह लेखाचित्र प्रकाश डाल सकता है -



भारत में रहने वाले लगभग सभी लोग हिन्दी समझते और बोलते हैं। अपने उत्पादों का प्रचार करने के लिए विदेशी कंपनियों ने जहाँ आज प्रसार सामग्री हिन्दी में छपवाई है वहीं आज टीवी के सभी चैनलों पर हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। विज्ञापनों की भाषा और प्रमोशन वीडियो की भाषा के रूप में सामने आने वाली हिन्दी शुद्धतावादियों को भले ही न पच रही हो, युवा वर्ग ने देश भर में अपने सक्रिय भाषा के रूप में शामिल कर लिया है। इसे हिन्दी के संदर्भ में संचार माध्यम की बड़ी देन कहा जा सकता है। 21वीं सदी में मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही प्रकार के जनसंचार माध्यम नए विकास के आयामों को छू रहे हैं जिसके फलस्वरूप हिन्दी भाषा भी नई-नई चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति का अर्जन कर रही है।

### निष्कर्ष

हिन्दी जनसंपर्क की भाषा के रूप में जरूर अपनाई जा रही है और अपनाई जाती रहेगी किंतु वैज्ञानिक आविष्कार की भाषा के रूप में वह उपेक्षित है और भूमंडलीकरण के माहौल से अधिक उपेक्षित रहेगी। भूमंडलीकरण का प्रधान प्रभाव दुनिया को उपभोक्तावादी बाजार संस्कृति में बदलना है। भूमंडलीकृत युग में जिस अनुपात में सत्ता की

अमानुषिकता बढ़ी है, साम्राज्यवादी शक्तियों ने मानव-मस्तिष्क को अनुकूलित करना शुरू किया है तब से अन्तर्गत के विरुद्ध संघर्ष करने वाली जनचेतना की धार कुंद होने लगी है। लेकिन हिन्दी भाषा इन दुरभिसंधियों को अन्तर्गत करती हुई एक प्रहरी की तरह इस आत्मकेंद्रित होते हुए समय में भी जन सरोकारों के साथ मजबूती से खड़ी है। हिन्दी में जब तक मूल विचार और सिद्धांत विकसित होंगे, उसका सृजनात्मक उपयोग होगा तब तक उसका उत्कर्ष होगा। परंतु केवल मीडिया के कारण हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल है भूमंडलीकरण का माहौल हिन्दी के विकास के लिए वफादार है यह समझना अपने आपको फुसलाना होगा।

#### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. मीडिया कालीन हिन्दी : स्वरूप एवं संभावनाएँ, अर्जुन चव्हाण, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2005, पृष्ठ-37
2. हिन्दी आलोचना की परिभाषिक शब्दावली, डॉ. अमरनाथ, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2009, पृष्ठ-372
3. आलोचना, सहस्रत्रयी अंक 52, पृष्ठ - 83
4. वही, पृष्ठ - 84

#### साधन

पुस्तकालय

संगणक

इंटरनेट

पत्र, पत्रिकाएँ

\*\*\*\*\*

## 'POSITION OF WOMEN IN ANCIENT & MEDIEVAL INDIA'

(History Honours 2nd Year)

### INTRODUCTION

The status of women in India has been subject to many great changes over the past few millennia. From equal status with men in ancient times through the low points of the medieval period, to the promotion of equal rights by the reformers, the history of women in India has been eventful. The position of women in ancient India has been a very complicated one because of the paradoxical statements in different religion scriptures. Some have described their status as equal to men, while others have held them not only in disrespect but even in positive antipathy. This is why sociologists while evaluating women's status in India have encountered many problems. In the following paragraphs we will survey, in brief, the position of women in India from the Rig-Vedic period till the medieval times.

Nineteenth century socio-religious reformers and nationalist historians of the early 20th century often presented the Vedic Age as the Golden Age for women. They pointed out that Vedic people worshipped goddesses. The Rig-Veda contains hymns composed by women. There are references to women sages. Women participated in rituals along with their husbands, They took part in chariot races and attended the Sabha and various social gatherings.

Recent scholarship has shifted the focus from discussing women in isolation to an analysis of gender relations. Gender refers to the culturally defined roles associated with men and women. Earlier historians tended to focus on the public political domain relegating the family, household and gender relations to the private, domestic domain.

The experience of women belonging to different groups in society varied. Women have to be understood in relation to men and their relationships are embedded in wider social, economic and political contexts.

In the older writings, a great part of the discussion about women of the Vedic age focused on elite women, ignoring the less privileged members of this sex. Although the Rig-Veda mentions goddesses, none of them are as important as the major gods. The social implications of the worship of female deities are complex. While such worship mark the ability of a community to visualize the decline in feminine form, it does not automatically mean that real women enjoyed power or privilege. The proportion of hymns attributed to women in the Rig Veda is miniscule as is the number of women sages.

The Rig Vedic society was patriarchal. The foundation of the society was that of family. Families were ruled by the male members. The Rig Vedic families being patrilineal, birth of a male child was always desired. Female child had no right to perform the funeral rites of the father. When a female child was born she was the queen of the house, looking over the husband, children and aged father-in-law and the household servants.

The epic Ramayana tells us that wife should obey and if not she will suffer. Another story of a suffering and obedient wife is that of Gandhari in the Mahabharata. She is a queen who chose a blind man as her partner. She suffered and sacrificed her life for the sake of her husband.

The second role model is Draupadi in the epic Mahabharata. She was the wife of five princes. She kept silent and obeyed her husbands even when she was gambled away by one of her husbands.

Marriage between members of the same caste was preferred, intermarriage between different castes was prevalent. A remarkable exception to this was the custom of marrying the maternal uncle's daughter which was prevalent among the southerners. The eight forms of marriage mentioned in the Dharma Sutras and are repeated by Manu. They are:-

- Brahma, where father gives his daughter, decked with ornaments and jewels, to a learned Brahmin of good conduct.
- Daiva, where the father gives his daughter, decked with ornaments, to a priest who duly officiates at a sacrifice, during the course of its performance.
- Arsha, where the father gives his daughter after receiving from the bridegroom a cow and a bull.
- Prajaptya, where the father gives his daughter after addressing the couple.
- Asura, where a bridegroom receives a maiden.
- Rakshasa or the forcible abduction of a maiden.
- Gandharva or the voluntary union of a maiden and her lover.
- Paisacha, where a man by stealth seduces a girl who is sleeping.

Though women were mere subordinate to men in society, yet, their position was no less significant. Women in Gupta society were idealized in literature. Though from epigraphic records of the Gupta period we do not get much information regarding the position of women, some information is available from the contemporary literature. The laws about women under the Guptas clearly show that their position in society had been considerably raised.

Education and learning constituted a significant aspect of Gupta society. Education during the Gupta period was provided by the Brahmanical agrahara monasteries. As regarding female education, girls had opportunities for acquiring proficiency in general learning. In Vatsyayana's Kama sutra, princesses and daughters of nobles are mentioned as women whose intellect is sharpened by knowledge of Shastras. In particular, Vatsyayana gives us a long list of 64 subsidiary branches of knowledge (Angavidya) which should be learnt by women. Widows led a simple and ascetic life.

In respect of the partition of the ancestral property or the property of the father among his children, the women received a good treatment as compared with the Hindu practice, for unlike among the Hindu, in the Muslim community, half of the share due to the brother went to his sister. In the case of the marriage, however, the inferior position of the girl was quite obvious. She was made to feel her social disability. The very birth of the female child depressed the spirits of the anxious parents who declared that an unwanted guest got an entry into their family. Of course, as a child the girl received all the affection and care of the parents.

Ibn Batuta, the Moorish traveller, says that the Samirah community was endogamous. So were the Afghans. The proposed marriages between Sikandar and Ismail Jalwani's daughter and also between Mobarak Khan Sur and Allahabad Khan's daughter were not approved by the parents of the daughters because they thought their families to be noble and aristocratic and so superior to the families to which the bridegrooms belonged.

Young married women were expected to be pure and chaste to earn a good name to remain indoors and to be good companions of their husbands. It was believed that they could preserve their chastity and morality and earn reputation as good wives by confining themselves to the four walls of their hearth and home. The married woman was advised to be modest in her behavior and simple in her life. The social ethics forbade her to show off herself in society.

Sultan Raziah was such a masterful personality that she could seize the throne by overthrowing Rukn-ud-din Firuz with the consent of the people, Sultan Kaiqubad came under the influence of the wife of Malik Nazism-ud-din, and she managed to bring the Sultan's harem under her control. The Afghan ladies, like their Rajput counterparts, distinguished themselves in the defense of their lands.

Muhammad, the Prophet, did not look upon women as equal to men. Although he raised their legal status by clothing her with legal rights, yet she was not equal to man even in legal status. The Caliph, Abu Bakr and Ali also held similar views. When women in Arabia were enjoying a greater degree of freedom and influence in society and politics, the Muslim women in India were to be content with a lower status. The system of polygamy lowered the position of the women. The Muslims carefully guarded their women folk. The men did not like their wives seeing their own brothers and

fathers except in their own presence. As noted already, polygamy affected adversely the status of the Muslim women.

The plight of the widow in Medieval India was miserable to the extreme. Whether in the north or in the south, she was subjected by the custom to various taboos and social disabilities. What an honourable position she enjoyed was mostly as a wife of some man. She got her social status because of her husband. So her husband was the only prop of her marriage life and if their wedlock was a monogamous one, her position that was certainly far better. Her position deteriorated with polygamy. She lost her standing in the society completely if she lost her husband. Widowhood was a curse to the Medieval India women, a calamity that squeezed out of her all her happiness, all her honour, all her hopes, leaving her half dead condemned to a life of drudgery, humiliation and helplessness.

Some attempts were made by the Rajput kings to improve the lot of such widows. According to the Ekalinga Prashasti, Maharana Raimal forbade the confiscation of the property of a widow. Maharana of Jaipur ordered in 1711 that a monthly allowance of eight rupees be paid to Lal Behari, a widow in Hindaon. In Kotah and Jodhpur some widows were in receipt of regular aid from the government. Raja Jai Singh 2 made an unsuccessful attempt to introduce widow remarriage in his kingdom. The Ajitodaya and Abhayavilasa speak of concubines who immolated themselves on the funeral pyre of their beloved prince Ajit Singh of Marwar. Although it is argued that the institution of prostitution was a necessity that saved the honour and prestige of the wives, daughters and mothers in the society and gave relief to the members of the martial class and to the men having an unhappy family life, yet it seriously undermined the social position of the prostitutes themselves. Women were subjected to many social and legal disabilities. She had no separate proprietary rights, no right to examine legal documents, no right to act as witness, except in certain cases. In religious matters she however had equal rights with men. In the Hoysala times women did services in the royal palace. There were broadly speaking three classes of women in Vijaynagar, the family women, public women and the prostitutes. The ladies of the aristocratic class were generally confined to the Zenana or harem and did not take part in public functions.

The second type of women included the courtesans who could be again classed under two categories, viz, (1) those that were attached to the temples, and (2) those that lived by themselves. The class of the courtesans in Vijaynagara enjoyed an honourable position in the society. Queen often accompanied the kings in their military campaigns. Similarly Honnayi, wife of Bukka I, a learned authoress of the celebrated Madhuravijayyam or Virakamapanarachariyam. Similarly Honnayi, was known for her wisdom and scholarship. The polygamist nature of the family life was against the position of the women. The princes and the people, especially the aristocratic class were in the habit of marrying more than one wife.

Women, as depicted in the Vedas have been much romanticised, but a realistic view suggests varied conditions, especially when the norms of the clan gave way to norms of the caste. In the older writings, a great part of the discussion about women of the Vedic age focused on elite women, ignoring the less privileged women.

Buddhism offered women some respect which they could not get in the Brahmanical society. Two important features of early Buddhism were the assertion that the highest goal-nibbana was possible for women, and the creation of a bhikkhuni sangha. On the other hand, Buddhist texts reflect stereotyped ideals of the submissive and obedient woman, whose life was supposed to revolve around her husband and sons. Buddhist texts contain several references to learned nuns.

Girls of high families and those living at the royal courts were usually trained in the arts of singing, dancing etc. Amarakosa, a work of the Gupta age, refers to words meaning female teachers (upadhyaya and upadhyayi) as well as female instructors of Vedic mantras (acharya). These are some instances of women taking part in government and administrative functions. Prabhavati Gupta, the daughter of Chandragupta the second, administered the Vakataka government after the death of her husband.

Under the Delhi Sultanate, there was little change in the position of women in the Hindu society. The old rules of early marriage for girls, and the wife's obligation for service and devotion to the husband, continued. During this period, the practice of purdah became widespread among the upper class women. The practice of guarding women from the vulgar gaze was practiced among the upper class Hindus and was also in vogue in the ancient Iran and Greece. The Arabs and the Turks adopted this custom and brought it to India with them. This practice became widespread in north India. The growth of the purdah has been attributed to the fear of the violence, women were liable to be treated as prizes of war.

Indian women's position in society further deteriorated during the medieval period, when child marriages and a ban on remarriage by widows became part of social life in some communities in India. The Muslim conquest of the Indian subcontinent brought purdah to the Indian society. The bhakti movement tried to restore women's status and questioned certain forms of oppression. Mirabai, a female saint-poet, was one of the most important Bhakti movement figures. Immediately following the Bhakti movements, Guru Nanak the first Guru of Sikhs, preached equality between men and women.

The position of women has been a subject of considerable interest in recent decades. In all societies, particularly in the west, there has been a rethinking of the position accorded to women in various spheres of activity. This has resulted in a significant change in the role played by women in social, economic and even political life. This reappraisal has also touched on the question of the position accorded to women in the main religious traditions of the world.

# PROJECT REPORT ON MAJORITY VOTING BOX USING

Submitted by : Monidipa Pramanik, Ankita Dey, Sayani chakraborty, Alishifa Rizwan, Nikita Bahety (Mathematics Honours 1st Year)

## INTRODUCTION

Technological growth in electronics is very fast, in last some years. electronics circuit use vacuum tube component, discrete component, like diode, transistor, hence now have is other, that is digital system, and in digital equipments presentation of information or data represent exponential numbers formation in the form of is digital. A logic gate is an idealized or physical device implementing a Boolean function, that is, it performs a logical operation on one or more logic inputs and produces a single logic output. Depending on the context, the term may refer to an ideal logic gate, which has for instance zero rise time and unlimited fan-out, or it may refer to a non-ideal physical device. Logic gates are primarily implemented electronically using diodes or transistors, but can also be constructed using electromagnetic relays (relay logic), fluidic logic, pneumatic logic, optics, molecular electronics, or even mechanical elements. With amplification, logic gates can be cascaded in the same way that Boolean functions can be composed, allowing the construction of a physical model of all of the algorithms and mathematics that can be described with Boolean

## BACKGROUND

The simplest form of electronic logic is diode logic. This allows AND and OR gates to be built without inverters, and so is an incomplete form of logic. Further, without some kind of amplification, it is not possible to have such basic logic operations cascaded as required for more complex functions. To build a functionally complete logic system, relays, valves (vacuum tubes), or transistors can be used. The simplest family of logic gates using bipolar transistors is called resistor-transistor logic (RTL). Unlike diode logic gates, RTL gates can be cascaded indefinitely to produce complex logic functions. These gates were used in early integrated circuits. For higher speed, resistors used in RTL were replaced by diodes, leading to diode-transistor logic (DTL). Transistor-transistor logic (TTL) then supplanted DTL with the observation that one transistor could do the work of two diodes even more quickly, using only half the space. In virtually every type of contemporary chip implementation of digital systems, the bipolar transistors have been replaced by complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) logic. For small-scale logic, designers use prefabricated logic gates from families of devices such as the TTL 7400 series by

instruments and the CMOS 4000 series by RCA, and their more recent descendants. Increasingly, these fixed-function logic gates are being replaced by programmable logic devices, which allow designers to pack a large number of mixed logic gates into a single integrated circuit. The field-programmable nature of programmable logic devices such as FPGAs has removed the 'hard' property of hardware; it is now possible to change the logic design of a hardware system by reprogramming some of its components, thus allowing the features or function of a hardware implementation of a logic system to be changed. Electronic logic gates differ significantly from their relay-and-switch equivalents. They are much faster, consume much less power, and are much smaller (all by a factor of a million or more in most cases). Also, there is a fundamental structural difference. The switch circuit creates a continuous metallic path for current to flow (in either direction) between its input and output. The semiconductor logic gate, on the other hand, acts as a high-gain voltage amplifier, which sinks a tiny current at its input and produces a low-impedance voltage at its output. It is not possible for current to flow between the output and the input of a semiconductor logic gate. Another important advantage of standardized integrated circuit logic families, such as the 7400 and 4000 families, is that they can be cascaded. This means that the output of one gate can be wired to the inputs of one or several other gates, and so on. Systems with varying degrees of complexity can be built without great concern of the designer for the internal workings of the gates, provided the limitations of each integrated circuit are considered. The output of one gate can only drive a finite number of inputs to other gates, a number called the 'fan-out limit'. Also, there is always a delay, called the 'propagation delay', from a change in input of a gate to the corresponding change in its output. When gates are cascaded, the total propagation delay is approximately the sum of the individual delays, an effect which can become a problem in high-speed circuits. Additional delay can be caused when a large number of inputs are connected to an output, due to the distributed capacitance of all the inputs and wiring and the finite amount of current that each output can provide.

## HISTORY AND DEVELOPMENT

In a 1886 letter, Charles Sanders Peirce described how logical operations could be carried out using electrical switching circuits. Starting in 1898, Nikola Tesla filed for patents of devices containing logic gate circuits (see List of Tesla patents). Eventually, vacuum tubes replaced relays for logic operations. Lee De Forest's modification, in 1907, of the Fleming valve can be used as AND logic gate. Ludwig Wittgenstein introduced a version of the 16-row truth table, which is shown above, as proposition 5.101 of *Tractatus Logico-Philosophicus* (1921). Claude E. Shannon introduced the use of Boolean algebra in the analysis and design of switching circuits in 1937. Walther Bothe, inventor of the coincidence circuit, got part of the 1954 Nobel Prize in physics, for the first modern electronic logic gate in 1924. Active research is taking place in molecular logic gates.

### BASIC LOGIC GATE & THEIR TRUTH

The Basic Logic gates are AND, OR & NOT Gate. Truth table & logical functions are as follows.

Table :1

Type	Boolean algebra between A & B	Truth Table																		
AND	$A \cdot B$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INPUT</th> <th>OUTPUT</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A AND B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	INPUT		OUTPUT	A	B	A AND B	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
INPUT		OUTPUT																		
A	B	A AND B																		
0	0	0																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	1																		
OR	$A + B$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INPUT</th> <th>OUTPUT</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A AND B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	INPUT		OUTPUT	A	B	A AND B	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
INPUT		OUTPUT																		
A	B	A AND B																		
0	0	0																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	1																		
NOT	$A'$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INPUT</th> <th>OUTPUT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>NOT A</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	INPUT	OUTPUT		NOT A	0	1	1	0										
INPUT	OUTPUT																			
	NOT A																			
0	1																			
1	0																			

### UNIVERSAL LOGIC GATE:

Charles Sanders Peirce (winter of 1880–81) showed that NOR gates alone (or alternatively AND gates alone) can be used to reproduce the functions of all the other logic gates, but his work was unpublished until 1933.<sup>[4]</sup> The first published proof was by Henry M. Shaffer in 1913, so the AND logical operation is sometimes called Sheffer stroke; the logical NOR is sometimes called Peirce's arrow. Consequently, these gates are sometimes called *universal logic gates*. The truth table & logical expression is as follows.

Table :2

NAND	$(AB)' = A'+B'$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INPUT</th> <th>OUTPUT</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A AND B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	INPUT		OUTPUT	A	B	A AND B	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
INPUT		OUTPUT																		
A	B	A AND B																		
0	0	1																		
0	1	1																		
1	0	1																		
1	1	0																		

Table :3

Truth table for NOR gate

NOR	$(A+B)' = A' \cdot B'$	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">INPUT</th> <th>OUTPUT</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>A AND B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	INPUT		OUTPUT	A	B	A AND B	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
INPUT		OUTPUT																		
A	B	A AND B																		
0	0	1																		
0	1	0																		
1	0	0																		
1	1	0																		

### OVERVIEW OF THE PROBLEM

Our problem is to design and build a majority 3 vote circuit that will output a logical "1" if three of the four inputs are "1" or if all four inputs are "1".

### FORMULATION OF THE PROBLEM

The circuit will use two 74LS10 IC (a 3 i/p NAND gate IC). By using only universal gate & Boolean expression we gate the simplified circuit. To design a combinational logic circuit, first construct a truth table that has one column for each input variable, and a row for each possible combination of the input variables. On the right side of the truth table, add one column for each output variable. In this lab, there are four input variables that correspond to each of the four votes, and one output variable.

A	B	C	D	X
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

The Table is logical 1 in five places:  
 $\rightarrow \bar{A} B C D$   
 $\rightarrow A \bar{B} C D$   
 $\rightarrow A B \bar{C} D$   
 $\rightarrow A B C \bar{D}$   
 $\rightarrow A B C D$

Each row that has three or more 1's indicate a majority of three votes. The resulting circuit will output a "1" whenever any of these states that have three or more logical "1" votes are present. The resulting equation follows below:

$$\bar{A} B C D + A \bar{B} C D + A B \bar{C} D + A B C \bar{D} + A B C D$$

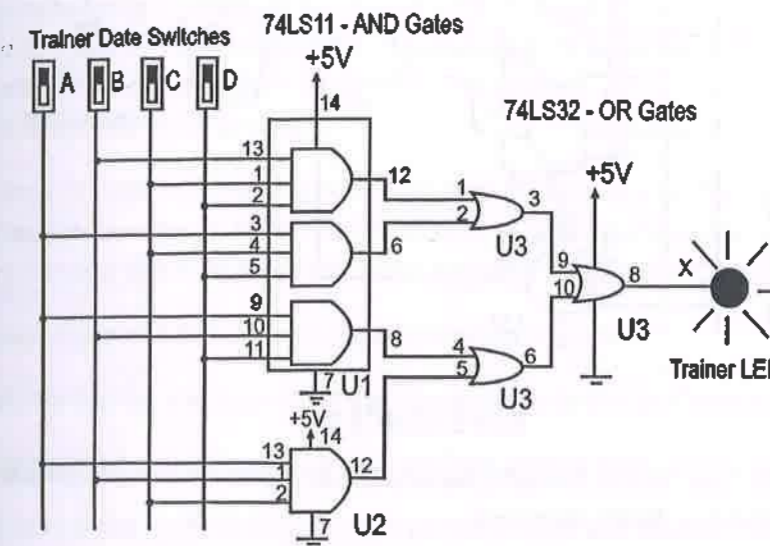
The simplest form has four terms of three variables each:

$$A B C + A B D + A C D + B C D = X$$

The schematic of a logic design that realizes this Boolean Algebra combinational logic equation is shown below:

### Simplified Majority 3 Voter Circuit

$$B C D + A B D + A B C + A C D = X$$



If the output lines from the AND gates above were inverted, and the inputs to the OR gates above were also inverted, the circuit would not change as far as what the logic would do. If a signal is inverted twice, the result is no change to the signal. There is a change to the logic. An AND gate with an inverter on its output becomes a NAND gate, while an OR gate with the inputs inverted is also a NAND gate. This makes it possible to build the same circuit from all NAND gates and have it work exactly the same way as the AND-OR version. The all NAND gate realization of the circuit is shown below:

### CONCLUSION

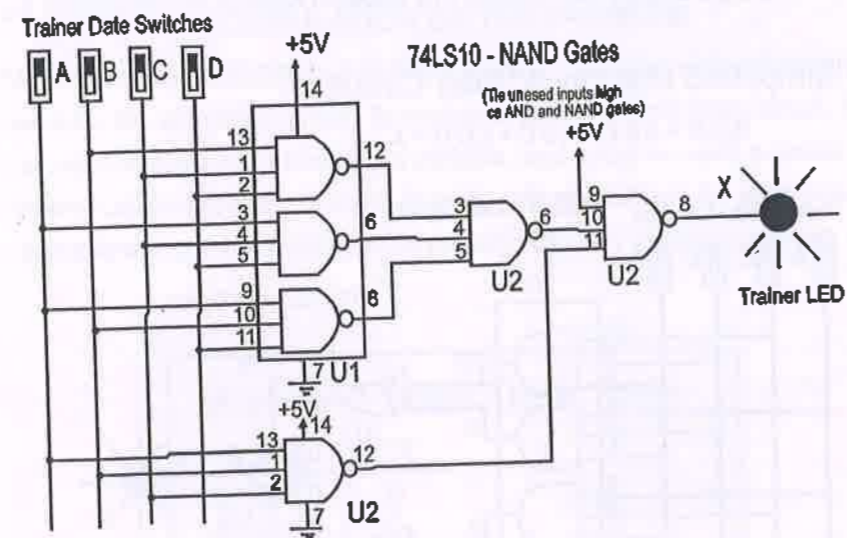
- Learned following topics from the above experimental model
- How to use the trainer to build and test circuits.
- How combinations of AND, OR, and INVERT gates can be used to solve a real problem.
- NAND gates can be used to substitute for AND-OR gates in logic circuits.
- With the help of these we can check a logic relation. Here we get High output when maximum number of i/ps are high elsewhere we get 0, output. Which helps us to make decision from enormous no of inputs.



## Simplified Majority 3 Voter Circuit

Using all NAND Gates

$$BCD + ABD + ABC + ACD = X$$



### REFERENCES

- Awschalom, D., D. Loss, and N. Samarth, *Semiconductor Spintronics and Quantum Computation* (2002), Springer-Verlag, Berlin, Germany.
- Bostock, Geoff, *Programmable Logic Devices. Technology and Applications* (1988), McGraw-Hill, New York, NY.
- Brown, Stephen D. et al., *Field-Programmable Gate Arrays* (1992), Kluwer Academic Publishers, Boston, MA.

### EXTERNAL LINK

- Digital Logic Simulator v0.4 - Brad-Ware Studios' free program that supports real-time edit a simulation, as well as abstracting. Include entire scenes that you have created, as a single ch (http://bradwarestudios.com/downloads/fun/Digital\_Logic\_Simulator)
- Using Logic Gates (http://knoi.google.com/k/max-iskram/digital-electronic-design-for-beginners/1f4zs8p9zgg0e/23)
- Online logic gate simulator (http://www.neuroproductions.be/logic-lab/index.php?id=52)
- Java applet of NOT gate (http://www.phy.hk/wiki/englishhtm/NotGate.htm)

## WOMEN EMPOWERMENT... A MYTH OR REALITY?

A Paper jointly presented by : Mahasweta Chakraborty, Srijoni Ghosh  
(Philosophy, 3rd Year)

### INTRODUCTION:

#### What is Women Empowerment?

Women Empowerment refers to an environment in which women can have the power and independence to make all her decisions and be self-reliant for benefiting herself and the society. It refers to equality of women in all fields, viz. social, economical, political and legal so that they can have equal opportunities in the society.

According to the UN Women, empowerment of women is necessary so that they can participate in all sectors of society in order to build a strong economy of the world and to achieve international goals. This would bring about development in the quality of life of women in today's world.

Women Empowerment can take place if concentrated on the following:-

1. She should live her life with a sense of self-respect, dignity and self-reliance.
2. She should have the right to make her own choices, both at work and home.
3. She must have equal rights to participate in social, political and religious activities.
4. She should have equal social status.
5. She must have the right to take her own financial choices.
6. She must get the right to education and employment opportunities.
7. She must get a secure social, working and personal environment.

Now, although Women Empowerment is an international issue, this discussion will be revolving around Indian context.

### OBJECTIVE:

This project has been undertaken in order to fulfill the following objectives:

- To develop a clear understanding about the position of women in India through ages.

2. To obtain a general idea regarding the position of modern women.
3. To develop an insight as to how, along with legal and social support, women can secure such environment conducive to their empowerment.

#### METHODOLOGY:

To carry out the project, following methods have been adopted:

1. Literature survey method.
2. On-line survey and analysis method.

#### DISCUSSION:

##### Section-I

#### POSITION OF INDIAN WOMEN THROUGH AGES:

##### I. Women in Ancient India

● **Women in the Vedic and Post Vedic Periods:** It is believed that the Indian tradition begins with the Vedas. In history, the vast period of 3000B.C to 600B.C. is supposed to be the Vedic Period. Nevertheless, on the basis of broad generalization, the following general observations can be made.

a) **Freedom:** Researchers explored that women used to enjoy equal status with men in this period. They never observed 'purdah' during this age. They enjoyed freedom in the sphere of education, marriage, economic production, religious activities, etc. They were even free to choose their marriage. Widow re-marriage was also permissible.

b) **Equal educational opportunities:** The preference for male children was not uncommon. Daughters were never ill-treated. They used to receive education and had to go through the 'Brahmacharya' discipline. Even the ritual of 'Upanayana' of girl child was present till the Vedic period.

c) **Economic Production and Occupational Freedom:** For Vedic women, home was the place for production. Women used to spin and weave. They also helped their husband in agricultural work. There were even women who were engaged in teaching.

d) **Property Rights and Inheritance:** In property matters, the situation was not that bright. A daughter was excluded from her share in her father's property. However, an unmarried daughter used to get the 1/4<sup>th</sup> share of patrimony owned by her brothers. Though women had right to Stridhan,

unmarried daughters could inherit it. A wife had no direct claim over her husband's property. Though a forsaken wife was entitled to 1/3<sup>rd</sup> of her husband property, a widow was denied any such right.

e) **Role in the religious Field:** Religious ceremonies were performed jointly by husband and wife in the Vedic age. There was active participation of women in religious discourse. They were even allowed to perform sacrifices by themselves in the absence of their husbands.

The honourable position of women in ancient age was depicted in the following quote:

"Hindu women held an honourable place. They inherited and possessed property; they took share in sacrifices and religious duties; they attended great assemblies and state occasions; they also distinguished themselves in science and learning at their times. ... Considered as intellectual companions of their husbands, as friends and loving helpers in the journey of life of their partners."

● **Women during the Period of Dharmashastras and Puranas:** The position of women went through a drastic change during this phase.

a) Changes in the **social field** included the beginning of pre-puberty marriages, the prohibition on widow remarriage, complete denial of education to women, the increasing prevalence of customs like sati, purdah and the practice of polygamy. The husband was elevated to the status of god for a woman.

b) The **economic field** saw the rights of owning property being denied to women, thus depriving her of any share in her husband's property.

c) Discrimination against women was also manifested in the **field of religion**, as they were barred from offering prayers and sacrifices, practicing penance and undertaking pilgrimages.

● **Women in Buddhist Period:** Buddhist period saw an elevated status of women. Buddhism didn't consider women to be unequal to men. They were considered to be equally important in the society. According to Buddhism, women had multiple roles to play- as a wife, as a mother and a chief member of the family who runs it successfully. The husband was supposed to consider the wife as a companion and a partner. A wife was expected to be acquainted with knowledge of trade and industries, in order to look after it in absence of husband.

Buddhism also emphasized education of women and their religious freedom. Marriage was not regarded as indispensable as Buddhism didn't consider women to be unequal to men. They were considered to be equally important in the society. According to Buddhism, women had multiple roles to play- as a wife, as a mother and a chief member of the family who runs it successfully. The husband was supposed to consider the wife as a companion and a partner. A wife was expected to be acquainted with knowledge of trade and industries, in order to look after it in absence of husband.

Buddhism also emphasized education of women and their religious freedom. Marriage was considered to be an inevitable consequence for a woman. Women were allowed to pursue academic career if they so desired. They could even become 'sanyasis'. Women had their own Sangha which used to follow the same rules and regulations as those of the monks. The 'sanyasis' used to perform many cultural activities and social service through these Sangha.

Though women regained their lost status during this age, the political and economic status remained unchanged.

## II. Women in Medieval India

The Medieval period, 500A.D to 1500A.D., witnessed a severe downfall regarding the status of women. The Muslim invasion and the Brahmanical rigid restrictions changed the entire direction of women liberation. Women during this period had to suffer due to the following ill practices:

- The practice of child marriage had become almost inescapable.
- Widow re-marriage was strictly prohibited. The child widows were not only denied education, public life, but were forced to shave their head and forsake all kinds of beautification.
- The widespread practice of Sati or the practice of jumping into the funeral pyre of a woman's husband, was found during this age. This practice was prevalent even after the Muslim rule.
- After the Muslim invasion Hindu women were forced to cover themselves behind the purdah.
- The system of Devdasi and basavis, which encourage women to serve God, turned into a social evil during this age, as these women were compelled to become prostitutes.

● **Position of Muslim Women:** There used to be severe restrictions on the movements and activities of Muslim women. Purdah was compulsory for them. They were denied educational opportunities, participation in public life, any kind of active participation in cultural and religious activities. However, women belonging to very high society could enjoy some freedom within restricted territories. Furthermore, Muslim men were entitled to marry four women and divorce any by giving her 'talaq'. Though they had some right to property, even there, restrictions were imposed upon them.

## III. Women in Modern India

● **Indian Women during British Rule:** The 18-th and 19-th centuries and the 1-st half of 20-th century India was ruled by the British. During this period the social and economic structure of Indian society had undergone a huge transformation. Monumental progress was achieved in the fields of education, employment and social rights. Social evils like child marriage, sati system, devdasi system, purdah system, prohibition on widow remarriage, were either removed or controlled by enforcement of law.

● **Status of Women in Independent India:** Since independence, the status of women in India has changed radically. Women have started to enjoy equal opportunities in education, employment and political participation. Several commissions were appointed by the Central and State for realizing this cause. In 1975 International Women's Year was celebrated. The activities of UNESCO also created an awareness regarding the cause for women.

The Government of India had taken measures to secure the interests of women. Some of these are:

- The Hindu Marriage Act, 1955
- The Hindu Succession Act, 1956
- The Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956
- The Special Marriage Act, 1954
- The Dowry Prohibition Act, 1961

In order to secure economic interests of women, the Government had undertaken different measures. Some of these are as follows:

- The Maternity Benefit Act, 1961
- The Equal Remuneration Act, 1976
- The Factories Amendment Act, 1976
- The Hindu Succession Act

However, these measures do not have much significance as most of the women, particularly, the rural women are not aware of these rights. Studies have been undertaken to assess the degree of awareness among the rural women. In one of such studies it was found that 75% of women were unaware of their rights; 20% of them are unaware of their political rights; only 0.5% of them could get a share of their father's property. Hence, it must be admitted that women are yet to become aware of their independent identification.<sup>2</sup>

The above discussion reveals the truth that the real difficulty lies in gender inequality. But as long as women themselves are not becoming alert of their rights as individuals, no amount of legislation can help them to improve their situation. So, what is required is a total shift in the mindset of women themselves. As long as women do not learn to respect themselves as individuals, recognizing themselves as worthy of aspiring to equality, nothing can help them to elevate their position in society. Hence, the key is to respect oneself and respect fellow women and thereby develop a sense of solidarity among themselves.

## NOTES AND REFERENCES

1. B. Kuppu Swamy, "Social Change in India", pp.240-241. But this reference is from, Shankar Rao. C.N., Sociology of Indian Society, pp. 157-158.
2. Ram Ahuja, "Indian Social System", pp.111-112. But this reference is from, Shankar Rao. C.N., Sociology of Indian Society, pp. 168-169.

### Section-II

#### SURVEY AND ANALYSIS:

An attempt has been made to understand an over-all position of women in present society by surveying the views of some (56 women and 7 men) people and the experience of the Survey has been extremely inspiring as their reasoning and understanding are way too different than what we get to see and hear in the media.

The questionnaire that was directed to the women was somewhat like this:-

#### WOMEN EMPOWERMENT, A BURNING TOPIC

It has almost become a social custom to talk about and support women empowerment, irrespective of the fact that how much we know about it, whether we support it at all or not. However, what is most important now is to realize where we stand. So with this simple survey, we would like to know your opinion.

##### 1. What do you think about women and home making?

- Well, that's our chief duty
- To balance both- work and home management
- We can just pay someone to look after household works
- Well, there's hardly any time after working

##### 2. Do you go to work at your own will?

- If I don't work, my family would go hungry
- What pressure? I want to work.
- I would work if I need to support my family

##### 3. What kind of contribution do you have in the family?

- Physical contribution
- Financial contribution

- I advice in decision making
- All of them
- Nothing
- Other (please specify)

##### 4. Do you face any kind of abuse in the family?

- Physical
- Mental
- Verbal
- No one would dare do that

##### 5. Boy child or girl child?

- Boy.
- Girl.
- Both or any.

##### 6. If you have a well to do husband and a well to do family, would you then prefer working?

- No. There's no need then.
- Yes. I would work anyway.

##### 7. Do you support the social norm that women should be careful in the streets, like wearing covered clothes or avoiding roads in the evening in order to avoid being molested?

- Of course! They must be careful.
- They can do whatever they feel is right, why be afraid?
- Some amount of precautions must be maintained.

##### 8. Do you think women should continue education as long as they want or get married after certain age?

- Study. Get married. Work or look after family.
- Women should get married after 25.
- Study. Build a career. Then have a family.

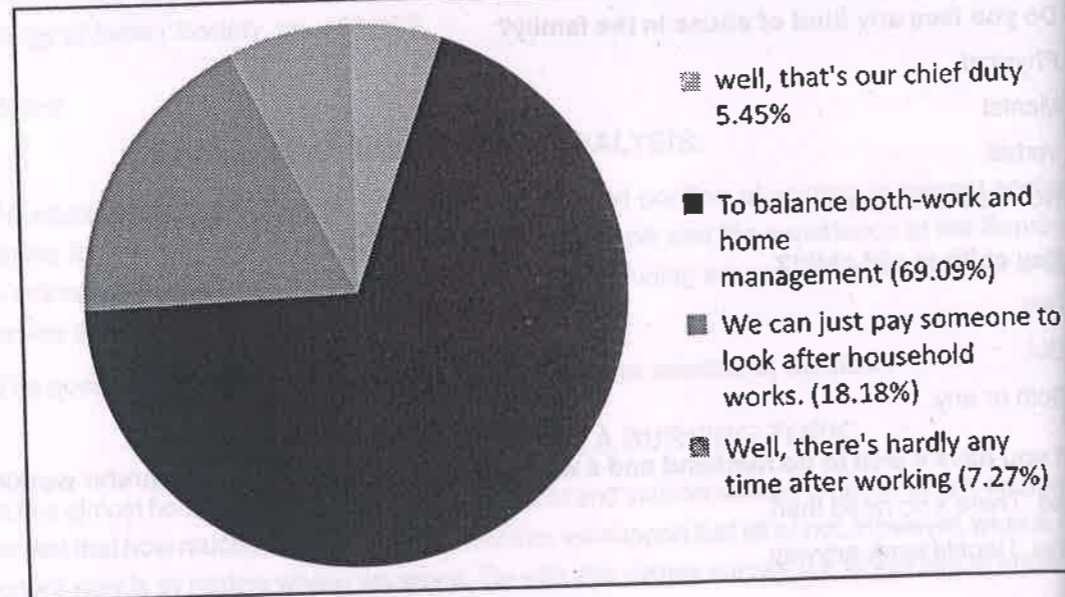
##### 9. Do you think that women can be in the same level as men as or more than them?

- Absolutely.
- In certain fields.
- No. Men are made stronger.

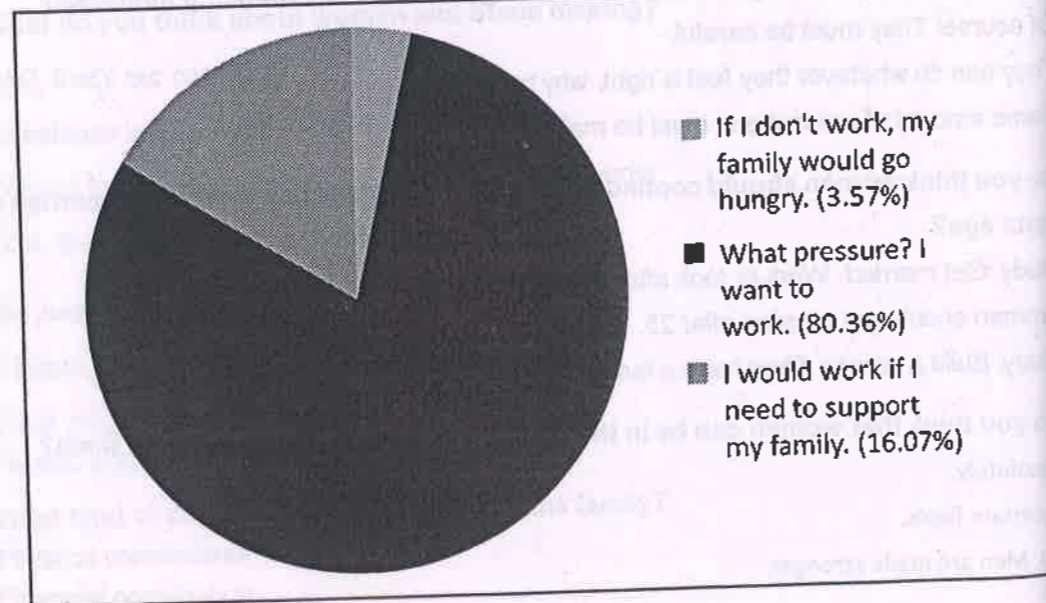
**ANALYSIS OF THE SURVEY:**

The report of the survey came out like this:

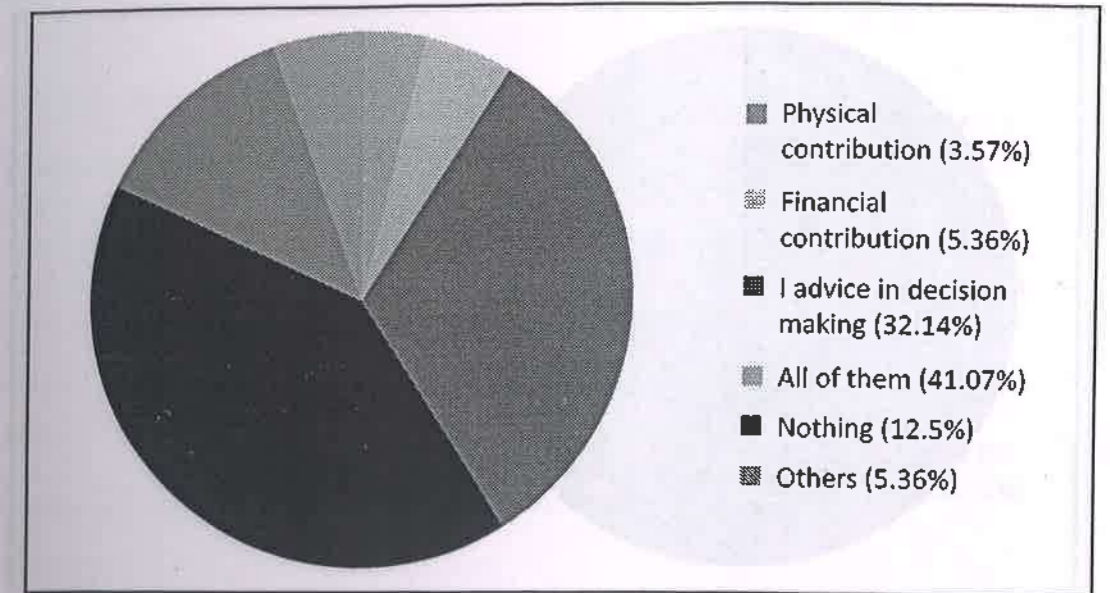
**1. WHAT DO YOU THINK ABOUT WOMEN AND HOME MAKING?**



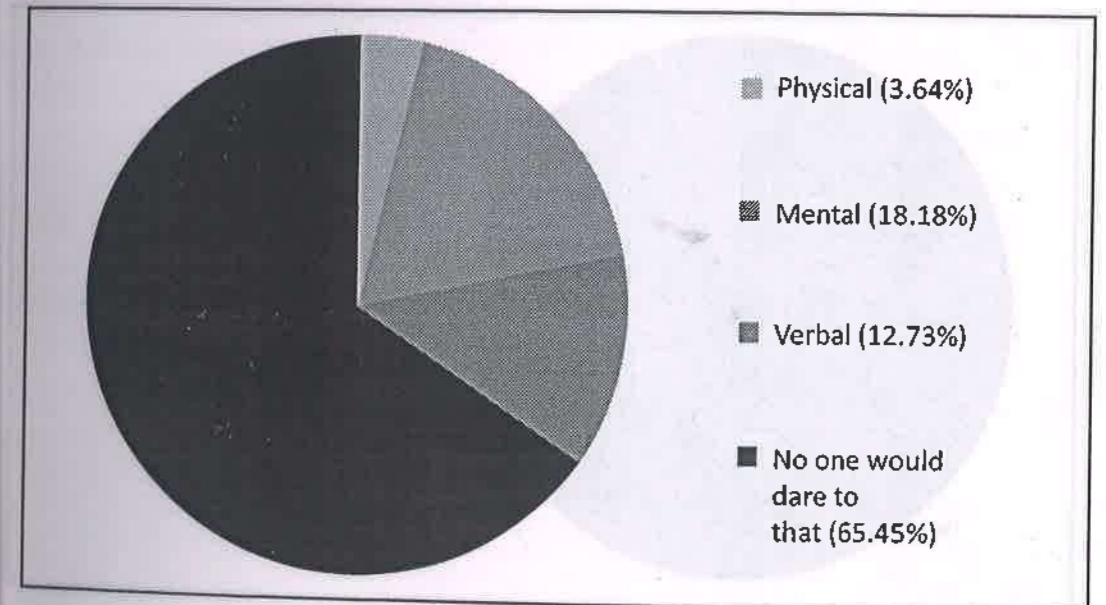
**2. DO YOU GO TO WORK AT YOUR OWN WILL?**



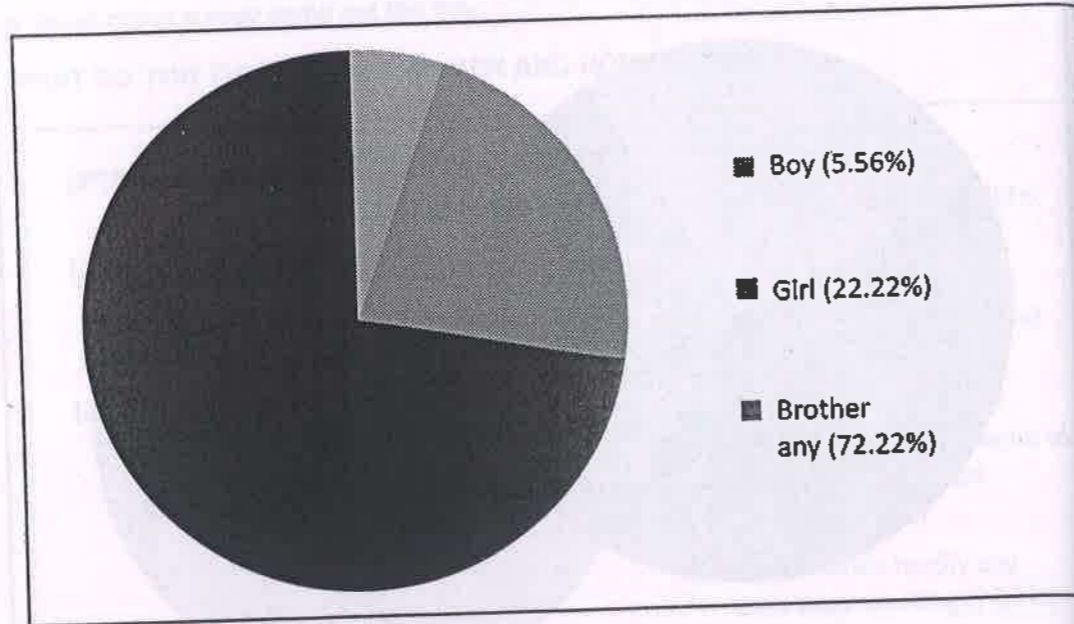
**3. WHAT KIND OF CONTRIBUTION DO YOU HAVE IN THE FAMILY?**



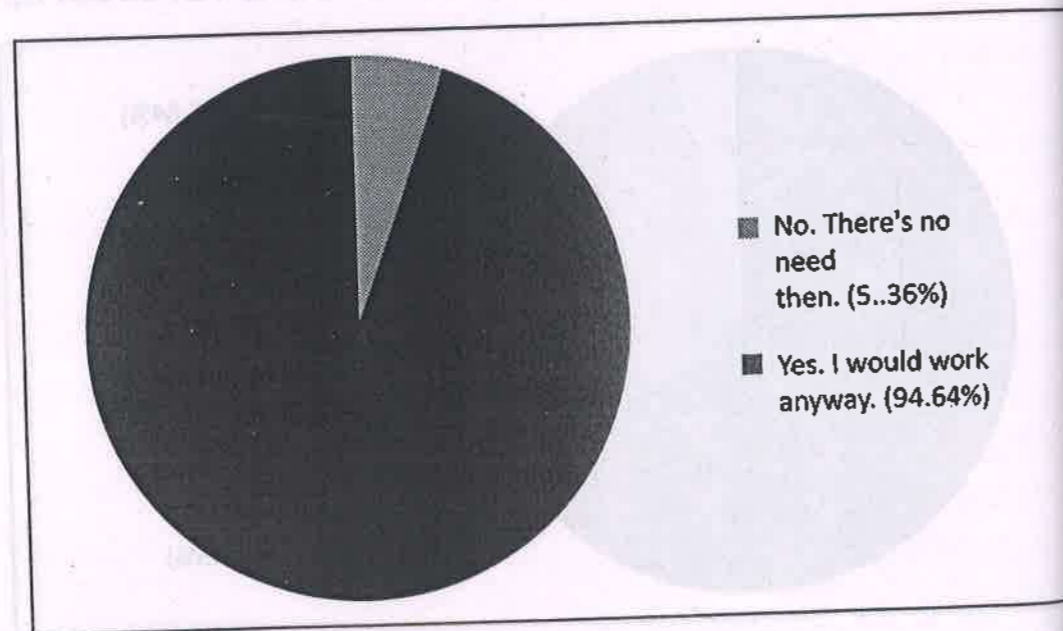
**4. DO YOU FACE ANY KIND OF ABUSE IN THE FAMILY?**



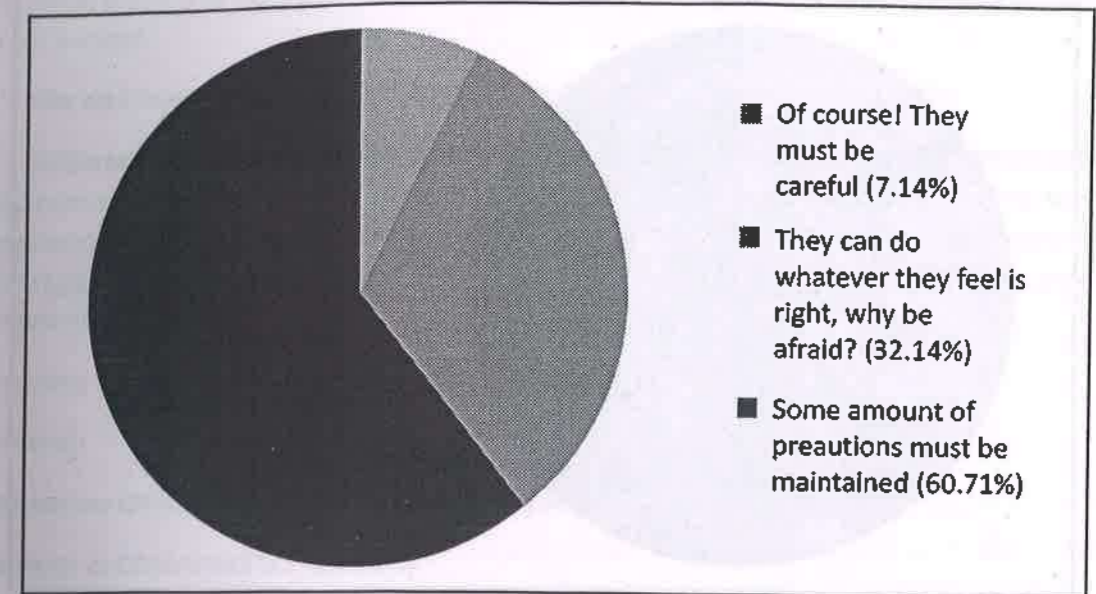
5. BOY CHILD OR GIRL CHILD?



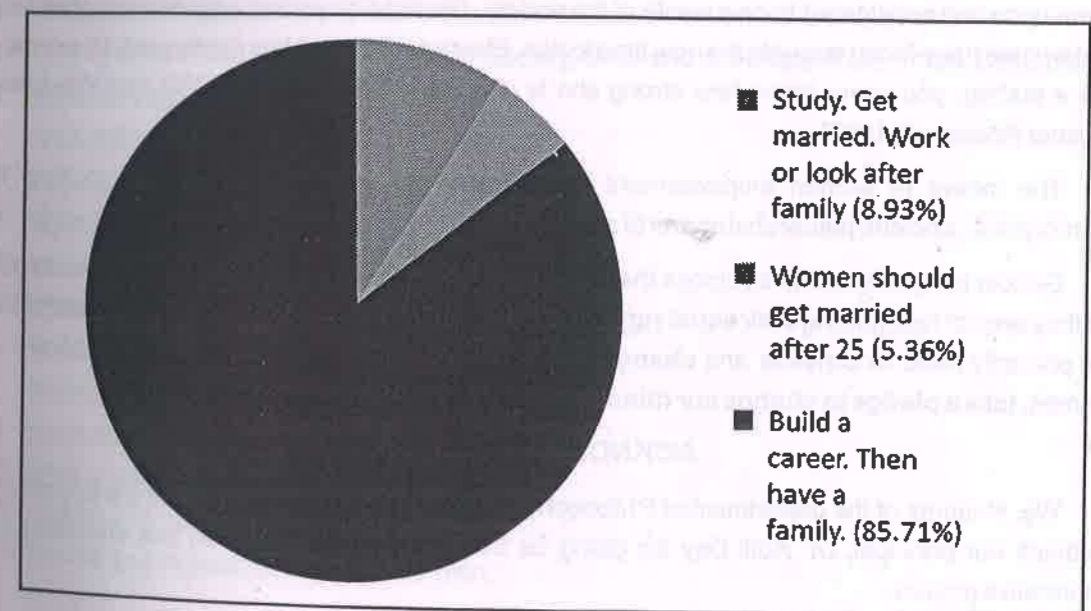
6. If you have a well to do husband and a well to do family, would you then prefer working



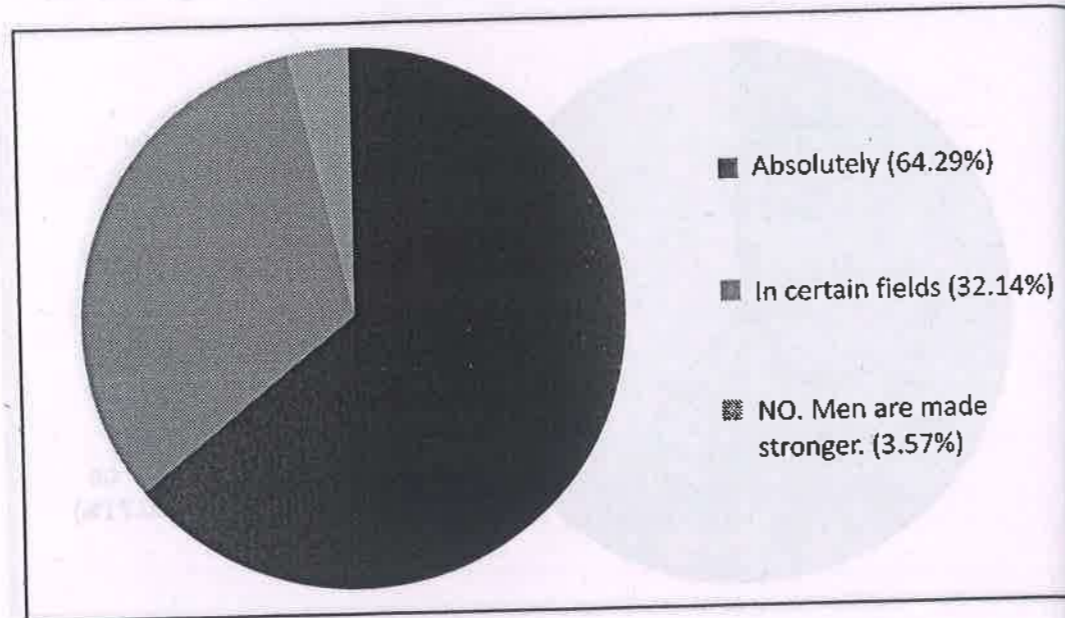
7. Do you support the social norm that women should be careful in the streets, like wearing covered-up clothes or avoiding roads in the evening in order to avoid being molested?



8. Do you think women should continue education as long as they want or get married after a certain age?



9. Do you think women can be in the same level as men as or more than them?



### CONCLUSION

The fight to empower women is a fight for gender equality. Women have been tortured, looked down upon and considered to be a waste of the society. The fight for women empowerment is a fight that women have faced enough; it is now time to rise. Eleanor Roosevelt has rightly said, "A woman is like a teabag, you never know how strong she is until it's in hot water." [The Wit and Wisdom of Eleanor Roosevelt, 1996]

The motive of women empowerment is a demand for gender neutrality and to stop stereotypical, ancient, patriarchal norms of society.

Gender inequality exists all across the world. Women are half of the world's population. As long as they are not recognizing their **equal rights in every aspect**, how can we expect progress? Therefore, we primarily need to consider and **change our attitude towards women**. It is high time we **women, take a pledge to change our mindset and stand in solidarity with each other**.

### ACKNOWLEDGEMENT

We, students of the department of Philosophy, ShriShikshayatan College, take the opportunity to thank our principal, Dr. Aditi Dey for giving us the opportunity to work on this enriching and informative project.

We would like to thank our teachers of the department for their constant support and inspiration.

We would also like to thank all the people who devoted their valuable time and served as the subject of our surveys.

We also thank the rest of the students of our department for their co-operation.

While working on this project, we could reach out to several people and know their views regarding this burning topic. The project gave us knowledge about various aspects regarding women empowerment and how we can stand up for our rights and justice; and represent the women of our society. This project gave us a life-transforming experience which would also help us to grow as empathetic individuals.

Thanking you,

Sincerely,

Mahasweta Chakraborti and Srijoni Ghosh (3<sup>rd</sup> year)

Students of Department of Philosophy.

### BIBLIOGRAPHY

- I. P. Gisbert, Fundamentals of Sociology, Orient Black Swan, New Delhi, 2010.
- II. C.N Shankar Rao, Sociology of Indian Society, S. Chand & Company Ltd., New Delhi, 2004.
- III. [www.surveymonkey.com](http://www.surveymonkey.com)
- IV. [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)
- V. [www.unwomen.org](http://www.unwomen.org)
- VI. [www.rejectionofpascalswager.net](http://www.rejectionofpascalswager.net)
- VII. [www.buddhanet.net](http://www.buddhanet.net)
- VIII. [www.importantindia.com](http://www.importantindia.com)
- IX. [www.indiacelebrating.com](http://www.indiacelebrating.com)
- X. [www.womenempowermentinindia.com](http://www.womenempowermentinindia.com)
- XI. [www.naree.com](http://www.naree.com)
- XII. [www.usaid.com](http://www.usaid.com)
- XIII. Online and manual survey on 56 women
- XIV. Online and manual survey on 7-10 men.

# STATE LEGISLATURE

## A STUDY ON WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

(Political Science Honours, 3rd Year)

### INTRODUCTION

'Federation' came to be used in a legal document for the first time in the Government of India Act, 1935, but the Federal Scheme under the Act was never put into effect until after independence in 1947, although its Provincial Autonomy Scheme was given a trial.

The Constitution declares: 'India, that is Bharat, shall be a Union of States'. The basis of federal system is the maintenance of what Dicey called the 'federal sentiments' and 'cooperative federalism' in India. The founders of our Constitution had realized that a federal system was the only option suitable to country like ours, consisting of so many heterogeneous elements. But in view of external dangers, existing and potential, they sought to impart into the federal system the element of adjustment by opting for Quasi Federal model. That apart, the units of federation are not uniform in nature. We have the units like

- Full-fledged states acquired from British Indian Territory
- Union Territories
- Acquired Territories from the French Colony
- Acquired Territories from the Dutch Colony
- Princely States
- Associated States

After independence most of the states soon realized that it was no longer possible for them to maintain their existence independent of and separate from the rest of the country. In their interest, it was necessary to accede to either of the two Dominions, India and Pakistan. The Indian States became part of one uniform political organization embodied in the Constitution of India.

Thus the process of integration faced two major problems/challenges like

- a) Shaping the Indian States into sizeable or viable administrative units
- b) Fitting them into the constitutional structure of India.

The above problems had to be kept in mind while developing a Quasi-Federal model suitable to our system. The original constitution maintained nine states in Part A, five states in Part B,

states in Part C and two states in Part D. Later, after Seventh Amendment in 1956, the units were reduced into three main categories like States, Union Territories and Other territories as may be acquired. In addition to this, Jammu-Kashmir was given the special status (Article 370) and Governors of few states were empowered with special powers and discretionary powers in relation to the development of certain states independent of the Chief Ministers of those states.

For the smooth functioning of our quasi-federal model, Constitution has several provisions to regulate Centre-State relation in administrative, legislative and financial spheres..

Unlike the union territories, the states are autonomous administrative units having their own legislation and elected chief ministers as head of the government. The law making body exists both at the central and the state level. Being a parliamentary system, both Union and State Legislatures play an extremely important role in Indian democracy. Hence, the Third Year Honours students of the Department of Political Science undertook the project to study the Institution with reference to the state of West Bengal.

The project consists of the following sections

- (I) Highlights of the constitutional provisions related to the composition and functions of the State Legislature in India,
- (II) Historical background of the West Bengal State Legislature,
- (III) An assessment of the 15<sup>th</sup> West Bengal Legislative Assembly,
- (IV) Experience of the visit to the West Bengal Legislative Assembly.

### OBJECTIVES

State Legislature is the part of the prescribed Honours syllabus of the University of Calcutta. An Institutional Visit was organised by the Department in August 2015 to acquire first-hand knowledge about the functioning of the law making body in West Bengal. Inspired by the visit the students have undertaken this project. Through an in-depth study students aim

- ▶ to understand the constitutional provisions related to State Legislature
- ▶ to know the historical background of the West Bengal Legislature
- ▶ to identify the special features of the West Bengal Legislature
- ▶ to take note of the business conducted in the present Assembly (2011-2016)
- ▶ to train themselves about how to undertake a project
- ▶ to familiarise themselves with the Institution where their elected representatives function.



## METHODOLOGY

- Textual Analysis
- Past experience of the Institutional visit
- Case study

(I)

### HIGHLIGHTS OF THE CONSTITUTIONAL PROVISIONS RELATED TO THE COMPOSITION AND FUNCTIONS OF THE STATE LEGISLATURE

#### Some Constitutional Provisions related to the State legislatures

Although India is characterised by a quasi-federal system, the country has a single constitution giving a detailed account of the composition, powers and responsibilities of the governments at the centre and as well as the state. The Union Legislature is bicameral but at the state level it is optional to have a unicameral or bicameral legislature. West Bengal had a bicameral legislature until 1956 when Legislative Council was abolished and unicameral legislature was introduced. Some of the important constitutional provisions with regard to the state legislature are-

- **Article 168 – {Constitution of Legislatures in States}**

It provides for an elected legislature which shall consist of a Governor and two or one house depending on whether the Assembly is bicameral or unicameral. The article further says 'Where there are two Houses of the Legislature of a State, upper house shall be known as the Legislative Council and the lower one as the Legislative Assembly, and where there is only one House, it shall be known as the Legislative Assembly.'

- **Article 173 - {Qualification for membership of the State Legislature}**

According to Article 173, a person shall be qualified to be chosen to fill a seat in the legislature of a State if (s)he—

- ✓ is a citizen of India,
- ✓ is not less than twenty five years of age for the seat in the Legislative Assembly and thirty years of age for the seat in the Legislative Council,
- ✓ possesses such other qualification as prescribed by or under any law made by the Parliament

- **Article 191 - {Disqualification for membership}**

The member of the State Legislature may be disqualified if (s)he

- ✓ holds any office of profit under the Union or the State Government,
- ✓ is of unsound mind as declared by a competent court,
- ✓ is an undischarged insolvent,
- ✓ is not a citizen of India or has acquired the citizenship of a foreign state,
- ✓ is declared disqualified by or under any law made by the Parliament.

- **Article 169 – {Abolition or creation of Legislative Councils in States}**

It provides for the abolition or creation of Legislative Council if the Legislative Assembly of the State concerned passes a resolution to that effect by a majority of the total membership of the

Assembly not being less than two-thirds of the members actually present and voting followed by an Act of the Parliament.

- **Article 170 – {Composition of the Legislative Assembly}**

The Legislative Assembly of each State shall be composed of the members chosen by direct election on the basis of adult suffrage from territorial constituencies. The number of members of the Assembly shall not be more than five hundred nor less than sixty. The Article further states that there shall be a proportionately equal representation according to the population in respect of each territorial constituency within the State. The total number can only be readjusted by Parliamentary law after the completion of each census.

- **Article 333 – {Appointment of Anglo-Indian Member}**

The Governor can nominate one member of the Anglo-Indian community if he is of the opinion that they are not adequately represented in the Assembly.

- **Article 172(1) – {Duration of State Assembly}**

The duration of the Legislative Assembly is five years but it may be dissolved sooner than five years by the Governor. However, the term of five years may be extended in case of Proclamation of Emergency. It can be extended for a year at a time and not extending beyond the period of six months in any case after the termination of emergency.

- **Article 356 – {State Emergency}**

If the President is satisfied, based on the report of the Governor of the concerned state or from other sources, that the governance in a state cannot be carried out according to the provisions in the Constitution, he may declare an emergency in the state. Such an emergency must be approved by the Parliament within a period of two months. In case of such emergency, the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament

- **Article 357 – {Exercise of legislative powers under Proclamation issued under article 356}**

Parliament can confer on the President the power of the Legislature of the State to make laws.

- **Article 171(1) – {Composition of the Legislative Council}**

Article 171(1) states that the size of the Legislative Council or Vidhan Parishad shall vary with that of the Legislative Assembly. The membership of the Council shall not be more than one-third of the membership of the Legislative Assembly but not less than forty. The Governor shall appoint persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely - literature, science, art, co-operative movement and social service.

- **Article 172(2) – {Duration of Legislative Council}**

The Legislative Council shall not be subject to dissolution but one-third of its members shall retire on the expiry of every second year in accordance with the provisions made in that behalf by Parliament by law.

● **Article 174 – {Sessions of the State Legislature, prorogation and dissolution}**

The Governor can summon or prorogue the house or either houses and also dissolve legislative Assembly.

● **Article 175 - {Right of Governor to address and send messages to the House or Houses}**

The Governor may address either or both the Houses of the State Legislature and may require the attendance of the members for that purpose. Further, he may also send message with respect to any bill lying pending in the legislature or otherwise.

● **Article 176 – {Special Address by the Governor}**

The Governor shall address either or both the Houses of the Legislature at the commencement of the first session after each general election and at the commencement of the first session each year.

● **Article 178 – {The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly}**

The Legislative Assembly shall choose two members of the Assembly as a Speaker and Deputy Speaker.

● **Article 182 – {The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council}**

The Legislative Council chooses two members of the Council as Chairman and Deputy Chairman.

● **Article 194 - {Powers, privileges, etc., of the Houses of Legislatures and of the members and committees thereof}**

✓ Subject to constitutional restrictions, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State.

✓ No member of the Legislature of a State shall be liable to any proceedings in any court for any actions in the Legislature.

✓ The powers, privileges and immunities may from time to time be defined by the Legislature by law.

✓ The above provisions shall apply on the persons having the right to speak and to take part in proceedings of a House of the State Legislature or any committee thereof.

● **Article 195 {Salaries and allowances of members}**

Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a State shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by the Legislature of the State by law.

● **Article 196 {Provisions as to introduction and passing of Bills}**

✓ A Bill may originate in either House of the Legislature of a State

✓ A Bill shall not be deemed to have been passed unless it has been agreed to by both Houses

✓ A Bill pending in the Legislature of a State shall not lapse by reason of the prorogation of House or Houses thereof.

✓ A Bill pending in the Legislative Council of a State shall not lapse on dissolution of the Assembly

✓ A Bill which is pending in the Legislative Assembly of a State, or which having been passed by the Legislative Assembly is pending in the Legislative Council, shall lapse on a dissolution of the Assembly.

● **Article 197 {Restriction on powers of Legislative Council as to Bills other than Money Bills}**

After an Ordinary Bill is passed by the Assembly, it is sent to the Legislative Council. Here the Bill may either be accepted, rejected or sent with amendment to the Assembly. The Assembly may send it for the second time to the Council. If the bill is rejected for the second time or not sent within one month or sent with amendment to which the Assembly does not agree, the bill will be considered passed by both the Houses of the legislature.

● **Article 198 {Special procedure in respect of Money Bills}**

Money bill cannot originate in the Legislative Council. However, the Money Bill shall be placed before the Legislative Council after it is passed by the Assembly. The Council gets 14 days time to take action on the bill. It may accept, reject or send the bill to the Assembly within 14 days of the receipt of the bill with or without recommendation. It may also not send it back. After the expiration of 14 days, the bill will be considered passed by both the houses

● **Article 200 {Assent to Bills}**

After a Bill is passed by the State Legislature, it shall be presented to the Governor for his assent. The Governor may-

✓ declare his assent to the bill helping it to become law

✓ withhold his assent in which case the bill fails to become law

✓ may return non-money bill to the legislature with message

✓ may reserve the bill for the consideration of the President.

If the bill is returned to the concerned House and passed again with or without amendment and presented before the Governor again, the Governor shall not withhold his assent.

It is also stated that it is compulsory for the Governor to reserve the Bill which in his opinion, if passed, would derogate from the powers of the High Court under the Constitution.

● **Article 201 {Bills reserved for consideration}**

When a Bill is reserved by a Governor for the consideration of the President, in case of the money bill so reserved, the President may either declare his assent or withhold his assent.

In the case of a Bill other than a money bill, the President may direct the Governor to return the Bill to the Legislature for reconsideration. The Legislature must reconsider such Bill within six months and if it is passed again, the Bill shall be presented to the President again. However, it is not obligatory for the President to give his assent in this case too.

**COMMITTEE SYSTEM**

Under the provisions of the Constitution of India a number of committees exist to examine in detail the functions of the executive. They comprise of the elected members of the House. Each committee is headed by a Chairman. It comprises of the members of both ruling and opposition parties. No minister can be its member. Tenure of the committee is not more than one year.

Under the rules of State Legislatures Standing Committee, Ad hoc Committee, Consultative Committee, Business Advisory Committee, Women and Children Welfare Committees are formed and function in the States more or less on the lines of the committees of the Union Parliament though less effectively. Their number and size vary from State to State and from time to time in the same State, but some committees, such as Public Accounts Committee, the Estimate Committee, the Privileges Committee, the Committee on Subordinate Legislation, and the like, are to be found in all the States.

#### Proceedings and Business of the State Legislature

- Petitions
- Resolutions
- Motions (Adjournment Motion, Cut Motion, No-Confidence Motion, Motion of Censure, Call for Attention Notice)
- Question Hour
- Zero Hour
- Casting Vote
- Suspension
- Closure
- Vote on Account.

#### Constitutional Functions

**Law Making Function:** The primary function of the State Legislature is to formulate laws for the state on the subjects enlisted in the State list and Concurrent list of the Indian Constitution. Bills are passed in the Legislature become laws after obtaining the signature of the Governor. There are mainly two types of bills- Ordinary & Money Bills. State Assembly does not have any power in amending the Constitution except the power of ratification.

**Financial Function:** The State Legislature is responsible for controlling the finances of the respective State. The Money Bill includes matter related to the expenditure to be incurred by the Government, imposition or abolition of taxes, borrowing etc. The Bill is introduced by a minister with the recommendation of the Speaker. Whether a Bill is a Money Bill or not is certified by the Speaker.

**Control over Executive:** Assembly exercises control over the Council-of-Ministers. The legislature keeps a check on the executive by asking questions, moving adjournment motions and attention notices. The Council of Ministers is responsible to the Assembly collectively and remains in office as long as it enjoys the confidence of the Assembly. It may pass a vote of censure to dismiss the government. Although ideally a parliamentary system provides for a government by a clear majority, in the last few decades have witnessed the rise of minority, partial and full coalition government. It becomes relatively difficult for the House to exercise control over the executive in such situation.

**Electoral Functions:** The elected members of the Assembly are also the members of the Electoral College which is constituted to elect the President of India. The elected members of the state legislature are also responsible for electing members to the Rajya Sabha from their respective States.

## HISTORICAL BACKGROUND OF WEST BENGAL STATE LEGISLATURE

The history of the West Bengal Legislature can be traced to 18 January 1862 when under the Indian Councils Act of 1861, a twelve Member Legislative Council for Bengal / Presidency was established by the Governor-General of British India with the Lt. Governor of Bengal and some other nominated members. The strength of the Council was gradually enlarged by subsequent Acts. Under the Indian Councils Act of 1892, the maximum strength of the Council was raised to twenty out of which seven were to be elected. The Indian Councils Act of 1909 further raised the number of members of the Council to fifty. Under the Government of India Act 1919, the number of members of the Legislative Council was once again raised to hundred and twenty five members. The Bengal Legislative Council constituted under the Act of 1919 was formally inaugurated on 1 February 1921 by the Duke of Connaught.

Before the construction of the Assembly House, the sittings of the Legislative Council for Bengal was held at Belvedere, Calcutta, the residential place of the then Lieutenant Governor of Bengal till 1920. Later, the Bengal Legislative Council sat at Town Hall between February 1, 1921 and February 8, 1931, till the new building was ready.

A few years later, under the provisions of the Government of India Act 1935, two chambers of the Bengal Provincial Legislature, the Legislative Council and the Legislative Assembly were created. The tenure of the Assembly, consisting of 250 members, was to be five years unless dissolved sooner; while the Council, with a membership of not less than 63 and not more than 65, was made a permanent body and not subject to dissolution with the provision that one-third of the members should retire every three years.

On the eve of Independence in 1947, on account of partition of India, Bengal Province was divided into West Bengal and East Pakistan. The West Bengal Legislative Assembly was constituted with ninety members representing the constituencies that fell within the area of West Bengal and two nominated members from Anglo-Indian community. The Bengal Legislative Council stood abolished. The Legislative Assembly met for the first time after Independence on 21 November 1947.

The Constitution of India again provided for a bicameral Legislature for West Bengal. Accordingly, the West Bengal Legislative Council consisting of fifty- one members was constituted on 5 June 1952. The number of members in the Legislative Assembly was two hundred and forty including two nominated members from the Anglo-Indian Community. After the first General Elections, the new Assembly met for the first time on 18 June 1952.

On 21 March 1969, a resolution was passed by the West Bengal Legislative Assembly for the abolition of the Legislative Council. Subsequently, Indian Parliament passed the West Bengal Legislative Council (Abolition) Act, 1969 abolishing the Legislative Council with effect from 1 August 1969.

Presently it is a unicameral legislature where the members are directly elected by the people of the State every five years. The total strength of the Assembly is two hundred and ninety five (294

directly elected from different constituencies and 1 nominated from the Anglo-Indian Community. The term of the house is five years, with the provision for earlier dissolution. Since 1952 the people of West Bengal have elected 15 Vidhan Sabhas and the preparation is on for the 16<sup>th</sup> Vidhan Sabha election due in April-May 2016. All India Trinamool Congress is on the verge of completion of its first term and it would be interesting to take note of the business conducted in the 15<sup>th</sup> Assembly.

### (III)

## ASSESSING THE 15<sup>TH</sup> WEST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

### Composition of the 15<sup>th</sup> West Bengal Legislative Assembly

The State Legislative Assembly, popularly known as Vidhan Sabha, is the directly elected popular and powerful house of the state legislature. Its membership is in proportion to the population of the state. The members are directly elected by the people of the state through a secret ballot under a single member territorial constituency system. The legislature of West Bengal consists of Government elected MLAs, nominated member of Anglo-Indian community, Speaker, Deputy Speaker who is assisted by Secretary. The Assembly operates through a number of committees. Approximately there are forty Committees in the Legislative Assembly.

The 15<sup>th</sup> West Bengal legislative Assembly or Vidhan Sabha was constituted on May 13, 2011 with 294 elected members and 1 member nominated from the Anglo-Indian Community. The election was held in 6 phases. All India Trinamool Congress won absolute majority (184 seats) and emerged as the ruling party with Smt. Mamata Bandyopadhyay appointed as the Chief Minister. The opposition includes Indian National Congress (42 seats) Communist Party of India (Marxist) (40 seats) All India Forward Bloc (11 seats) Revolutionary Socialist Party (India) (7 seats), Gorkha Janmukti Morcha (5 seats), Communist party of India (2 seats), Samajwadi Party (1 seat), Socialist Unity Centre of India (Communist) (1 seat), Democratic Socialist Party (1 seat), and two independent candidates. Interestingly, Bhartiya Janata Party did not win a single seat. The election marked the defeat of the 34-year rule of the Left Front government.

Some of the prominent persons in the 15<sup>th</sup> Assembly include-

- Shri Keshari Nath Tripathi, Hon'ble Governor (2014)
- Smt. Mamata Bandyopadhyay (TMC), the Hon'ble Chief Minister
- Shri. Biman Banerjee (TMC), Hon'ble Speaker
- Smt. Sonali Guha (Bose) (TMC), Deputy Speaker
- Dr. Surjya Kanta Mishra (CPI(M), leader of the Opposition)
- Mr. Michael Shane Calvert, nominated member from Anglo Indian Community
- Shri Sovandeb Chottopadhyay (TMC), Chief Whip
- Shri. Budheswar Mahanti, Secretary
- Shri Debobrata Mukhopadhyay, Marshal
- Shri Bholanath Mukherjee, Deputy Marshal

The 16<sup>th</sup> Vidhan Sabha election is scheduled to be held in 7 phases spreading through the month of April-May, 2016.

### Some of the important bills debated and passed by 15<sup>th</sup> Vidhan Sabha

● **The Singur Land Rehabilitation and Development Bill, 2011** was passed on June 14, 2011 amidst walkout by the Left parties who are in opposition. According to Chief Minister Mamata Bandyopadhyay, this Bill was passed to undo the "injustice" meted out to the farmers whose land was forcefully acquired in 2006 for setting up Tata Motor's Nano car manufacturing unit. The Bill empowered the West Bengal government to return land to the farmers in Singur.

● **West Bengal Backward Classes (other than SC and ST) (Reservation of Vacancies in Services and Posts) Bill, 2012** was passed in July 2012. This Bill provided for 17 % reservation for Other Backward Classes (OBCs) in government jobs where 10% seat reservation was announced for category A ('more backward classes') and 7% for the other category ('backward classes').

● **West Bengal Panchayat Election Bill, 2012** was passed to provide 50% reservation for women.

● **Assembly passed bills to set up 3 new universities in West Bengal** - A new state-aided university named Kazi Nazrul University at Asansol, state-aided university (PBU) at Coochbehar and Techno-India University at Salt Lake and South 24 Parganas. The three new universities aim at providing opportunities to the young generation to avail management, engineering and professional education in the state and avoid migrating to other states.

● **The West Bengal Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) Bill, 2012** was passed in December 2012. The Bill provides for appointment of members of the Assembly as parliament secretaries who will have the rank and status of a Minister of State. They will help in planning and coordination of legislative business in the House and will serve as an intermediary between administrative secretaries and Ministers.

● **The West Bengal Higher Educational Institutions (Reservation in Admission) Bill 2013** was passed to reserve seats for SCs (22%) STs (6%) and OBCs Category A (10%) and OBCs Category B (7%) in higher education i.e. Colleges and Universities.

● **Presidency University (Amendment) Bill, 2013:** This Bill provided for the creation of a mentor group of prominent persons which would suggest measures to make the university as a centre for academic excellence. The Bill is an amendment to the Presidency University Act of 2010.

● **The West Bengal Agricultural Produce Marketing (Regulation) Amendment Bill 2014** was passed in December 2014 to protect interest of the farmers so that they get the right price for their produce.

● **Dunlop India Ltd (Acquisition and Transfer of Undertaking) Bill, 2016 and Jessop and Co Ltd (Acquisition and Transfer of Undertaking) Bill, 2016** were passed on February 7, 2016 to take over management and control of Dunlop India Ltd and Jessop & Co Ltd from Pawan Kumar Rula group. The objective is to help thousands of employees who are in acute financial crisis due to huge dues over a substantial period of time.

● **West Bengal Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Bill, 2013** was passed amidst a walkout by the Opposition Congress for the protection of investors in chit fund companies.

(IV)  
**EXPERIENCE OF THE PAST VISIT TO THE WEST BENGAL  
LEGISLATIVE ASSEMBLY**

The Third Year Honours (14) and General (10) students of the Department of Political Science, Shri Shikshayatan College accompanied by 2 teachers, Dr. Mandar Mukherjee and Smt. Urmi Gupta went for an Institutional visit to the West Bengal State Legislative Assembly (Vidhan Sabha Bhawan) on August 21, 2015. The purpose of the visit was to acquire first-hand knowledge about the important law making body of the state by visiting various chambers and interacting with officials working in different capacities.

It is important to note that the **Assembly House** has been identified as Heritage Building. The entrance of the main building of the Assembly is decorated with a plaque highlighting that the foundation stone was laid by The Right, Hon'ble Sir Francis Stanley Jackson (P.C. G.C.I.E), Governor of Bengal on July 9, 1928. Thereafter, the construction of the building started on a plot measuring 100 bighas and was completed within two years and seven months. Mr J Greaves was chosen as the chief architect of this magnificent building and the Martin and Company, Calcutta, was entrusted with the construction work.

The architecture of the building shows a mixture of oriental and occidental influences including the central dome and resembles the English alphabet 'H'. The Oval Chamber measuring 4300 square feet is the place where the actual sitting of the House takes place. It holds a separate enclosure for the Speaker, Chief Minister, Ministers, Leader of the Opposition and it has two Committee Rooms. There are galleries to accommodate officials and visitors.

The lobby has a rich collection of oil paintings and portraits of national leaders, freedom fighters, former chief ministers, Speakers and other eminent persons. The Chamber has witnessed historical debates by great orators of Bengal like Fazlul Haq, Shyamaprasad Mukherjee, Sarat Chandra Bose, Bidhan Chandra Roy, Bankim Mukherjee, Hiren Mukhopadhyay, Jyoti Basu and Siddhartha Shankar Ray and many others.

The erstwhile Council Chamber is used for committee meetings and seminars.

There are three administrative buildings - North Annexe Building, South Annexe Building and Golden Jubilee Building. The rich collection of the Legislature Library has now been shifted to the Golden Jubilee Building. The foundation stone of a new Millennium Building which can accommodate 600 members was laid by Jyoti Basu, former Chief Minister of West Bengal in 2001.

The Post Office, bank, railway reservation counter, medical dispensary, canteen are also situated inside the Assembly premises.

The premises of the Assembly are adorned with the **statue of Ambedkar**, the father of the Indian Constitution. It is a beautiful massive sculpture.

The **lush green ambience** in and around the Assembly makes it very special. It maintains a green house and involves number of trained gardeners. It organises flower show annually

collaboration with Calcutta Flower Growers Association. "Vidhan Sabha Bhawan" the title of the Assembly has been worked out in Bengali topiary letters in. This is in keeping with the lush green surrounding

**Chambers Visited**

- MLA's Lobby
- Assembly Hall
- Library
- Speaker's Chamber
- Secretary's Room

**The MLA's Lobby**

The MLA's Lobby with its marble flooring is a grandeur. The walls are decorated with the portraits of the dignitaries like Raja Rammohun Roy, Iswarchandra Vidyasagar Mahatma Gandhi, Shyamaprasad Mukhopadhyay, Subhas Chandra Bose, Siddhartha Shankar Ray and many more. The MLAs sit here during lunch. There is an attendance register where the MLAs have to sign their presence. The opposition and ruling parties sit in their allotted places in the Lobby. The Lobby leads to the Assembly Hall.

**Assembly Hall**

The Assembly is spectacular with a grand ceiling carved out of wood and velvet flooring. The furnishing dates back to the era of the British Raj. There are multiple entrances to the Assembly. Entry gates have been specified for the Speaker, Governor, Ruling Party members, the Opposition Party members, the Press and the Visitors. We were shown the seating arrangement. One side of the Assembly is donned by the Ruling Party and the other is warmed by the Opposition. Each elected member has a seat allotted to him. The Speaker has the highest chair. But in the presence of the Governor, the Speaker steps aside and the Governor occupies his seat. There is a special seat in the gallery for the Governor's guests. When the Governor, Speaker or Deputy Speaker are absent, the Assembly is presided over by the Chairman selected from among the members of the Assembly unanimously. In normal times, the Speaker controls the switch to the mikes of the various legislators. There is also a press corner exclusively for the Assembly. The Public press sits in an allotted corner of the gallery with the Speaker's permission. There is a recording room in the gallery where the minutes of the session are recorded. There are digital display boards for Ayes and Noes, with indicators in green and red to maintain the speaking time allotted to each Legislator. The Committees, headed by the respective chairmen also sit in the Assembly while the session is on. They are in-charge of scrutinising the reports and presenting them to the Speaker.

We were informed that when the speaker ushers in, he is accompanied by the Marshall with a mace that is adorned by the country's national emblem. This convention started during the British rule and has been followed ever since.

### The Library

The Library treasures over 2 lakh books and newspapers from the past. The Library originally located at the first floor of the Legislative Building, has been shifted to the Golden Jubilee Building in the year 1995. This new Library building was inaugurated by former Chief Minister, Shri Jyoti Basu. The Library hours are 11:00 A.M. to 5:00 P.M. and are open to the legislators, administrative officials and other scholars who come with special permission. It is a matter of pride for the West Bengal Legislative Assembly to have a copy of original constitution exhibited for the visitors in its library. We consider ourselves lucky for having got the opportunity to catch a glimpse of the original Constitution. It was designed by Shilpacharya, Late Nandalal Bose and a team of his pupils of Visva Bharati. There are also beautiful renderings of landscape and some of the masterpieces of our art. Even the decorations used for the borders exemplify in the Santiniketan style. The calligraphy was done by Prem Behari Narain Raizada. The original version was then signed by all the members of Constituent Assembly in January 1950.

### Speaker's Chamber

There is a separate chamber for the Speaker of the West Bengal Legislative Assembly. We got a chance to meet the Speaker and interact with him.

### Secretary's Room

Like the Speaker, the Secretary has a chamber to himself for the conduct of his daily business. The Secretary's Chamber was our last stop.

### Dignitaries and few others we met

- Shri. Biman Banerjee, Hon'ble Speaker
- Shri. Budheswar Mahanti, Secretary
- Shri. Tushar Kanti Nandi, Deputy Secretary
- Shri. Rabindranath Chatterjee, MLA, CPI(M)
- Shri Manas Bhattacharya, Secretary to the Speaker
- Shri Bholanath Mukherjee, Deputy Marshal

### INTERACTIONS

#### ● Speaker's Chamber

Shri Bholanath Mukherjee, the Deputy Marshal led us to the Speaker's Chamber on the basis of prior appointment. Shri **Biman Banerjee**, the current speaker of the Legislative Assembly was present in his cabin and the students got the opportunity to interact with him. Although the duration of meeting lasted for a brief span of 15 minutes (from 12:45 to 1:00 P.M.), yet it was quite fruitful.

Speaker clarified the queries of the students and teachers. He briefed us on the way the proceedings of the House are carried out, the manner in which the Business Advisory Committee selects the agenda and the date as well as the duration of the sessions of the House. He enlightened us about the duties and responsibilities of the Speaker whose office is expected to be neutral.

#### ● Secretary's Cabin

The Secretary of the Legislative Assembly, Shri **Budheswar Mahanti** welcomed the students and the teachers to his office for interaction. He enlightened us about the working of the Secretariat and the different Committees which help in the proper functioning of the Assembly. According to him there are 39 Committees in total and 24 of them are Standing Committees. The Business Advisory Committee, consisting of the members from different political parties, is chaired by the Speaker. He elaborated on the proceedings of the House. First hour is the Question Hour. At least one week prior to the session, the list of questions are submitted to the Speaker who decides which questions to be allowed and which to be rejected.

#### ● Shri Rabindranath Chatterjee, MLA, CPI (M)

The Students were equally gratified to come into contact with Shri. Chatterjee who informed them that the Winter Session of the Assembly might have to be dissolved due to the forthcoming Assembly Elections. He also briefed the students on the various motions and activities of the House.

### Observations and Findings of the Visit

The visit to the Assembly was a learning experience for the students. The Assembly House is well maintained with a strict security arrangement. We found ourselves privileged to see the handwritten original Constitution of India kept in the Assembly Library. The heritage building and the plaque highlighting the origin. The dignitaries were open to queries. It was interesting to see the Speaker, Secretary and other officials carrying out the task in person. In fact this visit was the main inspiration behind the current project undertaken on State Legislature.

### BIBLIOGRAPHY

- Arora Ramesh K and Goyal Rajni: Indian Public Administration : Institutions and Issues: New Age Internationals: New Delhi: 2014.
- Basu Durga Das: Introduction to the Constitution of India : Lexis Nexis: 2015.
- Singh M.M : The Constitution of India: The World Press Private Limited :1975.
- <http://www.lbnlive.com/news/politics/bengal-passes-bill-on-17-per-cent-obc-reservation-486275.html>
- <http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-otherstates/west-bengal-parliamentary-secretaries-bill-passed/article4198645.ece>
- [http://aitcofficial.org/aitc/west-bengal-Assembly-passes-3-important-bills-today/?0&cat\\_id=1](http://aitcofficial.org/aitc/west-bengal-Assembly-passes-3-important-bills-today/?0&cat_id=1)

- <http://www.ndtv.com/india-news/singur-land-bill-passed-in-west-bengal-Assembly-458417>, Singur Land Bill passed in West Bengal Assembly.
- [lawmin.nic.in/legislative/art1-242%20\(1-88\).doc](http://lawmin.nic.in/legislative/art1-242%20(1-88).doc).
- [https://en.wikipedia.org/wiki/West\\_Bengal\\_Legislative\\_Assembly](https://en.wikipedia.org/wiki/West_Bengal_Legislative_Assembly).
- [http://www.wbassembly.gob.in/pdf/Brief%20Information\\_15.pdf](http://www.wbassembly.gob.in/pdf/Brief%20Information_15.pdf).
- <http://www.wdl.org/en/item/2672/view/1/1/> (Please see-Part VI Chapter 1 to 6, pg 132 to 201 deal with the institutions in the state)

#### ACKNOWLEDGEMENT

- We take this opportunity to express our gratitude towards our Principal, Dr. Aditi Dey and the Management of the College for sanctioning the seed money and extending necessary support for the project.
- We thank The Hon'ble Speaker Shri Biman Banerjee for sparing his valuable time.
- We thank Shri Budheswar Mahanti, the Secretary of the West Bengal State Assembly for his valuable cooperation in arranging the visit.
- We thank all the faculty of the Department for their guidance and editorial support.
- We thank the students and the faculty for taking photographs.

\*\*\*\*\*